শঙ্কর

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায়

সোদরোপমেষু—

বন্ধু,

এত করিয়াও তোমাকে কাছে রাখিতে পারি নাই। তথাপি তুমি চিরদিন আমার মনের মধ্যেই আছ। ইহাই সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমাকে দিলাম।

আরঙ্গাবাদ (গয়া)
১৩৩৭

তোমার গুণমুগ্ধ
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকা

এই লেখকের "অগ্নিশুদ্ধ" শীর্ষক একটি গল্প বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গল্পের অঙ্কুর লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে।

বিনীত
গ্রন্থকার

শঙ্কর

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই ভাই

টাকীর অন্যতম জমীদার রমানাথ মুখোপাধ্যায় প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাগানের সম্মুখে আসিয়া একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। বাগানের চারি দিক অনুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীরের পরেই সুপারি ও নারিকেল গাছের সারি; দু'টি করিয়া সুপারি গাছ, মাঝে একটি নারিকেল গাছ। গাছগুলি ঠিক যেন দ্বিতীয় প্রাচীরের মত বাগানটিকে ঘিরিয়া আছে ও ইষ্টকের শুষ্ক ও কঠিন প্রাচীরকে একটু শ্যামল শ্রী দিয়াছে।

গেটের কাছেই মালী বসিয়া ছিল, রমানাথবাবুকে দেখিবামাত্র মালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। রমানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবাবু এখানে আছে?" মালী উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আছেন।"

"চল্ দেখি কোথায়" বলিয়া তিনি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিলেন। মালী সসম্ভ্রমে আগে আগে চলিল।

সুপ্রশস্ত, সুবৃহৎ উদ্যান। নানাবিধ ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে খানিকটা মুক্ত স্থান, সেখানে কতকগুলি করিয়া ফুলের গাছ; যেন ফলের গাছ দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইলে দর্শক ফুলের বাগানে আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বাগানের মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী; তাহাতে গভীর কালো জল। পুষ্করিণীর চারি ধারে সুদৃশ্যভাবে সাজানো ফুলের গাছ, তাহাতে অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

পুষ্করিণীর কাছে আসিয়া রমানাথবাবু বলিলেন "কইরে তোর বাবু?"

পুষ্করিণীর চারিদিকে চারিটি নাতিপ্রশস্ত পথ গিয়াছে। "আজ্ঞে, এই দিকে আসুন" বলিয়া মালী দক্ষিণ দিকের একটি পথ ধরিল। দুই ধারে গাছপালার সারি যেখানে গিয়া শেষ হইল, সেখান হইতে ক্ষেত সুরু হইল। কোনখানে লাউ কুমড়ার সবুজ লতা ধূসর ভূমিখণ্ডকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কোনখানে ছোটবড় তরমুজ মূল মুখ দিয়া মাতৃস্তন্য শুষিয়া লইতেছে। আরও খানিক গিয়া কয়েক বিঘা বিস্তৃত কলার বাগান, তাহাতে নানাবিধ কলার গাছ। অনেকগুলিতে কাঁদি ফলিয়া রহিয়াছে। যেখানে কলার বন (ছোট ছোট চারা) ঘন হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কতক কতক সাবধানে উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। দুই একটি করিয়া তাহা অন্যত্র লাগানো হইতেছে। উদ্যানস্বামী হরিনাথ মুখোপাধ্যায় এই সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন; কখন কখন নিজহস্তে বসাইয়া দিতেছেন। সঙ্গে একজন কর্ম্মচারী,—তাঁহাকে কৃষি সম্বন্ধে দুই একটি উপদেশ দিতেছেন।

দুই ভাই

রমানাথকে দেখিয়াই হরিনাথ হাতের কাজ ফেলিয়া নিকটে আসিলেন ও স্মিতমুখে বলিলেন, "আসুন দাদা।"

রমানাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আজকাল বুঝি এই সুরু করেছিস্।"

হরিনাথ। চাষবাসের কথা বলছেন? সে তো অনেক দিন থেকেই।

রমা। চাষবাস তো অনেকেই করে; নিজে জমী খুঁড়তে কবে থেকে লেগেছিস্?

হরি। জমী আর নিজে কই খুঁড়ছি বলুন। তবে মাঝে মাঝে দেখিয়ে না দিলে চলে না; কাজ ভাল হয় না।

রমা। তাহলে এবার থেকে হাল ধরতে সুরু কর্। হরিনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

রমা। লেখাপড়া না শিখে মূর্খ হয়ে রইলি; তাতে তো একদফা মুখুয্যে-গুষ্ঠির মুখ হেঁট কর্‌লি। এর উপর হাল ধরতে দেখ্‌লে লোকে কি বল্‌বে বল্ দেখি।

হরিনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আপনার বংশের দুর্নাম তাতে হবে না। বড়জোর লোকে আমাকে না হয় নিন্দা করবে।"

রমা। সে একই কথা। তোকে বল্লে ত আমার গায়ে লাগ্‌বে। হ্যাঁরে এ কি কলা রে?

হরি। আজ্ঞে, একে কাবুলি কলা বলে।

রমা। ওঃ যে কলা কাঁচা কি পাকা বড় বোঝবার উপায় নাই—গরম ভাতে রাখলেই প্রায় গলে যায়?

হরি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রমা। তা বেশ কলাগুলি তো! খেতে কেমন?

হরি। বেশ ভাল। কর্ম্মচারীর দিকে চাহিয়া হরিনাথ বলিলেন, চার ছড়া দাদার ওখানে পাঠিয়ে দিও।

কর্ম্ম। আজ্ঞে দেব'খন্।

রমা। হ্যারে ডাব পাড়ানো আছে তোর? খাবার পর একট. করে ডাব খাওয়া অভ্যাস। আজকাল কিনে খেতে হয়। সবগুলে জমা দিয়ে ফেলেছি।

হরি। তা আপনি বলেন নি কেন এতদিন? হরেন, দাদাকে মাঝে মাঝে ডাব পাড়িয়ে পাঠিয়ে দিও তো।

কর্ম্ম। আজ্ঞে, দেব।

রমা। শঙ্করের খবর কিরে! সে কি চিরকাল চুপ করে বসেই থাকবে না কি।

হরি। না—চুপ করে বসে তো নেই। আইন পড়ছে—আর একটা বছর দেরী। এরি মধ্যে আর একটা কি পাশ করে পুরস্কার পেয়েছে।

রমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছিলাম কবে খানকতক বই পেয়েছিল বুঝি।

কর্ম্ম। আজ্ঞে না, বড়দা যে P. R. S. পাশ করেছেন। রমানাথ হুঁ বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ভাবে বোধ হইল, এ প্রসঙ্গটা তাঁহার ভাল লাগিল না।

রমানাথ দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলে কর্ম্মচারী বলিলেন, "কাকাবাবু, দোষ নেবেন না; কিন্তু বড়বাবুর ও কিরূপ মুখ? আপনি মুখুয্যেবংশের মুখ হেঁট করলেন; ওসব বলে শেষটা প্রকারান্তরে কলা চাহিতে তো মুখে বা সম্মানে বাধল্ না!"

হরিনাথ। উনি বড় ভাই, হরেন, যদি দু'টো অন্যায় বা রূঢ় বলেই

থাকেন, আমার কি তা শোধ দেওয়া উচিত? কিন্তু তিনি সামান্য ২।১টা জিনিস নিতে চাইলে—সে কথা কি মুখে আনতে আছে?

কর্ম্মচারী। কিন্তু তিনি বড়দাকে ছোট করে দেখেন কেন? তাঁর মতন বিদ্বান এ অঞ্চলে ক'জন আছে?

হরি। শঙ্কর সম্বন্ধে কিছু মন্দ বল্‌লে একটু ব্যথা পাই হরেন্। কিন্তু সে যে কত বড় আর কত ভাল, এই মনে করে আমার সে ব্যথা দূর হয়।

ইহার পর আবার দুইজনে মিলিয়া উদ্যানের নানা স্থলে কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন।

বেলা ১১টা বাজিয়া গেলে দুইজনে উদ্যান ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় টাকী বসিরহাট অঞ্চলের বিখ্যাত জমীদার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রমানাথ প্রথমা স্ত্রীর, কনিষ্ঠ হরিনাথ দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর শম্ভুনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। শম্ভুনাথ যে সময়ে প্রাণত্যাগ করেন, তখন রমানাথের বয়স বৎসর কুড়ি, হরিনাথের বয়স বৎসর আট হইবে। শম্ভুনাথের জমীদারির যেমন বিপুল আয় ছিল, তাঁহার ব্যয়ও তদনুরূপ ছিল। সেজন্য মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কিছু ঋণ রহিয়া গিয়াছিল।

লোকে বলিত রমানাথের বিষয় বুদ্ধি ঐ বয়সেই খুব তীক্ষ্ণ ছিল। পিতার মৃত্যুর সময় রমানাথ কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতেন। পিতার অসুখের সময় দেশে ফিরিয়া তিনি দেশেই রহিয়া যান। আত্মীয়স্বজন পুনরায় তাঁহাকে পড়িতে যাইবার কথা বলিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, বাবা যে রকম ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিন্ত ভাবে কলিকাতায় বসিয়া আর পড়া চলে না। প্রৌঢ় দেওয়ান পড়িবার জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলে রমানাথ অম্লানবদনে বলিলেন, "তাহলে আপনাদের বোধ হয় একটু সুবিধা হয়।"

দেওয়ান অতি বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। স্বর্গীয় শম্ভুনাথ এজন্য

দেওয়ানকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। নূতন প্রভুর মুখে প্রথমেই এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি অতিমাত্রায় মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইলেন; এবং সেই দিনই বলিলেন যে, তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অপটু হইতেছে, সেজন্য রমানাথকে কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াই কর্ম্মত্যাগ করিবেন। মাসখানেকের মধ্যে বৃদ্ধ সত্য সত্যই কর্ম্মত্যাগ করিলেন।

শম্ভুনাথ রমানাথের বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। রমানাথের শ্বশুরের বিষয় বিশেষ না থাকিলেও বিষয়-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। সেই বুদ্ধি এখন কাজে লাগিল। রমানাথ তাঁহাকে অনারারি দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল ম্যানেজার। প্রথমেই দুইটি মহাল বিক্রয় করিয়া দেনা শোধের ব্যবস্থা হইল। মহাল কিনিলেন রমানাথের শ্বশুর।

ইহার পর ব্যয়সংকোচ আরম্ভ হইল। সে এমন সংকোচ যাহার প্রভাবে দোল-দুর্গোৎসব তো চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল; পরিজনবর্গ পর্য্যন্ত শেষে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া গ্রামের ইংরাজী স্কুলে হরিনাথকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক, সাবিত্রী দেবী এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমানাথ তাহাতে মত দিলেন না। বলিলেন, এ স্কুলের মাষ্টারগুলা গণ্ডমূর্খ, এখানে তাঁহার ভাইয়ের পড়িবার স্থান নহে।

তখন সাবিত্রী দেবী পুত্রকে পড়াইবার জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক প্রার্থনা করিলেন। রমানাথ স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে তহবিলের এখন এমন অবস্থা নহে যে, মাসে ৩০৲-৪০৲ দিয়া একজন Guardian tutor রাখা যাইতে পারে। তার চেয়ে হরিনাথ জমীদারীর কাজকর্ম্ম শিখুক্ যে কাজে লাগিবে।

সাবিত্রী দেবী নিজে কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি অশ্রু মুছিয়া নিজে যাহা পারিলেন পুত্রকে তাহাই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিনাথ মাতার কাছে বাংলা ও অঙ্ক শিখিলেন, কিছু ইংরাজীও পড়িলেন। সব চেয়ে বড় শিক্ষা তিনি পাইলেন, অসত্য ও ক্রোধ বর্জ্জন করা। মায়ের নিকট ক্রোধ বর্জ্জন করিতে শিখিয়াছিলেন, তাই হরিনাথ জ্যেষ্ঠের অসদ্‌ব্যবহারের পরেও তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অসাধারণ সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত সাবিত্রী দেবী ৮।৯ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে বহু দুঃখ ও মনস্তাপ সহিতে হইয়াছিল; কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার মুখে কেহ একদিনের জন্যও হা-হুতাশ শুনিতে পায় নাই। কতবার প্রজারা আসিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, তাহারা আর বড়বাবুর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাঁহার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। তিনি তাহাদের সদুপদেশ দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে অভিযোগ লইয়া আসা বৃথা; কারণ, বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব-ভার যতদিন রমানাথের উপর আছে ততদিন তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত।

একবার এক ব্রাহ্মণের বিধবা সদ্য পুত্রশোকের পর তাঁহার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিযোগ করেন্ যে তাঁহার স্বামী ও পুত্র বর্ত্তমানে তাঁহার জমি লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই, কিন্তু যখন তাঁহাকে ভগবান মারিয়াছেন সেই সঙ্গে সঙ্গে জমীদারও তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হরণ করিতেছেন। এত কালের তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর জমী খাজনায়

জমী হইয়া গেল ও তাহার অর্দ্ধেক অন্য লোকে দখল করিয়া বসিল।

সাবিত্রীদেবী এই বিধবার দুঃখ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার এত কালের সংকল্পের বিরুদ্ধে রমানাথের কাছে গিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। রমানাথ চটিয়া গিয়া একেবারে আগুন হইলেন। দুই একটা দুর্ব্বাক্যও প্রয়োগ করিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি তাদের ব্রহ্মোত্তর জমী হয়, আমার নামে নালিশ করতে বলগে। আইন আছে, আদালত আছে, আমার কথাতেই ত সব হবে না।"

সাবিত্রী বলিয়াছিলেন, "আইন গরীবের বন্ধু নয় বাবা। আদালত করতে গেলে অনেক টাকার দরকার। সে টাকা, সে পতি-পুত্রহীনা কোথায় পাবে। কোনদিন তোমাকে কোন অনুরোধ করিনি বাবা, কিন্তু সে অভাগিনীর দুঃখ সইতে না পেরে আজ তোমার কাছে এসেছি।"

রমানাথ উত্তর দিয়াছিলেন—"বাবার অনেক নগদ টাকা তো তোমার কাছে আছে—তাদের উপর যদি এতই তোমার দয়া হয়ে থাকে, নালিশ করবার টাকা দাওগে। আমার দ্বারা কিছু হবে না।"

উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া সাবিত্রী দেবী উঠিয়া যান। সেই দিনই তিনি পুরাতন দেওয়ানকে পত্র লিখিয়া হরিনাথের হাত দিয়া পাঠান। তাহাতে তিনি সব কথা প্রকাশ করিয়া লেখেন যে জমিদারীর কোন বিষয়ই তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি যেন পতিপুত্রহীনার শেষ সম্বল তাহাকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন—তাঁহার কাছে যে অর্থ আছে,

যাহা তিনি পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়াছিলেন ও শিক্ষার জন্যও ব্যয় করিতে পারেন নাই—সেই অর্থ তিনি এই বিধবার জন্য দিবেন।

দেওয়ান বিচক্ষণ ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া জমীদারের বিরুদ্ধেও বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেন।

ইহার কিছুকাল পরেই হরিনাথ সাবালক হইলেন ও মায়ের আদেশে আইনানুসারে জমীদারী পৃথক করিয়া লইলেন। পুরাতন দেওয়ানকে সেইদিনই সংবাদ দিয়া আনাইয়া তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিচক্ষণ দেওয়ান শীঘ্রই বুঝিলেন, রমানাথ শ্বশুরের সাহায্যে অনেক সম্পত্তি বেনামী করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে সেই নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন। ইহার পরেই আপনি দেখিয়া উচ্চ বংশের এক সুন্দরী গুণবতী বালিকা মাধবীর সহিত হরিনাথের বিবাহ দিলেন। বধূকে মায়ের মত স্নেহে যত্নে পালন করিয়া মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বৎসর চারেক পরে তিনি পৌত্রমুখ দেখিলেন। আদর করিয়া পৌত্রের নাম রাখিলেন শঙ্কর। এই শঙ্কর যখন পাঁচ বৎসরের তখন সাবিত্রী দেবী কিছুদিন কাশীবাস করিতে চাহেন। মাতৃ-অন্ত প্রাণ হরিনাথ মাকে একা কাশীবাস করিতে দিতে পারেন না। তিনি দেওয়ানের উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া মাতা, পুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া কাশী যান্। কাশীধামে তিন মাস কাল বাস করিবার পরে সাবিত্রীদেবী একদিনের জ্বরে সহসা দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়া যান,—"বাবা, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ তোকে আমি ইচ্ছামত পড়াইতে পারি নাই। শঙ্করকে তুই ভাল করিয়া পড়াস্। পড়াইবার জন্য অর্থব্যয়ে কাতর হস্ না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শঙ্কর

পণ্ডিত হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।" মাতার শেষ আদেশ হরিনাথ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

টেলিগ্রাম পাইয়া দেওয়ান কাশীধামে গিয়া শোকবিহ্বল হরিনাথ ও মাধবীকে সাশ্রুনেত্রে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দেওয়ানের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। হরিনাথ স্বর্গীয় দেওয়ানের শিক্ষিত পুত্র হরেন্দ্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। আমরা এই হরেন্দ্রকে হরিনাথের উদ্যানবাটিকায় দেখিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিলনে বাধা

একটি যুবক রমানাথের অন্তঃপুরে আসিয়া ডাকিল—"লক্ষ্মী"—

এক গৌরাঙ্গী কিশোরী ক্ষিপ্রপদে একটি কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'এস।' বলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। যুবক ধীরপদে কিশোরীর অনুসরণ করিল।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবক কিশোরীর চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডেকেছিলে কেন?"

কিশোরী উত্তর দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যুবক একটু নিকটে আসিয়া কিশোরীর অশ্রু মুছাইয়া বলিল—"কি হয়েছে বল।"

কিশোরী অতি কষ্টে বলিল, "বাবা মত বদ্‌লেছেন। হয়ত তোমাকে আজ এখানে আস্‌তে বারণ করবেন।"

যুবক অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে?"

"বাবা অন্য এক জায়গায়"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কিশোরী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক একবার চিন্তাকুল ভাবে কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি সব কথা আমাকে বল; তবে না আমি উপায়ের চেষ্টা কর্‌ব। এখনি হতাশ হলে চলবে না। বিঘ্ন একটু ত হবেই; তা নইলে সব

ঠিকঠাক, এমন সময় হঠাৎ মা মারা যাবেন কেন! চুপ কর, শান্ত হও। আমাকে সব গুছিয়ে বল।"

কিশোরী তখন অশ্রু মুছিয়া শান্ত হইয়া বলিল, "কাল বাবার সঙ্গে দু'জন লোক দেখা করতে এসেছিল। তাদের সঙ্গে পরামর্শ হয়েছে যে তাহাদের একটি ছেলেকে দু'হাজার টাকার সঙ্গে আমাকে দিলে—"

কিশোরী এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুঃখ ও লজ্জায় থামিয়া গেল।

যুবক বলিল, "এখন বিপদের সময় লজ্জা করে না লক্ষ্মী, বল তার পর কি হ'ল? তার পর দু'জনে মিলে প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে।"

কিশোরী তখন লজ্জা দমন করিয়া বলিল, "তুমি একটু জান্‌তে পেরেছ বোধ হয়—বাবা ফের বিবাহ করতে চান্? যারা এসেছিল তারা বলেছে, তাদের এক ছেলের সঙ্গে নগদ দু-হাজার টাকা দিয়ে আমার বিবাহ দিলে তাদের এক বিবাহযোগ্যা মেয়ের সঙ্গে বাবার বিবাহ দেবে।"

যুবকের মুখে চিন্তার ভাব গভীর হইয়া ফুটিল। তাহা লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া যুবক বলিল, "তুমি এ সব পরামর্শ ঠিক শুনেছ তো?"

কিশোরী বলিল, "ঝি-মা, নিজের কাণে এসব কথা শুনে তবে আমাকে বলেছে। ঝি-মাই বল্লে, তোমাকে শীগগির ডাকিয়া পরামর্শ করতে। আমিও তাদের দেখেছি। তারা যে ঐ উদ্দেশ্যে এসেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" তখন দু'টি তরুণ তরুণীর মিলন-ব্যাকুল ব্যথাতুর হৃদয় আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। যুবক বলিল, "অমর ইহার মধ্যে আস্‌বে না?"

কিশোরী উত্তর দিল, "আস্‌বার তো কোন কথাই নাই। আর এখন ছুটিই বা কোথায় ?"

যুবক একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি আজই অমরকে চিঠি লিখছি। তুমি এদিকে ঝি-মাকে বলে রাখ, যেমন কথাবার্ত্তা হয় এ সম্বন্ধে, তখনি যেন আমাকে গিয়ে বলে আসে।"

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া তাহাই করিতে স্বীকার করিল। পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবা যদি হঠাৎ কিছু ঠিক করে ফেলেন ? যদি জোর করে আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দেন, আমি তখন কি কর্‌ব ?"

বলিয়া কিশোরী ভীতি-বিহ্বল মুখে যুবকের পানে চাহিল।

যুবক বলিল, "তুমি ভয় কোরো না। তুমি আমার। মা মরবার সময়ে আমাকে ডাকিয়ে তোমার হাত নিজে আমার হাতের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন। আমি তোমায় কিছুতে ছাড়্‌ব না। যে রকমে হোক্ আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌বই—আজই আমি অমরকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি দরকার হয়, আমি না হয় চট্ করে একবার শ্রীরামপুর গিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করে আস্‌ব।"

কিশোরী বলিল, "না—তুমি এখন যেও না। তুমি এখন গেলে আমি বড় একা পড়্‌ব। তুমি আর এক কাজ কর—বড়দা'কেও একখানা পত্র দাও।"

যুবক বলিল, "শঙ্করকে তো কাকা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। সে এলে তো আরো এঁর জিদ্ বেড়ে যাবে।"

কিশোরী বলিল, "তা হোক্, তবু তুমি বড়্‌দা'কে খামে একখানা

চিঠি দাও ; তাতে সব কথা স্পষ্ট করে লিখো। ছোটদা' হয় ত যা না করতে পারেন, বড়্দা' তা নিশ্চয়ই করবেন।"

যুবক কিশোরীকে আরও একটু ভরসা দিয়া গমনোদ্যত হইল। কিশোরী খিড়কি দুয়ার পর্য্যন্ত যুবককে আগাইয়া দিল, "তুমি যা বল্‌ছ তা যদি ঠিক হয়, তাহলে হয় ত দুই এক দিনের মধ্যেই কাকা আমায় এখানে আস্‌তে নিষেধ কর্‌বেন।" কিশোরী হঠাৎ যুবকের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তাহলে কি হবে ?"

যুবক বলিল, "আমি সে নিষেধ মান্‌ব না। কিন্তু এ-ভাবে আর আস্‌তে পার্‌ব না। বাগানে ঐ নেবু গাছটার চারি পাশে ঝোপ মতন আছে, কেউ হঠাৎ এসে পড়লেও দেখ্‌তে পাবে না। সকালের দিকে যখন কাকা বেড়াতে যান্, সেই সময়ে তুমি ওখানে গেলেই আমি টের পাবো ; তুমি এলেই আমি বাগানের মধ্যে আস্‌ব।"

কিশোরী বলিল, "পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে এলে যদি কেউ দেখ্‌তে পায় আর বাবাকে বলে দেয় ?"

যুবক সামান্য একটু ভাবিয়া বলিল, "সে উপায় আমি কর্‌ব। নীচের দিকে কতকগুলা ইট্ শাবল দিয়ে আজ রাত্রেই আমি সরিয়ে বড় নালি মতন করে রাখ্‌ব। তুমি এলেই আমি গুঁড়ি মেরে ঐ নালি দিয়ে বাগানে আস্‌ব ; কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

কিশোরী বলিল, "যদি কোন কারণে বাবা সকালের দিকে বাহিরে না যান্ ?"

যুবক বলিল, "তাহলে আমি দুপুরে ঠিক দেড়টার সময়ে নিশ্চয়ই আস্‌ব। সে সময়ে আমার এক ঘণ্টার জন্য স্কুলে ছুটি থাকে। রাত্রেও

আমি আসতে পারতাম ; কিন্তু যত দিন না তোমাকে মন্ত্র পড়ে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়, ততদিন আমি রাত্রে দেখা করতে চাইনে। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা হবে তখন যখন আর কোন উপায় থাকবে না। বুঝলে ?"

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

"এখন তবে যাই—তুমিও যাও—" বলিয়া যুবক অগ্রসর হইল। কিশোরীও কক্ষের দিকে ফিরিল। একটু পরেই একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল যুবক ধীরপদে গলিটুকু অতিক্রম করিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত যুবকের মূর্ত্তিটি দেখা গেল। তার পর একটি দুয়ার খুলিয়া প্রবেশ করিবার সময় যুবকও পিছনে চাহিল। দুইজন দুইজনকে একই কার্য্যে ধরিয়া ফেলিল। এত আশঙ্কার মধ্যেও উভয়ের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

পরক্ষণেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দুইজন দুই দিকে অদৃশ্য হইল।

কিশোরীর নাম লক্ষ্মী, রমানাথের কন্যা। বয়স সতের বৎসর। শ্যামবর্ণা, মুখের গড়নটি বড় সুন্দর। মনটা বড় কোমল। যুবকের নাম শিবধ্যান, রমানাথের প্রতিবাসী, ঠিক পাশেই বাড়ী।

দুইজনের সামান্য একটু ইতিহাস আছে।

শিবধ্যান মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় টাকী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে। প্রথম হইতেই তাহার সংস্কৃতে গভীর অনুরাগ ছিল। ঘরে বসিয়া সংস্কৃত পড়িয়া কাব্যতীর্থ পাশ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের চেষ্টায় ঐ স্কুলেই সহকারী শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হয়। তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর প্রাইভেটে আই-এ পাশ করে। আরও দুই বৎসর পরে শিক্ষক অবস্থায় বি-এ পাশ করে।

শিবধ্যানের মাতা ও লক্ষ্মীর মাতার মধ্যে গভীর সখিত্ব ছিল। শিবধ্যান ও লক্ষ্মী যখন বালক বালিকা ছিল, তখন উভয়ের মাতারই আন্তরিক ইচ্ছা হয় যে বড় হইলে দুইজন বর বধূ হইবে। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিবার মাস তিনেক আগে হঠাৎ শিবধ্যানের মা মারা যান্। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্মীর মায়ের হাতে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া যান্ ও বলিয়া যান্ যে এ দু'টির বিবাহ যেন নিশ্চয়ই তিনি দিয়া যান্। দুটিতে বড় ভাব। যেন পৃথক না করা হয়। দুই জনের বিবাহ প্রায় স্থির ছিল, সে জন্য ইহাদের মেলা-মেশায় কেহ বাধা দিত না। লক্ষ্মীর বাল্যকাল হইতে বড় পড়িবার আগ্রহ ছিল। শিবধ্যান আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত লক্ষ্মীকে পড়াইত এবং বর্ত্তমান সময়ে শিবধ্যানের চেষ্টায় লক্ষ্মী আই-এ ক্লাশের ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশান ক্লাশের অঙ্ক সে অনায়াসে কষিতে পারিত।

রমানাথেরও এ বিবাহে আপত্তি ছিল না। আপত্তি না থাকার প্রধান কারণ, শিবধ্যান বলিয়াছিল যে সে বিবাহে একটি পয়সা লইবে না। স্বভাবতঃ কৃপণ রমানাথের এ ত্যাগ স্বীকারটুকু বেশ ভালই লাগিয়াছিল। মুখে রমানাথ বলিলেন, "শিবধ্যান এ বংশের মেয়ে পাইতেছে, এই তাহার ভাগ্য—ইহার উপর যৌতুক কেন দিব। বি-এ পাশ করিয়াছে তাহাতে কি? আজকাল বি-এ পাশকে কে ডাকিয়া কথা কহে? পাশের এত ছড়াছড়ি হইয়াছে যে আর বৎসর কয়েক পরে কলিকাতায় বি-এ পাশ করা ঝাঁকামুটে পাওয়া যাইবে।"

দুই জনের বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে লক্ষ্মীর মা দারুণ বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই রোগের সময়

লক্ষ্মী ও শিবধ্যান পাশাপাশি বসিয়া মনপ্রাণ দিয়া রোগিণীর সেবা করিয়াছিল। রমানাথ বসন্ত রোগকে বড় ভয় করিতেন, সেজন্য দুয়ারের কাছ হইতে এক আধবার স্ত্রীর সংবাদ লইয়া স্বামীর কর্ত্তব্য শেষ করিতেন।

দিন পনের রোগ ভোগের পর লক্ষ্মীর মাতার ইহ-জীবনের সমাপ্তি হয়। মরিবার পূর্ব্বে তিনি সাশ্রু-নেত্রে লক্ষ্মী ও শিবধ্যানের হাত একত্র করিয়া দিয়া বলেন, "আমিই, তোমাদের সত্যকার বিবাহ আজ দিয়া গেলাম। লৌকিক বিবাহ তোমাদের কিছু দিন পরে হইবে। তা হউক্, তোমরা কিছুতেই যেন বিচ্ছিন্ন হইও না।"

স্বামীকে ডাকিয়া তিনি এই কথা বলিয়া যান্। পুত্র অমর শ্রীরামপুরে সব্-রেজিষ্ট্রার। মায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া বহু কষ্টে ছুটি মঞ্জুর করাইয়া মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বাড়ী আসিয়া পৌঁছে। পুত্রকেও তিনি এই একই অনুরোধ করিয়া যান্।

কথা ছিল, মাস ছয়েক পরে আদ্য-শ্রাদ্ধ সমাধা করিয়া রমানাথ স্ত্রীর অনুরোধ মত উহাদের বিবাহ দিয়া দিবেন। ইহারি মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক ঘটিল। রমানাথ বিবাহের জন্য প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অনেক স্থানে গোপনে মেয়ে দেখিলেন। তাঁহার মাথায় পাকাচুলের বহর দেখিয়া বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য মেয়ের দলের বাপেরাও পিছাইয়া গেল। এক জায়গায় হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকারে রমানাথ অতি গোপনে বিবাহ স্থির করেন। এমন সময়ে শঙ্কর আসিয়া পড়ে ও সংবাদ পাইয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই হইতে শঙ্করের উপর রমানাথের বিষম আক্রোশ।

মিলনে বাধা

ইহার পর আবার কি উপায়ে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে তাহা আমরা কতকটা অবগত আছি। দুইজন লোক সত্যই কাল দুপুরে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। বসিরহাটে তাহাদের কি দরকার আছে বলিয়া অপরাহ্নের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আবার আজ দুপুরের পূর্ব্বে আসিবার কথা আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের ব্যাধি

ভ্রমণ শেষ করিয়া রমানাথ কাছারি-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারী সম্মুখে খাতা রাখিয়া নিবিষ্ট চিত্তে আস্তে আস্তে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তিনি আসিতেই তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া গেল ও কলম চলিতে লাগিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রমানাথ একবার তাহাদের দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে বাবু দু'জন এসেছেন ?"

একজন বলিল, "হ্যাঁ, এইমাত্র এলেন, আপনার বস্‌বার ঘরে আছেন।"

আর একবার তাহাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি আপনার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন অস্ফুট স্বরে বলিল, "কর্ত্তার চাউনি একবার দেখ্‌লে !"

অপরে সেই ভাবে উত্তর দিল, "দেখিছি বৈ কি—এই জন্যই না কথায় বলে চোরের মন বোঁচকার দিকে !"

রমানাথ ততক্ষণ আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আগন্তুক দু'জনকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন—"এই যে এসেছেন। কতক্ষণ এলেন ?"

যুবকদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, বয়স আন্দাজ ষাট। লম্বা, শ্যামবর্ণ, মুখে বসন্তের দাগ। অপরের বয়স পঞ্চাশের নীচে, বর্ণ কৃষ্ণ, দোহারা, কিছু খর্ব্বকায়। প্রৌঢ় লোকটি বলিল, "আধ ঘণ্টাটাক হ'ল আমরা এসেছি। এখন একটু কথাবার্ত্তা কয়ে আজই আমরা রওনা হব।"

রমানাথ। সে কি হয়! খাওয়া দাওয়া না করে কি এ সময়ে যেতেই দিতে পারি। সে হবে না, খেয়ে যেতেই হবে।

প্রৌঢ়। আমাদের আবার দরকার হলে ২।১ জায়গায় দেখ্‌তে হবে কি না। যখন বেরিয়েছি, একেবারে কাজ পাকা করে তবে আমরা ফির্‌ব। আপনি কি ঠিক করলেন?

রমানাথ। আমি তো রাজী। এ কথা আপনাকে কালই বলেছি।

প্রৌঢ়। মেয়েটির বিবাহ ঐ স্থানে দিতে সম্মত তো?

রমানাথ। ঐ বিষয়ে একটু বিপদে পড়েছি। আচ্ছা, যদি আমি মেয়েটিকে না দিয়ে সুধু ঐ দু'হাজার টাকাটা ধরে দিই, তাহলে কি আপত্তি?

প্রৌঢ়। ষোল আনাই আপত্তি। আমার ছেলের জন্য একটি মেয়ে পাচ্ছি তবেই না আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছি। নইলে আপনার বয়স তো কম হয়নি, আপনি নিজেই তো বুঝতে পাচ্চেন। কত বয়স হবে আপনার?

রমানাথ। বছর পঁয়তাল্লিশ হবে বোধ হয়।

প্রৌঢ়। কিন্তু মাথার চুল আপনার সব পেকে গিয়েছে কি না, সেজন্য বয়স একটু বেশী দেখায়। তা এক কাজ করতে পারেন?

রমানাথ। কি কাজ বলুন।

প্রৌঢ়। ইয়ে করুন না কেন?

রমা। কি কর্ব্ব বল্লেন?

প্রৌঢ়। বুঝলেন না? আজকাল তো কত লোকেই এ রকম করছে?

রমা। কথাটা তো বুঝ্‌লাম না।

প্রৌঢ়। বুঝলেন না? সাদা চুল কাল করা যায় জানেন?

রমা। ওঃ বুঝেছি।

প্রৌঢ়। তাই করে ফেলুন না; একদিনের তো মাম্‌লা। আপনার দাঁত ত পড়েনি তেমন দেখছি।

রমা। তেমন কি, একটাও পড়েনি। চুলগুলো কেন যে এমন বদখত পেকে গেল তাই ভাবি।

প্রৌঢ়। ব্যাপার কি বলি শুনুন। আমি হচ্চি মেয়ের কাকা। মেয়ের বাপ নেই। আমাকেই সব দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। বাপ থাকলে যে এর চেয়ে বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌ত তা নয়। তবে কথায় বলে বাপ আর কাকা। কিন্তু বৌঠাকরুণ আছেন। ছেলেমেয়ে আছে শুনলেই মেয়ে মানুষের মনে একটু সন্দেহ হতে পারে। হয় ত দেখ্‌তে চাইতে পারেন। আপনি গেলে মেয়ে চাক্ষুস্‌ করে আস্‌বেন, ছেলেও দেখ্‌তে পাবেন, বৌঠাকুরুণেরও জামাই দেখা হবে। আসল কথাটা এখনও হ'ল না—আপনি এতে রাজী কি না তা তো বল্‌চেন না।

রমা। আচ্ছা তাই হবে। ছেলেটি কার?

প্রৌঢ়। ছেলেটি আমারই।

রমা। কি করেন?

প্রৌঢ়। ডাক্তারি করে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। আজকাল এলোপ্যাথির ওপর লোকের আর শ্রদ্ধা নেই জানেন তো? কলকাতা থেকে বেশ ভাল হোমিওপ্যাথি শিখে এসেছে। ৩।৪ খানা গাঁয়ে তার একচেটে পসার। বয়সও বেশী নয়—২৫।৩০ হবে আর কি? কি বলেন ঘটক মশায়?

বৃদ্ধলোকটি। তা বই কি! খাসা ছেলে! আজকালকার দিনে অমন ছেলে পাওয়া দুষ্কর। আপনি আর খুঁত মুত করবেন না বাবাজী, শুভ কাজে লেগে যান্। বেশ হবে। আমাদের মেয়েটিও বাড়ন্ত আছে,—বয়সও হবে বোধ হয় ১৭।১৮—বেমানান হবে না। ভায়ার আমার পণই ছিল মেয়ে কুমারী থাকে সেও ভাল, তবু অপাত্রে দেব না। তা পাত্র হিসাবে আপনিও ভাল পাত্র আজকালকার দিনে। জমীদার, উচ্চবংশ, ভাল স্বাস্থ্য। আর কি চায় মানুষে? বয়স একটু বেশী হয়েছে তাতে কি আসে যায়? মেয়েও তো তেমনি ছোট নয়। বেশ হবে। সাহেবদের দেশে ৬০ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে কত হচ্ছে। তাদের তো আর চুল পাকার ভয় নেই।

রমা। আমার অমত নেই।

প্রৌঢ়। আপনি তাহলে কবে যাবেন?

রমা। শীঘ্র সব মিটে যাওয়াই ভাল। আজ রবিবার, আমি বুধবার সকালে রওনা হব—মঙ্গলে উষা বুধে পা করে' যাব আর কি।

প্রৌঢ়। বেশ, সেই কথাই স্থির রইল। চুলটার ব্যবস্থা করবেন; বুঝলেন? পাকা কলপ আজকাল সব জায়গায়তেই পাওয়া যায়! না হয় কল্‌কাতা থেকে কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেবেন্।

রমা। আচ্ছা তাই নেব। লোকে একটু ঠাট্টা করবে—তা আর কি করা যাবে।

বৃদ্ধ। ঠাট্টার এতে কি আছে বাবাজী? নিজেকে সুন্দর করবার জন্য কে না চেষ্টা করছে। দাড়ী লোকে কামায় কেন? রাখলেই তো পারে। নখ কাটার দরকার কি? বেশ তো গজাক্ না। বেশ লতিয়ে যাক্, খাসা দেখাবে'খন। মেয়েরা আগে চোখে কাজল পরত, কেন? এখনও কত দেশে চোখে সুরমা দেয়। কেন দেয়? সুন্দর দেখাবে বলে নয় কি? তাহলে বাবাজী তোমার সাদা চুল কাল করায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। দিনকতক ঠাট্টা করবে—এই না? তা করুক। মুখ ব্যথা হলে আপনিই চুপ করবে। তুমি এ বিষয়ে অন্য মত কোরো না বাবাজী,—এই দেখ 'তুমি' বলে ফেল্‌লাম। কিছু মনে করবেন না—এটা বেশী বয়সের ধর্ম্ম। হাজার হোক্ আমার বয়স আপনার চেয়ে ঢের বেশী।

রমা। আপনি 'তুমি' বলবেন তাতে আর কি? আপনার মুখে "তুমি" কথাটাই আমার শুন্‌তে ভাল লাগে।

প্রৌঢ়। বেশ, তাই হবে তার জন্য ভাবনা কি?

দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া, গ্রামের ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া, কোথায় কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—আর যে সব কথাবার্ত্তা, সেখানে গেলে শেষ করা হইবে। রমানাথও থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন না; কারণ সে গ্রামে কুৎসা রটনা করিবার তো লোকের অভাব নাই।

সেদিন নানা ভাবনা চিন্তায় রমানাথের দিবানিদ্রা হইল না।

নিজেকে নিজে বেশী বয়সে বিবাহের কত নজীর দেখাইলেন। ভাবিতে লাগিলেন ১০।১২টি সন্তান সত্ত্বেও কত দরিদ্র লোক বিবাহ করিয়াছে; তিনি তো জমীদার, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া বিবাহের প্রয়োজন কি নাই? এই যে ছেলেটার আর মেয়েটার বিবাহ হইবে—কে তাহাদের হাত ধরিয়া ঘরে তুলিবে?

দ্বিপ্রহরে দুয়ার বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আয়না সম্মুখে রাখিয়া নিজের তুষার-শুভ্র কেশগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সব কেশ যখন কাল হইয়া যাইবে—কেমন দেখাইবে—বয়স কি সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ২৫ বৎসর কমিয়া আসিবে না? নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু গোঁফ দাড়ি; ইহারও তো অর্দ্ধেক পাকিয়া গিয়াছে। গোঁফেও না হয় কলপ লাগান গেল। কিন্তু দাড়ি? দাড়ি যখন প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বাড়িবে তখন কি করিবেন? রোজ কামালেই চলিবে। গোঁফ যোড়াটা কামালেই চলিতে পারে। যা হউক সে তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

একটা বিষয়ে কেবল মনের মধ্যে খট্‌কা রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর বিবাহটা শিবধ্যানের সঙ্গে দিতে পারিলেই আর কোন গোল থাকিত না। কিন্তু যখন ওখানে লক্ষ্মীর বিবাহ না দিলে উহারা মেয়ের বিবাহ দিবে না, তখন আর উপায় কি? সম্বন্ধ হইয়া কত জায়গায় অমন ভাঙ্গিয়া যায়। তা লইয়া আমাদের দেশের মেয়েরা আর কি করিয়া থাকে! সময়ে সবই তো ঠিক হইয়া যায়। দুই একটি ছেলে মেয়ে হইলেই সব গোলযোগ মিটিয়া যায়, সাংসারিক সুখেরও অভাব হয় না।

এখন কথা হইতেছে শিবধ্যানের সহিত মেলামেশা বন্ধ করিতে হইবে

কি না, আর এ বিবাহ যে হইবে না—এ কথা প্রকাশ করা উচিত কি না? বোধ হয় উচিত নয়। একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। ব্যাঘাতও ঘটিতে পারে। কিছুদিন চুপচাপ থাকিয়া শীঘ্রই শুভকার্য্য দু'টা সমাধা করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। এখন এ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে রাত্রে রমানাথের বহুক্ষণ নিদ্রা আসিল না। অনেক রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা আসিল। নিদ্রার মাঝে রমানাথ স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী সেই রুগ্ন শরীর, মুখময় বসন্তের দাগ লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পানে শীর্ণ ক্ষত-বহুল দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁগা, তোমাকে এত করিয়া বলিয়া গেলাম, আমার লক্ষ্মীর সঙ্গে শিবুর বিবাহ দিও, তার এই ফল! আমি তো উহাদের বিবাহ দিয়াই গিয়াছি; কেবল মন্ত্র ক'টা পড়িতে যা বাকি ছিল। এটাও তোমার দ্বারা হইল না? তুমি না ওর বাপ? তোমার এই কাজ? আমায় পরলোক হইতে টানিয়া আনিলে তবে ছাড়িলে! বুড়ো বয়সে তোমার বিবাহ করিতে সাধ যায় তুমি জমীদারী দান করিয়া বিবাহ কর, মেয়েটার দুর্গতি কেন করিতেছ?

বলিতে বলিতে সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ছায়ার মত হইয়া মিলাইয়া গেল। রমানাথ স্বপ্নের মাঝে আতঙ্কে চীৎকার করিতে গিয়া সুধু গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ভয়ে গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসিয়াছে।

রমানাথ সভয়ে রামনাম স্মরণ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া সেই কক্ষেই শুইতে বলিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিছুতে আর নিদ্রা আসিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন বন্ধু

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে একটী কক্ষে তিন বন্ধুতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

শঙ্কর। গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীটা কলকাতার এই ইট কাঠের মধ্যে কাটিয়ে কাজ নেই।

সুধীর। বেশ, কোথায় যেতে চাও?

শঙ্কর। যেখানে হোক। জায়গা সম্বন্ধে আমার কোন নির্দ্দিষ্ট মত নেই। এখান ছেড়ে যেখানে হোক্ চ,—তা সে কাঁঠালপাড়া, কামার-গাছি, করাচী, কইমবেটোর যাই হোক্ না কেন। কোথায় যাবি তুই ঠিক কর্।

ললিত। আচ্ছা শঙ্কর, সুধীর আমাদের কাউকে তুই বলে না বোলে—আমরা সবাই ওকে তুমি সুরু করেছি; কিন্তু তুই কেন এখনও 'তুই' বলিস।

শঙ্কর। আমার তুমির চেয়ে তুইটা আগেই মুখে আসে বোলে। কেন, তোকেও তো কাল তুই বল্‌তে শুন্‌লাম।

ললিত। সেটা অভ্যাসের দোষ—এক একবার বেরিয়ে পড়ে।

শঙ্কর। আমার সে ভাল লাগে না। আমার যেটা বল্‌তে ইচ্ছে হয়, সেইটে বলি এবং যেটা কর্‌তে ইচ্ছে করে, সেইটে করি।

ললিত। সেটা যদি গর্হিত হয়—তবু?

শঙ্কর। গর্হিত বল্‌তে তুই কি বুঝিস্‌ ?

ললিত। যার ফল খারাপ।

শঙ্কর। কাজ করবার আগে কি করে বুঝ্‌ব সেটা ভাল কি খারাপ। কাজেই করতে হবে।

ললিত। একবার করেই তো বুঝতে পার্‌বি ফল।

শঙ্কর। তার পরেও যদি করতে ইচ্ছে করে করব। আর যখন নিজেরও মনে হবে খারাপ তখন ছেড়ে দেব।

ললিত। কেবল অনিষ্ট করে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিয়ে লাভ ?

শঙ্কর। লাভ হোক্‌ আর না হোক্‌ যখন করতে ভাল লাগ্‌বে না তখন ছেড়ে দেব তো বটেই। কিন্তু আসল কথাটা চাপা পড়ে গেল। কোথায় যাবি বল সুধীর !

সুধীর। আমাদের ওখানে যাবে ?

শঙ্কর। যাব ; তবে একটা কথা। তুই যে বলবি ওরে বাবা আস্‌ছেন উঠে দাঁড়া, মামা আসছেন পেন্নাম কর, সে পার্‌ব না।

ললিত। তবে নাই বা গেলি সেখানে। কেউ একটা কিছু বলবে আর তুই একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিবি।

শঙ্কর। তাহলে তো যেতেই হবে। তবে যদি সুধীর বলে, না, সেরূপ কত্তে পাবিনে—তবে যাব না।

ললিত। আমি তো তোকে নিয়ে যেতে পার্ত্তুম না ; কখন কি করে বস্‌বি সেই ভাবনা হ’ত।

শঙ্কর। ভাল কথা। তোর ওখানে যাব না। সুধীর তোর আপত্তি আছে ?

সুধীর। না। আমার এতে আপত্তি নেই। বাবা এতে রাগ করেন না। তিনি সরলতা আর খোলাখুলি ভাবই পছন্দ করেন। কখন যাবি?

শঙ্কর। আজ হয়ে বন্ধ হবে কলেজ। আজই বিকেলে।

সুধীর। কলেজ সেরে এসে যাওয়া যাবে। তুমি তাহলে বাসা থেকে বরাবর এখানে এস—একসঙ্গে বেরুনো যাবে।

শঙ্কর। আচ্ছা। শঙ্কর উঠিয়া গেল।

ললিত। দেখ্‌লে, ও যাবার সময় এখন আসি বা এখন উঠি এ কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরুবে না। মুখে ও বলে Sincerity, Sincerity; আমার মনে হয় ওটা তারই অভাব। ওর মনে হয়, 'এখন আসি' গোছের কিছু বলে, কিন্তু মনে হয় বলেই বোধ হয় বলে না। ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির উপর Superintendentএর জুতার পরিচিত শব্দ শুনা গেল। দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি নিজের নিজের সিটে গিয়া বই খুলিয়া বসিল। দু'জনেরই একসঙ্গে মনে হইল, ভাগ্যে শঙ্কর একটু আগে উঠিয়া গিয়াছে। সে থাকলে Superintendentএর সম্মুখে কোনমতেই দাঁড়াইত না।

Superintendent দুয়ারের কাছ হইতে একবার উঁকি মারিয়া বোধ হয় খুসী হইয়া চলিয়া গেলেন।

সুধীর। শঙ্কর থাকলে ডেকে বল্‌ত, দেখুন মশাই আমরা সিকি-মিনিট আগে থেকে বই নিয়ে বসিছি—এর আগে বেশ আনন্দের সঙ্গেই গল্প করছিলুম।

ললিত। তা বটে। কি সব অদ্ভুত মত ওর। কিন্তু মিথ্যা একটাও বলে না। অথচ জিজ্ঞাসা করলে বল্‌বে দরকার হলে একটা কেন এক কুড়ি মিথ্যা বল্‌তে তার আপত্তি নেই।

ললিত ও সুধীর এম-এ পাশ করিয়া হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে থাকিয়া ‘ল’ পড়িতেছে। শঙ্কর ল পড়িতে পড়িতে Studentship পাশ করিয়া বসিয়া আছে। একটা পৃথক বাসা করিয়া পুরাতন ভৃত্য লইয়া সে শ্যামবাজারে থাকে। সেই ভৃত্যই তাহার পাচক ও অভিভাবক।

ললিতের বাড়ী এখানে হইলেও সে সখ করিয়া হোষ্টেলে থাকে। ললিতের বাপ নাই। মাকে বুঝাইয়াছে হোষ্টেলে থাকিলে পড়া ভাল হয়।

শঙ্করের পাশ করার পদ্ধতির একটা ইতিহাস আছে। লোকে যাহা বলিবে, ভাবিবে বা অনুমান করিবে, তাহার বিরুদ্ধে কাজ করাতে শঙ্কর আনন্দ পায়!

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া টাকী হইতে আসিয়া সে যখন Presidency Collegeএ ভর্ত্তি হইল, লোকে বলিল—শঙ্কর একটা বড়গোছের কিছু হইয়া হরিনাথবাবুর মুখ উজ্জ্বল করিবে। অন্ততঃ সব পরীক্ষা'ক'টাতে সে প্রথম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শঙ্কর শুনিয়া একটা বৎসর বই পর্য্যন্ত কিনিল না। বইয়ের টাকা বন্ধুদের খাওয়াইয়া, পথে যে ভিখারী চাহিতেছে না, শুধু ভিক্ষার আশায় বসিয়া আছে তাহার হাতে একেবারে একসঙ্গে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া, চুরুট খাওয়া অভ্যাস করিয়া হ্যাভানা চুরুট কিনিয়া ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে খরচ করিল। তার পর পরীক্ষার দুই মাস আগে সুধীরের বই এক আধখানা লইয়া পাশ করিয়া ফেলিল—একেবারে তৃতীয় বিভাগে!

সকলে বিস্মিত হইল।

তথাপি লোকে আশা করিয়া থাকিল বি-এ'তে লুপ্ত গৌরব শঙ্কর

পুনরুদ্ধার করিবে। শঙ্কর শুনিয়া হাসিল। সেবারেও সে লোকের আশা ব্যর্থ করিয়া কোন রকমে পাস কোসে পাশ করিল।

শঙ্কর যখন এম-এ পড়িতে গেল—লোকে বলিল—আর কেন, ও এখন ঘরে আসিয়া জমিদারী দেখুক। হতভাগাটা সমস্ত ক্ষমতা একেবারে মাটী করিয়া ফেলিল।

সেবার সকলকে বিস্মিত করিয়া শঙ্কর ইংরাজীতে 'First class first' হইল।

Studentship ফেল করিবে মনে করিয়া খুব তাড়াতাড়ি খুব সংক্ষেপে একটা thesis লিখিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে সেইটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইল। শঙ্কর P. R. S. হইল।

লোকে বলিল—দেখ আমরা ত বলিয়াছিলাম একদিন ও বংশের বাড়াইবে।

শঙ্কর শুনিয়া হাসিল।

এই শঙ্করই হরিনাথবাবুর পুত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিজ্ঞতার মূল্য

তিন বন্ধু সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণনগরে নামিল। ললিত বলিল—ইনি হলেন কৃষ্ণনগর—এতটুকু ষ্টেসন!

শঙ্কর বলিল—কি করবে বল্, তোর মত নেবার আগেই বেচারার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন নিরুপায়!

ললিত ঈষৎ চটিয়া বলিল—আচ্ছা, তুই এবার কোন কথা কস্, তখন দেখে নেব।

ললিতকে চটাইতে পারিয়াছে জানিয়া শঙ্কর একটু খুসী হইল।

তিনজনে টিকিট দিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া সুধীর গাড়ী করিতে যাইতেছিল, শঙ্কর বাধা দিয়া কহিল—"গাড়ী কি হবে? মোটে দেড় মাইল পথ বলেছিলি না? হেঁটেই যাওয়া যাক্।"

ললিতের কথাটা তেমন ভাল লাগিল না। সে একটু সুখী মানুষ, কোন রকম কষ্ট সহ্য করিবার আশঙ্কা হইলেই চটিয়া যায়। বলিল—"তাহ'লে ট্রেণে না এসে হেঁটে এলেই তো পারতিস্।"

শঙ্কর ধীরভাবে বলিল—"তাহ'লে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিটা যেতে আসতেই কেটে যেত। সুধীরদের বাড়ীতে আর যাওয়া হ'ত না।"

ললিত। নাই বা হ'ল, তোর তো হাঁটা হ'ত।

শঙ্কর। শুধু হাঁটবার জন্যে তো আসা হ’চ্ছে না। শুধু হাঁটা উদ্দেশ্য হ’লে কলকাতার রাস্তা ছিল, গড়ের মাঠ ছিল।

ললিত। তাহ’লে কথাটা এই দাঁড়াচ্চে যে, মশায়ের খাম-খেয়ালির জন্যে আমাদেরও এই অন্ধকার রাত্রে হাঁটতে হবে।

শঙ্কর। কেন, তোরা গাড়ী করে যা না। আমি পেছন পেছন যাচ্ছি।

ললিত। তুই যেমন পাষণ্ড, লোককে কষ্ট দিলে বাঁচিস, আমরা তেমন নই।

শঙ্কর। সাধু! তবে হেঁটে চ। কিন্তু আমি হাঁটতে চাচ্ছি বলে তোরা যেমন রাগ বা দুঃখ কচ্ছিস্, তোরা গাড়ী করে গেলে আমি কিছু মনে করব না।

ললিত। এখানেই তো তোর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য— যেমন পশুর সঙ্গে মানুষের।

শঙ্কর। দেখ, পশুদের বিরুদ্ধে আর যাই বলিস্, তারা বড়ই sincere এটা জানিস্। কুকুর রেগে গেলে ছুটে গিয়ে খ্যাক্ করে কামড়ে দেয়— মিষ্টি কথায় ‘আসুন মশাই বসুন’ বলে ভাব করবে এই ভাব দেখিয়ে, পেছন থেকে কামড় দিয়ে পালায় না।

সুধীর। তাহ’লে এখন এখানে দাঁড়িয়ে গবেষণা না করে হেঁটেই চল্।

ললিত। এতে কি সার্থকতা এটা কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না।

তখন তিন বন্ধু হাঁটিয়া চলিল। পথের যে সামান্য আলো, তাহাতে অন্ধকার দূর হইতেছিল না। যাইতে যাইতে এক স্থানে ললিত খুব জোরে একটা হোঁচট খাইল।

সুধীর বলিল, "কি হে, লাগল না কি ?"

শঙ্কর খুব নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "সম্ভব।"

ললিত চটিয়া বলিল—"পরের লাগলে রসিকতা করাটা খুব সোজা।"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল—"কথাটা ঠিক।"

সুধীর বলিল,—"অন্ধকারে যাওয়ার একটু সার্থকতা এতক্ষণে পাওয়া গেল।"

শঙ্কর বলিল,—"ললিতের পা'টা একটু শক্ত হয়ে যাবে।"

ললিত বলিল—"ভগবান তোমার পা দু'টোকে শীগগির শক্ত করে দিন্।"

শঙ্কর পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধরাইল এবং বলিল—"তোরা এই আলো দেখে চল্।"

ললিত। আলো দেখিয়ে দিতে গেলে বুঝি পেছনে পেছনে আস্তে হয় ?

শঙ্কর। কেন, লোকে এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে একটুখানি তরকারী মুখে দেয় না ? তোরা অনেকখানি অন্ধকারে চল্, আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চুরুটের আলো দেখ্।

ললিত। তবু সামনে আস্‌বি নে ?

শঙ্কর। কারণ তোরা পড়ে গেলে বা হোঁচট খেলে যে অভিজ্ঞতা পাবি, তা থেকে তোদের বঞ্চিত করব না।

সুধীর। এবার তুই একটা সরল ও সত্য কথা বলেছিস্।

কথায় কথায় তিন বন্ধু একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

সুধীর বলিল—এবার আসা গেছে, এই বাড়ী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আকস্মিক

হরসুন্দর কৃষ্ণনগরের একজন নামজাদা উকিল, ওকালতির সঙ্গে একটু সাহিত্য-চর্চাও করেন। মন উদার, সরল, কোমল ও ক্ষমাশীল। অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই।

স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া সুন্দরী, একটু চাপা স্বভাবের। একালের মেয়েদের কি করিয়া মানুষ করিতে হয় বেশ জানেন।

সংসারে এক পুত্র সুধীর আর তিনটি মেয়ে—ইলা, লীলা ও উর্ম্মিলা। সুধীরের মুখে হরসুন্দর ও বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহার দুইটি বিবাহযোগ্য বন্ধু আছে। দু'টিই সুপাত্র, তাহাদের পালটা ঘর। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়াছিলেন—ছেলে দু'টিকে একবার সুবিধামত লইয়া আসিস্ না। সুধীরও সুযোগ পাইয়া তাহাদের লইয়া আসিয়াছে।

দুপুরে সুধীর ও ললিত ঘুমাইবে-না ঘুমাইবে-না করিয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল ও শঙ্কর একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানা সংস্কৃত নাটক পড়িতেছিল, এমন সময় সুধীরের পিতা হরসুন্দর সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তিনজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া ব্যস্ত হইয়া 'শোও বাবা, বোসো বাবা' বলিলেন। তাহারা যথাস্থানে বসিলে

বলিলেন—"তোমাদের শরীর ত ভাল আছে বাবা। কোন কষ্ট হচ্চে না তো?"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে না। এত আরামে রয়েছি, আবার কষ্ট!

হরসুন্দর বলিলেন—"তোমাদের কলকাতায় কত সুবিধে বাবা। আর এ হাজার হোক্ পাড়াগাঁ,—মন টিক্‌তে সময় লাগে। শঙ্করবাবু, তোমাদের কষ্ট হচ্চে না তো বাবা?"

শঙ্কর বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—"আজ্ঞে না।"

"তোমাদের কারও যদি Cigar টিগার খাওয়া অভ্যাস থাকে, আমি রইছি বলে কিছু সঙ্কোচ কোরো না। ওতে কিছু যায় আসে না। আর সাম্‌নে না খেয়ে আড়ালে খাবে, এ আমি ভালবাসি না।"

কথাটা যে শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাহা সকলেই বুঝিল। শঙ্কর সুধু একটু হাসিল। কিছু বলিল না।

হরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বই পড়ছ বাবা।"

শঙ্কর। "মৃচ্ছকটিক।"

হরসুন্দর। Recreationএর জন্যে ইংরাজি কি বাংলা ছাড়া বড় একটা অন্য বই আজকাল কাউকে পড়তে দেখা যায় না। তুমি বেশ কর্‌ছ বাবা।

সুধীর। আপনি প্রশংসা কল্লেন বাবা, কাল থেকে শঙ্কর সংস্কৃত পড়া ছাড়্‌বে। ও আর সব সইবে, কিন্তু কেউ যে কোন কারণে ওর প্রশংসা করবে, সেটা ওর বরদাস্ত হবে না।

ললিত। ও সংস্কৃত নাটক কেন পড়ে জানেন? লোকে বেশী

ইংরাজী বই-ই পড়ে, সংস্কৃত পড়ে না, তাই যা কেউ করে না বা কম লোকে করে—ও সেইটে করবে।

শঙ্কর কোন কথার প্রতিবাদ করিল না ; যেমন পড়িতেছিল তেমনি পড়িয়া যাইতে লাগিল। আর একটু বসিয়া হরসুন্দর উঠিলেন। বলিলেন—"তোমরা কোন বিষয়ে সঙ্কোচ কোরো না বাবা। যা দরকার হবে চাইবে—আনন্দ করবে।"

রাত্রেই সুধীর শঙ্কর সম্বন্ধে পিতাকে সব কথা বলিয়াছিল। যাইবার সময় একবার প্রশংসমান দৃষ্টিতে তিনি শঙ্করের দিকে চাহিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, তুই আজ এতক্ষণের মধ্যে তো চুরুট খেলিনে।"

শঙ্কর বলিল—"হুঁ।"

ললিত। 'হুঁ'টা একটা উত্তর নয়।

শঙ্কর। তবে কি ওটা প্রশ্ন ?

ললিত। তাও নয়—ওটা ফাঁকির জবাব। কিন্তু চুরুট খেলিনে কেন ?

শঙ্কর। ইচ্ছে হ'ল না খেলাম না। আর যে ক'দিন এখানে থাকব, খাব না এবং হয় ত কলকাতা গিয়েও না খেতে পারি।

ললিত। এতখানি! কিন্তু কারণ কি ?

শঙ্কর। কারণ—ক্রোধ।

ললিত। কার ওপর ?

শঙ্কর। সুধীরের ওপর। ও কাল রাতে এসেই ওঁকে বলেছে যে

আমি ভয়ঙ্কর চুরুট খাই, এবং সকলের সামনেই খাই ; তাতে যেন উনি কিছু মনে না করেন।

ললিত। তুই কি করে জানলি যে বলেছে ?

শঙ্কর। এর জন্য কিছু করতে হয় না। অমনিই জানা যায়।

সুধীর। কিছু মনে কোরো না ভাই—আমি কিছু খারাপ ভেবে বলি নি।

শঙ্কর—আমি তোকে বলি নি যে তুই খারাপ ভেবে বলিছিস্।

ইহার ঘণ্টাখানেক পরে একটি বছর দশেকের বালিকা আসিয়া বলিল, "পাঁচটা বেজে গেছে। মা বল্‌লেন—আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে আসুন, জলখাবার খাবেন।"

"আর চা ?" ললিত জিজ্ঞাসা করিল।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—"চাও হচ্চে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "হাস্‌লি কেন রে মিলা ?"

মেয়েটি আবার হাসিয়া বলিল—"মা বলছিলেন মেজদিকে, আগে চা-টা কর ; ওরা খাবার একবেলা না খেলে বিশেষ কষ্ট বোধ কর্‌বে না,—চায়ের দেরী হলে মুস্কিল।"

সুধীর বলিল—"তা তুই হাস্‌লি কেন এতে ?"

মেয়েটি বলিল—"খাবার না খেয়ে না কি চা খেলে লোকের পেট ভরে!"

মেয়েটি চলিয়া গেল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল—"এর নাম কি—পূরো নাম ?"

সুধীর। ঊর্ম্মিলা।

ললিত। উর্ম্মিলা থেকে মিলা হ'ল কি করে? আগের অংশ বাদ দিয়ে?

সুধীর। ঐ হ'ল একরকম করে।

তার পরে তিনজনে উঠিয়া উপরে গেল।

উপরে উঠিতে একটা সুরের রেশ কাণে গেল। চাপা গলায় কে বলিল—'ওঁরা আসছেন, চুপ।'

তিন বন্ধুতে উপরের একটি ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বিশেষ কোন আত্মীয় আসিলে এই ঘরে বসান হয়, বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। ঘরখানির মেঝে আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। মাঝখানে একখানি সুদৃশ্য কোমল লাল রংয়ের গালিচা পাতা। তাহার উপর একখানি মাঝারি সুদৃশ্য টিপয়। তাহার চারি দিক ঘিরিয়া কয়েকখানি চেয়ার। ঘরের এক পাশে রক্ষিত টেবল হারমোনিয়মের সম্মুখে দুইটী তরুণী বসিয়া ছিল। একজন চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া বসিল। অপরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ভিতরের দিকে গেল। ইহারা সুধীরের দুই ভগ্নী—ইলা ও লীলা। উঠিয়া গিয়াছিল লীলা; সে আবার মায়ের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল।

ইলা সুন্দরী, সৌন্দর্য্যের গর্ব্বও যেন একটু আছে। অনেকটা মায়ের মত দেখিতে; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দৃষ্টি মধুর কিন্তু একটু তীব্র,—যেন কল্পিত অনাদরও একটু সহিতে পারে না। মাঝারি গড়ন। বেশ মানানসই; কেবল ঠোঁট দু'খানি আর একটু পাতলা হইলে বুঝি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। বয়স আঠার উনিশ বৎসর।

লীলার রং একটু চাপা উজ্জ্বল শ্যাম। দৃষ্টিটুকু বড় মধুর ও স্নিগ্ধ।

বাপের মত লম্বা গড়ন, একহারা, ছিপছিপে। ঠোঁট দু'খানি ঠিক ফুলের পাপড়ির মত। বয়স সতের হইবে।

তিনজনকে জলখাবার দেওয়া হইল। মা বলিলেন—"ও বেলা সব কম করে খেয়েছিলে। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল বোধ হয়!"

ললিত বলিল—"বাপ্‌রে! অত খাওয়ার পর ক্ষিদে! এই তো একপেট খেলুম। এখুনি আবার এত!" শঙ্কর খপ্ করিয়া ললিতের পাত হইতে অৰ্দ্ধেকের বেশী খাবার তুলিয়া লইয়া বলিল—"অত খাওয়ার পর ক্ষিদে কি এত খাওয়ার পর ক্ষিদে, এ সব সাধারণ মতে তোর দরকার কি? তোর নিজের কথা শুধু তুই বল্। এ কখানা পারবি তো? না পারিস্ আরও তুলে দিস্ আমার পাতে, আমার যথেষ্ট ক্ষিদে আছে।" বলিয়া কেহ কিছু বলিবার আগে আহার আরম্ভ করিয়া দিল।

ললিত ইহাতে একটু অপমানিত জ্ঞান করিল। কিন্তু কিছু বলিল না।

সুধীর বন্ধুদের সহিত দুই ভগ্নীর পরিচয় করাইয়া দিল। ললিত আস্তে আস্তে খাইতেছিল। শঙ্করের অত্যধিক স্পষ্ট কথায় তাহার রাগ হইয়াছিল। অথচ সে প্রসঙ্গ সে তুলিল না। আর কেহও তাহার উল্লেখ করিল না।

লীলা বলিল—"আপনি খাচ্চেন না তো ললিতবাবু; আর কিই বা খাবেন—সবই তো উনি উঠিয়ে নিয়েছেন।"

শঙ্কর বলিল—"উনি খাবেন না, ওঁর পাতে নষ্ট হতে রাখার চেয়ে খাবার জন্য উঠিয়ে নিয়ে মন্দ করি নি।"

লীলা বলিল—"উনি যদি না খেতে পারতেন, আর পাতে যদি পড়ে থাকৃত, তখন নিলেই পারতেন। আপনার বন্ধু হলেও আপনার কথাগুলা রূঢ় ও অন্যায় হয়েছে।

শঙ্কর কিছু বলিল না। সুধু তাহার উজ্জ্বল চক্ষু মেলিয়া একবার লীলাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

লীলা উঠিয়া আর কিছু খাবার আনিয়া ললিতের পাতে দিল। ললিত কিছু বলিল না, কিন্তু খাইয়া গেল।

লীলা সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিল—আর কিছু আনিয়া দিবে কি না। সুধীর জানাইল 'না'।

লীলা শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে আর কিছু এনে দেব ?"

"আর কিছু মানে ?" শঙ্কর মুখ তুলিয়া বলিল।

লীলা। আর কিছু খাবার।

শঙ্কর। আপনি কি ভেবেছেন আমি বাঁকুড়া থেকে এসেছি ? আমি তো এদেরি সঙ্গে কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি।

তখন বাঁকুড়ায় ঘোর দুর্ভিক্ষ।

লীলা। না তা ভাবি নি। কিন্তু আপনি তো এই বল্‌লেন আপনার যথেষ্ট ক্ষিদে আছে।

শঙ্কর। ক্ষিদে আছে বল্‌তে পারি, কিন্তু খাব এ কথা তো বলি নি।

লীলা। যখন ক্ষিদে আছে, কেন খাবেন না ?

শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল—'আমার ইচ্ছা নেই তাই।' কিন্তু লীলার

স্নিগ্ধ ও ঈষৎ অনুতপ্ত মুখভাব দেখিয়া সে উত্তরটা হারাইয়া ফেলিল। তাহার পরিবর্তে বলিল—'আপনি আমাকে বকেছেন তাই।'

লীলার মা শঙ্করের পিঠে স্নেহভরে হাত দিয়া বলিলেন, 'না বাবা, তুমি রাগ কোরো না, ওটা ওই রকম পাগল মেয়ে।'

ললিত বলিল,—"প্রায় তোমার মত।"

ইহার পর শঙ্করকে আর কিছু খাবার লইতে হইল এবং লীলাই আনিয়া দিল।

শঙ্করের খাওয়া শেষ হইলে লীলা বলিল—'আপনি পরকে সত্যি কিন্তু রূঢ় কথা বল্‌বেন। কিন্তু আপনাকে বল্‌লে রাগ করবেন কেন?'

শঙ্কর লীলার পানে বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিল।

জলযোগ সমাপ্ত হইলে চা আসিল। উভয় বন্ধুই বিস্মিত হইল যে, শঙ্কর আপত্তি না করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইল।

লীলা বেশ দু'কথা শঙ্করকে শুনাইয়া দিয়াছিল। তাই ললিত রাগ ভুলিয়া খুসীই হইয়াছিল। সে বলিল—"খাবি না কি রে?"

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"না, ভাবছি—মাথায় ঢেলে দেখ্‌ব কি রকম লাগে।"

লীলা হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করাই কি আপনার স্বভাব?"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল—"বোধ হয়।"

সুধীর ইলার পানে চাহিয়া বলিল—"ইলা, ললিত খুব গান ভালবাসে, একটা গান শুনিয়ে দে।"

ইলা ললিতের দিকে একবার চাহিয়া গান গাহিতে গেল। শঙ্করকে উঠিতে দেখিয়া—"উঠ্‌লি যে ?"

"আমি বাগানটার ভেতর গিয়ে একবার বেড়াইগে।"

"গান শুন্‌বি নে ?"

"কাণ দু'টো সঙ্গেই থাক্‌বে।" বলিয়া শঙ্কর নামিয়া গেল। নিষেধ করা বৃথা জানিয়া কেহ নিষেধও করিল না।

একটু গান গাহিয়া ইলা জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা, তোমার ও বন্ধুটি কি রকম ? সব সময়ে যেন যুদ্ধং দেহি।"

সুধীর বলিল—"ওকে দু একবার দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। একটু খামখেয়ালি বটে—ওর মন বড় ভাল। আমি ওকে বড় ভালবাসি।"

ইলা। কিন্তু তোমাকেও তো ও রেয়াৎ করে না।

সুধীর। তা করে না। ও রেয়াৎ কাউকেই করে না।

ইলা। অতটা ভাল নয়।

ইলার গান না শুনিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য ইলা শঙ্করের উপর বেশ একটু চটিয়াছিল।

লীলা কিন্তু একটাও কথা কহিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে প্রথম দিনে শঙ্করের সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, সেইজন্য শঙ্কর এখানে না বসিয়া বাহিরে গিয়াছে।

লীলা ভাবিল, তাহার নিজের ব্যবহারটাও ভাল হয় নাই। বন্ধুতে বন্ধুতে কথা কহিতেছিল—মাঝে পড়িয়া তাহার ঝগড়া করাটা উচিত হয় নাই। সে একটু ফাঁক পাইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

বাগানের মধ্যে আসিয়া লীলা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের তালকুঞ্জের নীচে, আসিয়া দেখিল, কে একজন ঘাসের উপর শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। লীলা ডাকিল, "শঙ্করবাবু!"

শঙ্কর চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

লীলা বলিল, "আমি লীলা, আপনার শত্রু।"

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। বলিল—"কেন?"

লীলা বলিল, "আপনি আমার উপর রাগ করে চলে এলেন?"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনার উপর?"

লীলা কহিল, "হাঁ। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম তাই।" লীলা শঙ্করের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"আপনি আমায় মাপ করুন—আর চলুন ঘরে।"

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলার সরল, মধুর ও সবল সৌন্দর্য্য শঙ্করের চক্ষে ও বক্ষে মাদকতার সৃষ্টি করিল। শঙ্কর বলিল—"কে বলে আপনি আমার শত্রু। আপনি আমার—সত্য কথা বলব—আমি আপনাকে ভালবেসেছি।" বলিয়া লীলার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া সহসা তাহার বিস্মিত মুখ তাহার ললাট, কপোল, অধর চুম্বনে ভরিয়া দিল।

লীলা সবেগে শঙ্করের হাত ছাড়াইয়া সরিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁপাইতে বলিল—"আপনি এত নীচ, দাদার বন্ধু বলে আমি নিঃসঙ্কোচে আপনার কাছে একা এসেছিলাম, তাই আপনি আমাকে অপমান"—

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

শঙ্কর একবার লীলার ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ মুখের পানে চাহিল—তাহার দেখিল পাতিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল,— চাইচি। আমি অত্যন্ত নীচ—আপনার সাম্‌নে আস্‌বার যোগ্য নই। আপনি সকলের কাছে আমার নিন্দা করবেন। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি হতভাগ্য।” তার পর উঠিয়া ঝড়ের মত সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাগ না অনুরাগ ?

উপর হইতে আসিয়া সুধীর ও ললিত শঙ্করের সন্ধান করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। আর একটু সন্ধান করিতে দেখিল, টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট চাপা একখণ্ড কাগজে লেখা আছে—"চলিলাম—শঙ্কর।"

আর কেহ হইলে ইহাতে তাহাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। কিন্তু শঙ্করের পক্ষে ইহা তো কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সে যে লিখিয়া গিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। নইলে এমনি চলিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র হইত না। 'কেন না বলিয়া চলিয়া আসিলে ?' জিজ্ঞাসা করিলে; বলিত, এমন তো কিছু লেখাপড়া করিয়া রাখি নাই যে, তোমাদের বলিয়াই আসিতে হইবে। ইচ্ছা হইয়াছিল গিয়াছিলাম—ইচ্ছা হইল চলিয়া আসিলাম।

ললিত অত্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল—ও রকম অভদ্রকে কোনখানে সঙ্গে করিয়া আনিতে নেই—নিজেদের পর্য্যন্ত অপদস্থ হইতে হয়। একদিন আগে না গেলে যেন হতভাগাটার জমিদারী বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল।

ইলা তখন সেখানে ছিল। সে বলিল—"ভাগ্যে তিনি এখানে নেই, তা নইলে এসব শুনলে তো মেরেই ফেল্‌তেন! বড় বিশ্রী মেজাজ কিন্তু!"

সুধীর বলিল—"না, তুই জানিস নে। তাকে যদি মুখের উপর গাল্

দিস, তাহলে সে বিশেষ কিছু বল্‌বে না। সে যা বলে তা হয় ত শুন্‌তে কড়া হয়, কিন্তু তার সঙ্গে রাগের কোন সংস্রব নেই।"

সুধীর তার পর হইতে উন্মনা হইয়া রহিল। এই কথা তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—ইহার মধ্যে কি এমন ঘটিল, যাহাতে শঙ্করের মনের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। সে খামখেয়ালি বটে, তাহা হইলেও গভীর ভাবে লক্ষ্য রাখিলে, সে খেয়ালেরও একটা কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

সুধীরের পিতামাতা দু'জনেই শুনিয়া দুঃখিত হইলেন যে, শঙ্কর হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে। সুধীর অনেক করিয়া বুঝাইল যে, সে রাগ করিয়া যায় নাই। তার মনে যখন যে ভাব আসিয়া পড়ে, তাহাই সে করিয়া বসে।

হরসুন্দর বলিলেন—"আহা ছেলেটি বড় Sincere। তার বাইরেটা একটু কর্কশ, কিন্তু ভিতরটা তেমনি কোমল। আমি এ রকম ছেলে বড় ভালবাসি।"

লীলা শঙ্করের সম্বন্ধে কোন আলোচনায় কাহারও সহিত যোগ দিল না। তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা তুমুল ঝড় বহিতেছিল। সে অনেকের সহিত কথা কহিয়াছে—অনেকের সহিত মিশিয়াছে, কিন্তু এমন কেন, ইহার অর্দ্ধেক প্রভাবও কোন দিন অনুভব করে নাই। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা আজ সব হরিয়া গিয়াছিল। পাছে কেহ কিছু ভাবে বা বলে, এইজন্য সে নামমাত্র আহারে বসিল। তাহার গলা যেন কে আঁটিয়া ধরিয়াছিল, ঠোঁট যেন কে চাপিয়াছিল। কোন মতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সে আপনার ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

আপনার ঘরে গিয়া শয্যায় চক্ষু বুজিয়া সে শঙ্করের স্মৃতি হইতে নিস্তার পাইতেছিল না। তাহার ওষ্ঠে, ললাটে, গণ্ডে, বাহুমূলে শঙ্করের ব্যগ্র গভীর চুম্বন তখনও জাগিয়া ছিল। তাহার তপ্ত ব্যাকুল ওষ্ঠের স্পর্শ তখনও যেন সকণ্টক ফুলের মত ফুটিয়া ছিল। হঠাৎ লীলার একবার মনে হইল, শঙ্কর যেন জানু পাতিয়া, তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর মধুর ও কঠিন দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া, এখনও তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে! লীলা সত্য সত্যই সেই অন্ধকারের হাত বাড়াইয়া দেখিল, সেখানে কেহ বসিয়া আছে কি না। যদি তখন সত্যই সে বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে নারী হইয়াও হয় ত সে দুইটি ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু দিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইত; ও তাহার তপ্ত অধর স্পর্শে তাহাকে জানাইয়া দিত যে, সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে—বুঝি ক্ষমার চেয়েও অনেক কিছু করিয়াছে।

এ কথা মনে হইতেই লীলা শিহরিয়া উঠিল। দুই দিন আগেও সে ভাবিতে পারিত না যে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিশালী পুরুষ থাকিতে পারে, এই সামান্য সময়ের মধ্যে তাহার উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

শয্যায় পড়িয়া থাকা লীলার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া সে খোলা জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছিল। জ্যোৎস্নাধারা যেন বৃষ্টির মত চারিদিক সিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

বাড়ীর মধ্যে খুব সম্ভব সকলেই তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় শঙ্করের বন্ধুদেরও তাহার কথা মনে নাই। সুধু সেই কেন তাহার

অমার্জনীয় অপরাধ সত্ত্বেও তাহাকে ভুলিতে পারিতেছে না ? লীলার মনে হইল, অনেকক্ষণ হইল, শঙ্কর নিতান্ত নিরুৎসাহ ভাবে যে ট্রেন তাহাকে এখান হইতে বহিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই ট্রেন হইতে নামিয়া কত পথ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুঝি এইমাত্র তাহার শূন্য গৃহের দ্বারে পৌঁছিয়াছে। বুঝি এখনও সেই কঠিন কক্ষতলে জানু পাতিয়া সেই কঠিন মধুর মূর্ত্তি করযোড়ে বলিতেছে—আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু আমি তো দূরে সরিয়া আসিয়াছি। আমি আর আসিব না—আমাকে ক্ষমা কর।

লীলার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনুশোচনা

বাগান হইতে বাহির হইয়া শঙ্কর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া একখণ্ড কাগজে সুধু 'চলিলাম' লিখিয়া রাখিয়া একখানা কাপড়, গামছাখানা ও বইখানি লইয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ চলিল। পথে তখন লোক চলাচলের বিরাম নাই। পাল্কী গাড়ী ও মোটরবাস প্রচুর ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করিতেছে। একটা পথ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দেখিয়া শঙ্কর সেই পথ ধরিল। খানিকটা সেই পথে চলিতে চলিতে একটা বড় রাস্তার উপর আসিল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ঐ পথ একদিকে কৃষ্ণনগর ষ্টেশন গিয়াছে, অপর দিক স্বরূপগঞ্জের গঙ্গার ঘাটে গিয়া মিশিয়াছে।

শঙ্কর কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল, কোন দিকে যাইবে। হয় ত ষ্টেশনে কেহ থাকিতে পারে, ট্রেনেরও কিছু দেরী থাকা সম্ভব। যদি কেহ ফিরাইতে আসিয়া থাকে, তাহাকে কি বলিবে? না হয় বলিবে, যাইবে না, কিন্তু সত্যকার কথা তো লুকাইতে হইবে। তার চেয়ে স্বরূপগঞ্জের পথে যাওয়া যাক্। পার হইয়া নবদ্বীপ যাইবে। তার পর তখন দেখা যাইবে!

শঙ্কর স্বরূপগঞ্জের পথ ধরিল। কিন্তু তাহার অন্তরে যে ঝড় বহিতেছিল সে ঝড় তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তাহার ইচ্ছা

হইতেছিল, যে স্থানে তাহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে, সেই তাহার পরাজয় ও কৃত পাপের স্থান হইতে সে প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে ছুটিয়া চলে। প্রাণপণ বেগে খানিকটা পথ দৌড়িতে পারিলে তাহার শরীর ও মনের পক্ষে ভাল হইত। ক্রোশখানেক পথ উর্দ্ধশ্বাসে চলিবার পর শঙ্করের একটু আরাম বোধ হইল। একটু পরে একখানা বাস্ আসিয়া পৌঁছিল। ২।৪ জন পথিক দেখিয়া ড্রাইভার গাড়ীর বেগ একটু কমাইয়া হাঁকিল—স্বরূপগঞ্জ ঘাট—নবদ্বীপ। শঙ্কর হাত তুলিয়া চালককে গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিল। গাড়ীর বেগ আরও কিছু মন্দীভূত হইবামাত্র শঙ্কর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিলেও তাহার মনে হইল গাড়ীর চেয়ে হাঁটা পথে সে ছিল ভাল। কারণ, তখন তাহার নিজের কিছু করিবার ছিল এবং সেজন্য চিন্তার হাত হইতে সে অনেকটা অব্যাহতি পাইয়াছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী স্বরূপগঞ্জের ঘাটের সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া থামিল। অন্যান্য লোকের সঙ্গে শঙ্করও নামিল।

শঙ্কর যখন গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন পশ্চিমাকাশের শেষ রশ্মি গঙ্গার বাত্যাবিক্ষুব্ধ বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল।

স্নিগ্ধ শীতল বাতাস তাহার তপ্ত ললাট ও উত্তেজিত মস্তিষ্ককে কথঞ্চিৎ শান্ত করিল। তরঙ্গোজ্জ্বল জাহ্নবীর শুভ্র শীতল বারিরাশি যেন তাহার দেহ ও মনের গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

শঙ্কর গঙ্গার বারিরাশির পানে চাহিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল। ইত্যবসরে দুই তিন খানি নৌকা আরোহী লইয়া নবদ্বীপের দিকে ছাড়িয়া

দিয়াছিল। শঙ্কর একখানি নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু নবদ্বীপ যাবেন?"

শঙ্কর নৌকায় উঠিয়া বলিল—"বেশ, চল!" শঙ্কর বসিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। একটু দূরে আসিয়াই নৌকা নাচিয়া নাচিয়া চলিল।

এই শুভ্র বারিরাশির, এই তরঙ্গ-রাজির, পরপারে নবদ্বীপের ঐ তটভূমির, ঐ মৃত্তিকার, দূরে পথের ঐ ধূলা রাশির কণ্ঠে যদি ভাষা থাকিত, কত অপূর্ব্ব কথাই না তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত! কত পাণ্ডিত্যের কথা, কত ভক্তির গাথা এই জলরাশির প্রতি জলকণায়, ঐ মৃত্তিকার প্রতি-পদক্ষেপে, ঐ ধূলার প্রতি বিন্দুতে নিশান আছে। কত পাণ্ডিত্য এখানে আসিয়া ভক্তিতে গলিয়া গিয়াছে, কত উঁচু শির এখানকার পবিত্র ধূলায় লুটাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শঙ্কর খানিকক্ষণ আপনার কথা ভুলিয়া এই সব কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার চিত্তের জ্বালা কতকটা কমিয়া গেল।

নৌকা থামিতে শঙ্কর তীরে নামিয়া পড়িল। মাঝিকে তাহার প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দিয়া, তাহার নিকট হইতে গৌরাঙ্গের মন্দিরের পথ জানিয়া লইল।

মন্দিরে তখন আরতি হইতেছিল। গৌরাঙ্গ দেবের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু জুড়াইয়া গেল। গরুড়-স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া চাহিতে চাহিতে তাহার মনে হইল, মূর্ত্তি যেন সজীব। চক্ষু-যুগল যেন স্নিগ্ধ-মধুর দৃষ্টিতে দীপ্যমান্। শঙ্করের দেহ শিহরিয়া উঠিল; দুই চক্ষু অকারণে জলে ভরিয়া আসিল! মনে মনে সে বলিল,—মুহূর্ত্তে তাহার পরাজয়

হইয়াছে, চিত্তের সে সংযম রাখিতে পারে নাই—হে কাঙ্গালের ঠাকুর, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিও।

বহুক্ষণ শঙ্কর সেই স্থানে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আরতি শেষ হইয়া গেল। জনতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। শঙ্কর তখন সেখান হইতে বাহির হইল।

গঙ্গার তীর লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর আবার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকজনের কথাবার্ত্তা হইতে দূরে সরিয়া শঙ্কর তীর-ভূমির এক পাশে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শঙ্কর আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। এই তাহার শিক্ষা! এই তাহার সংযম! একজন নারী, কুমারী—বন্ধুর ভগিনী ভাল ভাবিয়া একটা কঠিন কথার জন্য তাহার কাছে বিনা অপরাধের বা সামান্য অপরাধের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতে আসিয়াছিল; আর সে এই ভাবে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিল!

শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, লীলা এতক্ষণে হয় ত সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। কেনই বা না বলিবে? সুধীর কি ভাবিতেছে? ললিত কি বলিতেছে? সুধীরের পিতামাতা কি মনে করিবেন? ছিঃ, ছিঃ! এত নীচ সে!

যদি আজ সে এমন ব্যবহার না করিত! উহাদেরই মাঝে সে এতক্ষণ শান্তিতে থাকিতে পারিত। লীলার কথা শুনিতে পাইত, হয় ত লীলার গানও শুনিত।

কিছুক্ষণ ধরিয়া শঙ্কর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় গঙ্গা-সৈকতে লুটাইতে লাগিল।

অন্ধকার দূর করিয়া আকাশে চাঁদ দেখা দিল। গঙ্গাবক্ষ, দুই দিকের

তটভূমি, দূরের পথ প্রান্তর সব জ্যোৎস্নাধারায় স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া গেল। শঙ্কর জানু পাতিয়া সেই সৈকত-ভূমির উপর বসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি তো দূরে সরিয়া আসিয়াছি ; আর আমি তোমার পথে যাইব না। আমাকে ক্ষমা কর।

দুই চক্ষে প্রবাহিত অশ্রুধারায় কিয়ৎক্ষণের জন্য শঙ্কর কিছু দেখিতে পাইল না।

ঠিক সেই সময়ে লীলা আপনার শয়নকক্ষে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সজল চক্ষে বাহিরের জ্যোৎস্নাধারার পানে চাহিয়া অপরাধী শঙ্করের কথাই ভাবিতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

রত্নলাভ

শেষ রাত্রের শীতল আর্দ্র বাতাসে শঙ্করের ঘুম আসিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতে শঙ্কর দেখিল, দিনের আলোকে চারি দিক জাগিয়া উঠিয়াছে। সৈকত-শয্যা হইতে সে উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে। নবদ্বীপ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিবে? এখনি কলিকাতায় ফিরিয়া বাসায় নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। মনের ভিতর যে একটা অনুশোচনা—নিজের উপর একটা ঘৃণা জাগিতেছিল, নিশ্চিন্ত আরাম তাহা উপশম করিবার অনুকূল নহে। শারীরিক কষ্ট কিছু সহ্য করিলে, কিছু অনশনের যন্ত্রণা ভোগ করিলে, যেন তাহার মানসিক যন্ত্রণা কিছু কমিবে বলিয়া মনে হইল। প্রায়শ্চিত্ত পাপকে লঘু করে; কিছু প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতেই হইবে। শঙ্কর স্থির করিল, গঙ্গার গতি লক্ষ্য রাখিয়া সে অগ্রসর হইবে। অর্দ্ধাশনে কয়েকদিন কাটাইবে। সন্ধ্যার সময় যে গ্রামে পৌঁছিবে সেই গ্রামেই রাত্রি কাটাইয়া দিবে।

মন স্থির করিয়া শঙ্কর প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইল। স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। সিক্ত বস্ত্র কাচিয়া শুকাইয়া লইল। সারা রাত্রি অনশনে গিয়াছিল, সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া লইবে মনে করিয়া পুনরায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি রাত্রে

বড় মধুর লাগিয়াছিল ; আর একবার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া নিকটবর্ত্তী একটি দোকান হইতে যৎসামান্য কিছু খাইয়া লইল। তার পর গঙ্গাতীর লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ মুখে চলিতে সুরু করিল। প্রমথমটা শঙ্কর গঙ্গার তীরে তীরে যাইতেছিল। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতে তীর ছাড়িয়া গ্রামের পথ ধরিল। ছায়াবহুল গ্রাম, গ্রামে ঘর-বাড়ী যথেষ্ট, কিন্তু সে পরিমাণে লোকের বাস নাই। কোন কোন স্থানে শঙ্কর দেখিল, নরনারী বালক বালিকা স্নান করিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে। তরুণীরা জল লইয়া ফিরিতেছে। তাহাদের অঞ্চলে নদী অর্থে হাঙ্গর ও কুম্ভীরের লবণাক্ত আবাস স্থল। নদীর এ ছবি শঙ্করের চক্ষে নূতন ও বড় মধুর লাগিল। কলিকাতার গঙ্গায় অবশ্য সে লোককে স্নান করিতে যথেষ্ট দেখিয়াছে ; কিন্তু সে যেন একটা প্রকাণ্ড খেলার দৃশ্য। গৃহকোণের মাধুর্য্য ও শান্তি তাহাতে নাই। গঙ্গার চর দেখিয়া শঙ্করের মনে হইল, যখন গঙ্গার চর না পড়িয়াছিল, তখন এই জলরাশি তাহার অপূর্ব্ব রূপ ও শক্তি লইয়া পল্লিবাসিনীদের সঙ্গে যেন সুখ দুঃখের কথা কহিতে কহিতে বহিয়া যাইত।

সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর একটানা পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটির পর আর একটি গ্রাম,—কোনটি গঙ্গাতীর হইতে অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, কোনটি কাছেই আছে। একটানা পথ চলিয়া শঙ্কর দ্বিপ্রহরে যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল বাগ্‌নাপাড়া। বাগ্‌নাপাড়ার শিবকে বুড়ো শিব বলে ইহাও সে শুনিয়াছে, যদিও এ অঞ্চলে সে ইহার পূর্ব্বে কখন আসে নাই। একটা অশ্বথ গাছের নীচে ঘাসের উপর আসিয়া ক্লান্ত দেহ কিছুক্ষণের জন্য

বিশ্রামের জন্য বিছাইয়া দিল। একবার মনে হইল, তাহারা এতক্ষণ কৃষ্ণনগরে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করিতেছে। হয় ত তাহার কথা কাহারও মনে নাই। যদিও লীলার মনে থাকে, সে তাহা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিবারই চেষ্টা করিতেছে। একদিনের পরিচয়, আর সেই কণ্টকময় স্মৃতি! কেনই বা না করিবে?

ক্লান্ত শরীর, প্রায় অনশন; তাহার উপর দ্বিপ্রহর হইলেও পল্লীর ছায়া-শীতল বাতাস গায়ে লাগিতে শঙ্কর ধীরে ধীরে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। শঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল ও দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া আবার যাত্রা করিল। পথে একটি দোকানে তিনটি পয়সা দিয়া একটা ডাব কিনিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া লইল; এক পয়সার কাঁচা ছোলা কিনিয়া পকেটে রাখিল ও এক মুঠা মুখে ফেলিয়া আবার বেগে চলিতে আরাম্ভ করিল।

যেখানে যেখানে গ্রামের মধ্য দিয়া শঙ্করকে যাইতে হইয়াছিল, সেখানেই গ্রামগুলির লুপ্ত শ্রী তাহার চক্ষে লাগিতেছিল। এত সব বিশাল অট্টালিকা, চক-মিলানো বড় বড় বাড়ী কি করিয়া জনশূন্য হইয়া গেল, ভাবিয়া শঙ্কর অবাক্ হইতে লাগিল। নিকটে বা অদূরে গঙ্গা, বাণিজ্যের এত সুবিধা, তথাপি কেন এ সকল গ্রামের এমন অবনতি ঘটিল? সাড়ে পাঁচটা ছয়টা বাজিতে সূর্য্যের উত্তাপ যখন একেবারে মন্দী-ভূত হইয়া আসিল, শঙ্কর গ্রামের পথ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে নামিয়া আসিল ও তীর ধরিয়া চলিল। সূর্য্য যখন সদ্য-অস্তমিত, কিন্তু তাহার চরণ-রেখার রক্ত-রাগে তখনও পশ্চিমাকাশের তরঙ্গায়িত মেঘগুলি সুরঞ্জিত, সেই সময় তীরভূমির এক প্রান্তে শঙ্কর বসিয়া পড়িল।

আজ সমস্ত দিনে শঙ্কর প্রায় বার-তের ক্রোশ চলিয়াছে। বলিষ্ঠ হইলেও অনভ্যাসের জন্য পা দু'টি ক্লান্ত, দেহ শ্রান্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শঙ্কর গঙ্গার জলে নামিয়া বেশ করিয়া হাত পা মুখ ধুইয়া লইল ও অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিল। তীরে উঠিয়া একটু পরিষ্কৃত স্থান দেখিয়া, আপনার উড়ানী বিছাইয়া রাত্রিকার শয্যা রচনা করিয়া যখন সে পুনরায় সেখানে বসিয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এক প্রিয়দর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইলেন।

শঙ্করের দিকে ক্ষণেকের জন্য চাহিয়া তিনি মধুর স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "যাবার সময়ে তো তোমাকে এখানে দেখে যাই নি। তুমি কতক্ষণ এসেছো ?"

শঙ্কর মুখ তুলিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখিল। তাঁহার দীর্ঘ গৌর দেহ, অতি উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু প্রসন্ন মধুর বালকের মত সরল মুখ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। সম্ভ্রমের সহিত বলিল—"আমি মিনিট দশেক হ'ল এসেছি।"

আগন্তুক শঙ্করের পাশে বসিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখ্‌ছি,—চক্ষে প্রফুল্লতা নাই, বক্ষে উৎসাহ নাই, উদরে কয়দিন অন্ন নাই,—জীবনের প্রভাতে দিনের সাঁঝে গঙ্গাতটে আসন কেন ভাই ?"

আগন্তুকের কণ্ঠে স্নেহের সুর ছিল যাহা শঙ্করকে প্রীত করিল সে বলিল, "আমি নবদ্বীপ হ'তে বরাবর হাঁটাপথে আস্‌ছি ; সে জন্য হয় ত একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

আগন্তুক। কখন বার হইছিলে।

শঙ্কর। সকালে সাড়ে ছয়টা আন্দাজ।

আগন্তুক। ট্রেনে না গিয়ে এ পথে এলে?

শঙ্কর। এম্‌নি ইচ্ছা হল, তাই।

আগন্তুক। তা ঠিক; তোমাদের বয়সে সব কাজের 'কেন' নাই। কিন্তু যাবে কোথায়?

শঙ্কর। কলিকাতায়—

আগন্তুক। হাঁটাপথে?

শঙ্কর। সেই রকম তো ইচ্ছা আছে।

আগন্তুক। কতক্ষণ থেকে অভুক্ত আছ?

শঙ্কর। ঘণ্টা চারেক বোধ হয়।

আগন্তুক। কিন্তু দেহ বল্‌ছে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা। কি খেয়েছ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

শঙ্কর। (হাসিয়া) কাঁচা ছোলা—

আগ। বাঃ, তবে তো রীতিমত সাত্ত্বিক আহার করেছ। বাংলা দেশের ছেলে, গঙ্গাতীরের গ্রামের পথ দিয়ে চলেছ, যেখানে বাংলার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল; অথচ কারো কাছে এক বেলার জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করনি! কেউ অনুরোধও করে নি?

শঙ্কর। তার জন্য কোন গ্রামবাসীকে দোষ দেওয়া যাবে না; কারণ আমি বেশীর ভাগ বসতির বাইরেই চলেছি।

আগন্তুক। তাহলে চল—আমার সঙ্গে এস আপাততঃ। তুমি

আমার গ্রামের অতিথি। ওঠো, বস্‌লে তো চল্‌বে না ; যখন এ গ্রামে এসেছ, তখন যেতেই যবে।

শঙ্কর উঠিল। উড়ানিখানি ঝাড়িয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। ছোট পুঁটলিটি বগলে লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক আগে আগে চলিলেন, শঙ্কর তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিল।

গ্রামের পথে উঠিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোন্ গ্রাম—"

আগন্তুক। বলাগড়। এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, এখন অবস্থা দেখ্‌ছ।

শঙ্কর। কেন এমন হ'ল? বেশ তো বড় বড় বাড়ী আছে, অল্প বিস্তর গঙ্গাধারে ; অথচ এমন পরিত্যক্ত মূর্ত্তি কেন?

আগন্তুক। ম্যালেরিয়া, লোকাভাব, আর আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, প্রতিকারের অভাব।

আগন্তুকের অনুসরণ করিয়া শঙ্কর চলিতে লাগিল। এক স্থানে কতকগুলি ভাঙ্গা মন্দির ও ভগ্ন স্তূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ জায়গাটা কি ছিল?"

আগন্তুক। এ স্থানটির নাম দ্বাদশ মন্দির। দ্বাদশটি শিবমন্দির ছিল, রীতিমত পূজা অর্চ্চনা হ'ত। এখন সে সব প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখে অনেকখানি মুক্ত স্থান, সুদৃশ্য লতামণ্ডিত বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। ধারে ধারে আম জাম ও মাঝে মাঝে ঝাউ গাছ লাগানো। ঠিক সেই সময়ে অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। আশে-পাশের আরও কয়েকখানি বাড়ী হইতে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল।

আগন্তুক বলিলেন—"বার-তের বছর আগে এখানে যে শঙ্খধ্বনি শুনেছে, তার এ শঙ্খধ্বনি শুন্‌লে চোখে জল আসে। তখন মনে হ'ত, যেন শ্রী ও কল্যাণের ঐক্যতান বাদ্য বাজ্‌ছে। গ্রামের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট যেন সেই ধ্বনির তরঙ্গ নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিত। এখন সেদিন স্বপ্ন!

নীচের বারান্দায় খানকতক আসন পাতা ছিল। দু'জনে আসিয়া সেখানে বসিতে, ভিতর হইতে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "নিমাই, আজ যে খুব শীঘ্র ফিরে এলে!"

"আজ গঙ্গাতীর হতে একটি রত্ন লাভ করে এসেছি দাদা, এই দেখ!" বলিয়া আগন্তুক শঙ্করকে দেখাইয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিমাই-সংবাদ

এখন অদ্বৈত ও নিমাইয়ের সামান্য পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অদ্বৈত মুখোপাধ্যায়—বলাগড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, শান্ত দৃষ্টি দেখিলে তাঁহাকে পুরাতন যুগের তপস্বী বলিয়া মনে হয়। যৌবনের কৃচ্ছ্রসাধন কঠোর তপশ্চর্য্যার মতই তাঁহার দেহের কৃশতা আনিয়া দিয়া মনকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও উন্নত করিয়াছিল। কি করিয়া মাসিক ষাট টাকা বেতনের শিক্ষক সংসার প্রতিপালন করিয়া ছোট ভাই নিমাইকে বি-এ পড়াইয়া তার পর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়াইয়াছিলেন, তাহা আজিও গ্রামবাসী সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। কি কষ্ট সহ্য করিয়া, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে তিনি এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ও যাঁহার জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করা হইয়াছিল সেই কনিষ্ঠ ভাই এই তিন জন মাত্র জানিতেন। বিশেষ প্রশংসার সহিত প্রথমে এল্-এম্-এস্ পাশ করিয়া নিমাই পরে এম-বি পাশ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অনুসারে অভিজ্ঞতার জন্য কিছু দিন সরকারী হাঁসপাতালে কার্য্য গ্রহণ করেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চিকিৎসা-নৈপুণ্য, অস্ত্রোপচারে পারদার্শিতা ইত্যাদির ফলে শীঘ্রই তিনি মেডিকাল কলেজে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন্। এই সময়ের কিছু পরে বলাগড়ে বড়ই কলেরার

প্রাদুর্ভাব হয়। অদ্বৈত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মোটামুটি জানিতেন। বহুবার আপনার চিকিৎসায় তিনি গ্রামে মহামারী হইতে দেন নাই। কিন্তু সেবার ঔষধ দিয়া সস্ত্রীক রোগীর পরিচর্য্যা করিয়াও অতি অল্প সংখ্যক লোককেই মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটি পাঁচ বৎসরের ছেলেকে যন্ত্রণায় 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া ও তাহার মাতার হৃদয়-ভেদী রোদনে অদ্বৈতের স্ত্রীর অন্তরে গভীর আঘাত লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় তাহার দেবরকে পত্র লিখেন যে অতবড় ডাক্তারের বৌদিদি হইয়াও গ্রামের একটি রোগীকেও বাঁচাইতে পারিতেছেন না। মায়ের কোল হইতে মৃত্যু আসিয়া ছেলেকে অনায়াসে লইয়া যাইতেছে। তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না, এ দুঃখ তাঁহাকে বড়ই বাজিতেছে। নিমাই সংসারের দুঃখ দূর তো করিয়াছেন; এবার আসিয়া গ্রামের দুঃখ দূর করুন—ইহাই তাঁহার বৌদির শেষ অনুরোধ।

নিমাই তখন সাহেবের নিকট সব বলিয়া অন্ততঃ পনের দিনের ছুটি চান্। সাহেব শুনিয়া একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলেন, "It is no doctor's business, doctor, to be moved by the tears of an ordinary woman." (ডাক্তার, সাধারণ নারীর অশ্রুজলে কাতর হইলে ডাক্তারের কাজ চলে না।)

কথাটা নিমাইয়ের ভাল লাগে নাই। তিনি বলেন, "Sir, you do not know what a great woman she is, and how many Florence Nightingales live in her. She is more than mother or a Goddess to me and I would rather

resign my service than disobey her.” (মহাশয়, আপনি জানেন না এই নারীর ভিতর কি মহত্ব আছে, কত Florence Nightingaleএর ঔদার্য্য ও সেবাপরায়ণতা তাঁহার মধ্যে আছে। তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়ার চেয়ে আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি) অধ্যক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি উত্তর দিলেন, “The College won’t mind to accept your resignation, if you would so like. (তোমার যদি তেমন ইচ্ছা হয় তোমার পদত্যাগ মঞ্জুর করিতে আমাদের অসুবিধা হবে না।)

নিমাই সেই দিনই কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে রওনা হইলেন। সেই হইতে তিনি দেশে আছেন। অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প হইলেও খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছে। চক্ষুরোগ ইত্যাদি দুই একটি রোগে কৃষ্ণনগর, হুগলী, চন্দননগর ইত্যাদি স্থানে পর্য্যন্ত তাঁহার নামডাক আছে। গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে তিনি সেই হইতে আপনার দেহ মন অর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইহার মধ্যে I. Sc. পাশ করিলে নিমাই তাহাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও দাদার পঞ্চান্ন বৎসর উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করান। সেই হইতে সংসারের খরচের সমস্ত ভার নিমাই স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

শঙ্করকে নিমাই কি করিয়া কোথায় দেখিয়াছিলেন, সারাদিন এই অবোধ ছেলেটি সুধু একটি ‘ডাব’ খাইয়া আছে, এ সমস্ত নিমাই হাসিমুখে অগ্রজকে বলিলেন। অদ্বৈত শঙ্করের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রত

হইলেন ; এই অবসরে নিমাই বাড়ীর মধ্যে গেলেন, এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্করকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

জলখাবারের জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফল, মূল, কিছু মিষ্টান্ন, একটা পাথরের বাটিতে ডাবের জল, মাঝারি গ্লাসে এক গ্লাস সরবৎ। সম্মুখে একটি বষিয়সী মহিলা মুখে অপূর্ব্ব মমতা ও শ্রী লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরণে লাল পাড় দেশী মোটা শাড়ী, দু'হাতে শঙ্খ, চোখে চশমা। শঙ্কর আসিতেই, "এস বাবা এস ; কত কষ্ট পেয়েছ, এম্‌নি করে কি পথ চলে বাবা" বলিয়া শঙ্করকে আদর করিয়া বসাইলেন।

নিমাই বলিলেন—ইনি আমার বৌদিদি, এঁর্‌ কথা পরে অনেক শুন্‌বেন।"

মহিলা বলিলেন—"চিরকালকার পাগলা।" স্নিগ্ধ-স্নেহ-মধুর হাস্যে তাঁহার সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শঙ্করকে বৌদিদির জিম্মা করিয়া দিয়া নিমাই চলিয়া গেল। শঙ্কর খুবই অসামাজিক। গুরুজনকে প্রণাম করিতেই হইবে এ বাঁধাবাঁধি নিয়ম সে কোন দিনই মানিয়া চলে না ; কিন্তু এই মহিলার চরণে তাহার শির আপনিই নত হইয়া পড়িল। প্রণাম করিয়া শঙ্কর ক্ষিপ্রহস্তে জলযোগ সমাধা করিয়া লইল। জলযোগ করিয়া শঙ্করের যে বেশ একটু আরাম বোধ হইল তাহা তাহার মুখভাবে স্পষ্ট বুঝা গেল।

নিমাইয়ের ভ্রাতৃজায়ার নাম অন্নপূর্ণা। তিনি শঙ্করের বাড়ীর সব খবর লইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কোথায় গেলেন ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পূজার দালানে আহ্নিক করতে গেছেন। দু'জনেই গেছেন; একটু পরে ফিরবেন। ঘরের ভিতর বোধ হয় গরম হচ্চে—বাইরে রোয়াকে বস্‌বে, এস। ওঁরা এসেই তোমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।"

অন্নপূর্ণার পিছনে পিছনে শঙ্কর ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—"নিমাই এলেই আমরা সবাই বাইরের বারান্দায় গিয়ে বস্‌ব। নিমাইয়ের সঙ্গে এখনও বোধ হয় তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় হয় নি? শীঘ্রই হবে।"

শঙ্কর—"না, এখনও তেমন হয়নি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "নিমাই ব্যবসায়ে ডাক্তার কিন্তু আসলে কবি। ওর লেখা তুমি পড়েছ মাসিকপত্রে। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে কি করে' আমাদের দেশের লোক হীন খাদ্য তুচ্ছ আমোদ গ্রহণ করছে—এই সব নিয়ে সে লিখ্‌ছে; কাজেই লেখায় ও সংস্কারক। কিন্তু হৃদয়ে ও কবি।"

শঙ্কর। নিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এম-ডি সে সব লেখেন—সে ওঁরই লেখা?

অন্নপূর্ণা—"হ্যাঁ, ওরই। অনেক গল্প ও কবিতা ওর লেখা আছে; কিন্তু সেগুলি প্রকাশ না করে ও প্রবন্ধই ছাপায়। বলে, এরই দরকার বেশী।

শঙ্কর। হয় ত সে কথা ঠিক।

অন্নপূর্ণা। কিন্তু নিমাইয়ের মত হচ্চে—প্রবন্ধের চেয়ে গল্প বা উপন্যাস ও কবিতার ক্ষমতা ঢের বেশী। প্রবন্ধের যা উদ্দেশ্য তা গল্পাদির

মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলে তাতে কাজ বেশী হবে। কিন্তু এ সবে প্রচুর শক্তির দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিমাই বলে, পণ-প্রথা সম্বন্ধে তো অনেক প্রবন্ধই লেখা হয়েছে। ক'টা লেখা লোকের মনে আছে! কিন্তু 'বলিদান' ও 'অরক্ষণীয়া' অনেক কাল মনে থাকবে। তার চেয়েও মনে থাক্‌বে একটা কবিতা, বোধ হয় 'বনফুলে'র লেখা, যা প্রবাসীতে বার হয়েছিল। পড়েছ সে লেখা? নূতন-বৌ শ্বশুর-বাড়ীতে এসেছে। ভিখারী ভিক্ষা নিতে এসেছে; বৌ ভিক্ষা দিতে এসে মাথার কাপড় খুলে আলু থালু হয়ে ছুটে এসে ভিখারীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাশুড়ী তো রেগেই খুন—এ কি কাণ্ড! দৃষ্টিতে আগুন ও জিহ্বায় বিষ নিয়ে এসে শাশুড়ী দেখেন—বৌ বাপের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌ছে। ভিখারী আর কেউ নয়—তাঁরই নতুন বেয়াই। অবাক্ হয়ে বেয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, বেয়াই, এ কি! কেন এ ভিক্ষা-ঝুলি? বেয়াই চোখের জল মুছে হেসে বল্‌লেন, তুমিই দিয়াছ তুলি। কি অপূর্ব্ব বল দেখি! অথচ ছোট্ট একটি কবিতা!

শঙ্কর—আমি এ কবিতা পড়ি নি; কিন্তু শুনে মনে হচ্চে—সত্যই এ মধুর।

অন্ন—এ ভাবের জিনিস নিমাই অনেক লিখেছে। কিন্তু বলে এখনও ছাপাবার উপযুক্ত হয় নি। যদি এ লেখা আরও শক্তি-সম্পন্ন হয়, তবেই ছাপাবে; নইলে নয়।

শঙ্কর—আমার তো সব পরিচয় আপনি নিলেন মা; কিন্তু আপনাদের তো পরিচয় পেলাম না।

অন্ন—আমি শিক্ষকের স্ত্রী। উনি যৌবন অবস্থায় দারিদ্র্য বরণ করে-

ছিলেন। তবু তারই মধ্যেই ছোট ভাইটিকে—নিমাইকে ডাক্তারি পড়ান। নিমাই ভাল ভাবে এল-এম-এস পাশ করেন; পরে এম-বি ও এম-ডি হন। ভাল সরকারি চাকরি পেয়ে গৌরবের সঙ্গে করেন। এই গ্রামে সেই সময়ে একবার মহামারী হয়। ঘরে-ঘরে মৃত্যু, ঘরে-ঘরে কষ্ট। তা সহ্য করতে না পেরে নিমাইকে কাতর হয়ে আস্‌তে লিখি। সাহেব ছুটি না দেওয়ায় ও উপরন্তু একটা তাচ্ছিল্যের কথা বলায়—অমন ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে এল। সে আসায় গ্রাম বেঁচে গেল। নইলে আজ এ শ্মশান হয়ে যেত। তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে আমি বড় লজ্জা পেলাম। উনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। নিমাই এসে বল্লে আমার একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে। বৌদিদির কথা অমান্য করে যদি চাকরি আঁকড়ে থাকতাম, তাহলে আমার ক্ষুদ্রত্বের আর সীমা থাকৃত না। এত দিন ধরে দু'জনে আমাকে যা শিক্ষা দিয়ে এসেছিলে, সব এক মুহূর্ত্তে আমি ব্যর্থ করে দিতাম। তোমরা দেখ, এখানে থেকে আমি তোমাদের শিক্ষার মর্য্যাদা বেশী রাখ্‌ব।

তার কথা সে ঠিক রেখেছে। এ অঞ্চলে নিমাই ডাক্তারকে জানে না এমন কেউ নেই, আর নিমাই ডাক্তারের নাম শুনে মাথা নীচু করে না এমন কাউকে তুমি পাবে না। অগাধ পাণ্ডিত্য; কিন্তু দেখ্‌বে, শিশুর মত সরল। যোগ্য স্ত্রীও মিলেছিল; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সইল না। দশ বৎসর হল সে মারা গেছে; কিন্তু তার পর নিমাই কিছুতে আর বিবাহ করে নি।

শঙ্কর—আপনার সন্তানাদি কি?

অন্ন—একটি ছেলে—সে ঠিক কাকার মত হচ্ছে—ডাক্তারি পড়ছে।

আর একটি মেয়ে সে শ্বশুর বাড়ী আছে। নিমাই আমার দেওর। কিন্তু ছেলে বল্‌তে গেলে তাকেই এখনও আমার বড় ছেলে বলে মনে হয়।

অন্নপূর্ণা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু গলাটা অশ্রু-বাষ্পে ধরিয়া আসায় চুপ করিলেন। এমন সময় অদ্বৈত ও নিমাই সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। নিমাই বলিলেন, "শঙ্কর, চল —আমরা বাইরে বসিগে। বৌদিদি, তুমিও শীঘ্র কাজ সেরে এস।"

অন্নপূর্ণা কাজে গেলেন। শঙ্কর নিমাইয়ের সহিত বাহিরে আসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার আনন্দ

বাহিরে আসিয়া সকলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইতে নিমাই বলিলেন, "এ সময়ে আমরা একটু সাহিত্য-চর্চ্চা করে থাকি। তোমাকেও আজ তার সাথী হতে হবে।"

নিমাই একখানি ইংরাজী বই খুলিয়া বলিলেন;"এখানি মাত্র ইংরাজী নভেল—কন্‌টিনেন্‌টাল নহে। গভীর মনস্তত্ত্বের কথা এতে বোধ হয় পাবে না। ঘৃণ্যতম পাপ কি করে সাধুর চিত্তও জয় করে, সে সব বর্ণনা এতে নেই। কিন্তু যা আছে তা অমূল্য। তুমি নিশ্চয়ই এ বই পড়েছ। এখানি Charles Readeএর "It is never too late to mend"। আমিও এর আগে বারকয়েক পড়েছি ; তবু এর এই অংশটা আবার না পড়ে পারছি না। ধর্ম্মযাজক জেলে এসে কাজ নিয়েছেন। প্রথমে এসে তিনি জেলের যত রকম শাস্তি, নিজে তার আস্বাদ নিয়েছেন। কোন্ শাস্তির কঠোরতা বন্দীকে আরও অমানুষ বা পাগল করে তোলে, তার মোটামুটি একটা হিসাব করে নিয়েছেন। কিন্তু কঠিন দুর্বৃত্ত জেলারের শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে তাঁর কিছুই করবার নেই। তিনি প্রকাশ্যে এই চেষ্টা কর্‌ছেন, কি করে এই কষ্ট বন্দীদের কাছে সহনযোগ্য হয়। Robinsonকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য

অন্ধকার নির্জ্জন কারা-কক্ষে রাখা হয়েছে। সে পাগলের মত হয়ে তার ভিতর গেছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নিয়ে তার কি উপকার করা যেতে পারে, তিনি সেই চেষ্টা করছেন।

নিমাই পড়িতে লাগিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অন্ধকার কারা-কক্ষে কি পরিমাণে তাহার যন্ত্রণা বাড়িতেছে—তাহার আত্মার আশা, চিত্তের ভরসা কি করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কমিতেছে; কি দারুণ আতঙ্ক তাহাকে দ্রুত বেগে আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। সেই ধর্ম্মযাজক সেই রুদ্ধ কক্ষে লৌহ-কপাটে ধীরে করাঘাত করিলেন, Robinson চমকিত হইল। অস্পষ্ট ভাবে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। লক্ষ্য করিয়া Robinson বুঝিতে পারিল, সে স্বর ধর্ম্মযাজকের। ক্রমশঃ সে তাহার কথা বুঝিতে পারিল। ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "তুমি হতাশ হইও না, ভয় পাইও না,—আমি দুয়ারের আড়ালে তোমার জন্য সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিব।"

Robinson চোর, কিন্তু তাহার মহত্ত্ব তখন জাগরিত হইয়াছে। সে বলিল, "না, আপনি শীতে বড় কষ্ট পাইবেন, আপনি ফিরিয়া যান্। আমি আপনার দয়ার কথা ভাবিয়া রাত্রি কাটাইতে পারিব।"

এই পুস্তক ঘণ্টা-দেড়েক পড়িবার পর অন্নপূর্ণা আসিলেন। তখন বিভিন্ন বাঙ্গলা মাসিক-পত্র হইতে ভাল ভাল জিনিস বাছিয়া লইয়া নিমাই পড়িতে লাগিলেন।

ঘণ্টাখানেক বাংলা পড়ার পর অন্নপূর্ণা আহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। একটু পরে আহারের আহ্বান আসিল। তিন জনের আহারের পর অদ্বৈত শঙ্করের পরিচয় লইলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "তোমার বাড়ী টাকী? দিন পাঁচেক হল, টাকী থেকে এক ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন।"

শঙ্কর। টাকী থেকে? তাঁর নাম কি?

অদ্বৈত। নাম বুঝি রমানাথ হবে। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক।

শঙ্কর। রমানাথ? আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

অদ্বৈত। এখানে একটি মেয়ে দেখ্‌তে, হয় ত একটী ছেলে দেখতেও বটে, ভদ্রলোকটি এসেছিলেন। শুন্‌লাম অবস্থা খুব ভাল, জমীদার। মেয়েটির বাপ নেই, বিধবা মা দেওরের সংসারে থাকে। দেওর একটু ধড়িবাজ গোছের লোক। ওই বৃদ্ধের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে বিধবাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত কর্‌বে। নিজের অরক্ষণীয় একটী ছেলে আছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটির সদ্গতি করবে। কারণ, না কি সেই ভদ্রলোকের একটী বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, তার সঙ্গে এই ছেলের বিবাহ হবে।

শঙ্কর। আচ্ছা, সে ভদ্রলোকের কি রকম চেহারা বলুন তো?

অদ্বৈত। গৌরবর্ণ, দোহারা গোছের, পরণে কাল ফিতে পাড় কাপড়, গোঁফ দাড়ি কামানো।

শঙ্কর। গোঁফ দাড়ি কামানো? তবে তো মুস্কিল, চুল বেশী রকম পাকা তো?

অদ্বৈত। বয়স প্রায় ষাট; কিন্তু চুল একটাও পাকা বলে মনে হ'ল না, অবশ্য কলপ দেওয়া কি না তা জানি না। বিধবার একটু সন্দেহ হওয়ায় আমার স্ত্রীর কাছে এসে বলেন, আমি যেন একবার গিয়ে দেখে আসি। তাই আমি রাত্রে গিয়ে দেখে আসি। তুমি চেন না কি?

শঙ্কর। খুব চিনি; কারণ তিনি আমার জ্যেঠামহাশয়। কিন্তু তাঁর মেয়ের বিবাহ তো বহু পূর্ব্বে ঠিক হয়ে গেছে। জ্যেঠাইমার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বিবাহে দেরী পড়ে গেছে, নইলে কোন্ কালে হয়ে যেত। কিন্তু

একটা বিষয়ে যে মিলছে না। তাঁর কাঁচাপাকা গোঁফ আর মাথায় প্রায় সব পাকা চুল।

নিমাই। তাহলে হয়ত গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন, আর চুলে কলপ দিয়েছেন। এ সমস্যার তো সহজেই সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্কর। বোধ হয় তাই হবে। কিন্তু আমি তো কিছুই জানি নে। আর একবার তাঁর এই ঝোঁক চেপেছিল। সেবার অতি কষ্টে বিবাহ ভেঙে দিইছিলাম। কিন্তু এবার সব জেনে শুনে দু'পক্ষেই রাজী হচ্চে—এবার কি করা যাবে। লক্ষ্মীর তো তাহলে ভারি বিপদ।

নিমাই। লক্ষ্মী কে?

শঙ্কর। আমার বোন্—জ্যেঠামহাশয়ের মেয়ে। যার সঙ্গে বিবাহের সব স্থির হয়েছিল সেও আমার বন্ধু।

অদ্বৈত। তাঁর ছেলে নেই?

শঙ্কর। আছে। একটি ছেলে। আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট—শ্রীরামপুরের সব রেজিষ্টার। তাঁরই বিবাহ হবার কথা। এখন সে সব ভুলে উনি নিজের বিবাহ নিয়ে লেগেছেন। বিবাহের দিন কবে স্থির হয়েছে?

অদ্বৈত। সেটা কাল জেনে তোমাকে বল্‌ব। চাও তো পাত্রটিকেও কাল দেখিয়ে দেব।

শঙ্কর। ছেলেটি যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'ত, তবুও এ বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবু একবার দেখে যাব। যদি সকালের দিকে কাজ মিটে যায়—কাল সকালেই আমি চলে যাব।

নিমাই। সে কাল হবে। আমি তোমার যাবার চার্ট তৈরী করে

দেব। পরশু তুমি রওনা হবে। কাল এখানে থাকলে বিবাহ সম্বন্ধে একেবারে সঠিক খবর পাবে। কি বল ?

শঙ্কর। তাহলে তাই যাব।

নিমাই। শঙ্কর, একটি কথা তোমাকে বলি। তুমি সুধু শিক্ষিত নও, সুশিক্ষিত। গেল বারে P. R. S. পেয়েছিলে, তার নাম আমার মনে আছে—কাজেই তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু তোমার ভ্রমণের নিয়মটা আমি মোটেই অনুমোদন করি নে। তুমি কেন হাঁটাপথে যাচ্চ তা আমি জানি নে। হয় ত তা অভিজ্ঞতার জন্য না হতে পারে, হয় ত সুধু সময় কাটাবার জন্য, হয় ত শারীরিক শ্রমের জন্য ; হয় ত বা সুধু খেয়াল। তা সে যে কারণেই হোক্, যখন হাঁট্‌বে—কষ্ট করবে, তখন কেন না তার সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করবে ? মাছ ধরতে সমুদ্রের ধারে গিয়েছ বলে যদি সেখানে মুক্তা দেখ, তা ফেলে আস্‌বে কেন ? তুমি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে। দুপরে এক জায়গায় আতিথ্য নেবে। সন্ধ্যায় এক জায়গায় নেবে। এম্‌নি করে যতদূর ইচ্ছা যাবে। যখন ক্লান্ত হবে বা শীঘ্র ফেরা দরকার মনে করবে, নিকটের ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ধর্‌বে। এই সামান্য ক'দিনেই দেখ্‌বে তুমি কত নূতন বিষয় শিখেছ, কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ, কত নব নব চিত্তের পরিচয় পেয়েছ।

শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল ইহা অতি সত্য কথা। নিমাইয়ের অনুরোধে ভাগ্যে সে গ্রামের মধ্যে আসিয়াছিল, তাই না, এমন একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবারের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। প্রকাশ্যে সে বলিল—সে তাহাই করিবে।

ইহার পর সকলের বিশ্রাম। অদ্বৈত ভিতরে শয়ন করিতে গেলেন।

বারান্দায় খাটের উপর মশারি খাটাইয়া শঙ্করের শয্যা রচিত হইয়াছিল। এইবার সে তাহার ক্লান্ত দেহ শয্যার উপর ছাড়িয়া দিল ও চক্ষু মুদিয়া একে একে মাতার কথা, পিতার কথা, লীলার কথা, বন্ধুদের কথা ভাবিতে লাগিল।

একবার চক্ষু মেলিয়া শঙ্কর দেখিল যে, বারান্দার এক প্রান্তে নিমাই মেঝের উপর বসিয়া নিবিষ্ট চিত্ত একখানি মোটা বই পড়িতেছেন ; আরও কতকগুলি বই সম্মুখে সাজানো রহিয়াছে। আলোকের এক দিকের আবরণের উপর মোটা কাগজ দিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার চোখে আলোক না লাগে।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তো শুলেন না, আর কতক্ষণ পড়্‌বেন!"

নিমাই বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "এখন আমি ডাক্তার, বুঝলে শঙ্কর? এখন থেকে বেলা বারটা পর্য্যন্ত—কিছুক্ষণ ঘুম বাদে—চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসা নিয়ে থাকি।"

শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। নূতন স্থান বলিয়া আর একবার তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাত্রি একটা। সে দেখিল, তখনও নিমাই একই ভাবে পড়িয়া যাইতেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুপাত্র

পরদিন প্রভাতে যখন শঙ্করের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া নিমাইকে রোগীর দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত দেখিল। কখন নিমাই ঘুমাইলেন, কখন উঠিলেন—কখনই বা তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া প্রস্তুত হইলেন, শঙ্কর তাহা ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে অদ্বৈতের কথামত অন্নপূর্ণা সন্ধান লইয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন—বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে ১৮ই বৈশাখ,—আর পনের দিন মাত্র বাকি আছে। পনেরই বৈশাখ, বিবাহের একদিন পূর্ব্বে, রমানাথ আপনার কন্যাকে লইয়া, যে বাসা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানে আসিয়া উঠিবেন। দুই এক জন লোক ছাড়া সঙ্গে কেহই থাকিবে না। যাহারা সঙ্গে আসিবে, তাহাদের মধ্যে একজন কন্যাদান করিবে। তিনি ইহাও বলিলেন—মেয়ের মা একেবারে মুষড়িয়া পড়িয়াছেন। ঐ একটি মাত্র মেয়ে, মেয়েটিও বড় ভাল,—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। দেবরকে এ বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইয়াছেন, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। সে এ বিবাহ দিতে একেবারে কৃতসংকল্প। মেয়ে মানুষ, তায় বিধবা, কি আর করিবে,—সুধু ভগবান্‌কে ডাকিতেছে, আর চোখের জলে ভাসিতেছে। মেয়েরও বয়স হইয়াছে, সেও মুখটি ম্রিয়মান করিয়া বসিয়া আছে।

বেলা আটটার সময় নিমাই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। একখানা গাড়ী ও একটি ভাল ঘোড়া তাঁহাকে রাখিতে হইয়াছিল। দূর গ্রামেও নিমাইকে যাইতে হইত, সে জন্য গাড়ী না রাখিলে চলিত না।

নিমাই বাহির হইয়া গেলে অদ্বৈত বলিলেন, "চল—তোমাকে পাত্রটি দেখিয়ে আনি। কাছেই বাড়ী—তোমাকে সে গুণধরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েই আমি আস্‌ব। তার কাছে বেশীক্ষণ থাকা এ বয়সে বড়ই কঠিন।"

শঙ্কর অদ্বৈতের সঙ্গে বাহির হইল। একটা মোড় ঘুরিতেই থান কয়েক বাড়ীর পর একখানা এক তলা মাঝারি বাড়ী—প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সম্মুখেই একখানি ঘর; দুয়ারের কাছে একখানি কাষ্ঠফলক···।

তাহাতে লেখা :—

শ্রীবুকতো বাবু হারাধোন গাংগুলি জি, সি,
হোমিওপ্যাথিক ডাকতার
বলাগড়।

লেখা-গুলা আঁকা বাঁকা কোন অক্ষর বড়, কোনটা মোটা, কোনটা ছোট,— দেখিলে মনে হয়, হয় ত বা ডাক্তারের নিজেরই লেখা।

ঘরের মধ্যে একটা আলমারীও একটা ভাঙ্গা টেবিল লইয়া একখানা অর্দ্ধছিন্ন পাটির উপর স্বয়ং ডাক্তার হারাধোন বসিয়া একটা থেলো হুঁকায় ধূম পান করিতেছে। একজন অপরিচিতের সঙ্গে অদ্বৈতকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া হারাধোন হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে কাত করিয়া রাখিয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "জ্যাঠামশায় আসুন। অনেক-

দিন পরে এদিকে যে! আবার বুঝি ব্যথাটা আট্‌কেছে,—তা নইলে তো আর হারাধোন ডাক্তারের কেউ খোঁজ করে না।”

অদ্বৈত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “না বাবা, ভগবানের দয়ায় ব্যথা আট্‌কায় নি। ভালই আছি—যেমন বরাবর থাকি। ইনি নতুন এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাই নিয়ে এলাম। তুমি তাহলে বস বাবা—আমি এখন চল্লাম।”

অদ্বৈত ঘর হইতে বাহির হইয়া একটু অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় হারাধন হাঁকিয়া বলিল—“যাবেন তো—তা একটা কথা শুনে যান্‌। কাজে ফুরসৎ পাইনে বলে আপনাদের ধর্‌লাম, যে, বাবা তো আহাম্মুখ, তাকে দিয়ে কিছু হবে না, আপনারাই একটা সম্বন্ধ জুটিয়ে দিন। তা আপনি উপদেশ দিলেন—হারাধন, দেশের কাজ কর, আর বিয়ে কোরো না, শরীরও তো ভাল নয়। কেন শরীরটা ভাল নয় কিসে? আপনারা গুরু লোক—বল্‌তে নেই—একা এখনও এক রাত্রে দু’ বোতল্‌ উড়াতে পারি।”

অদ্বৈত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“তা বেশ কর” বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

হারাধন এক লাফে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, “আপনি যে আসল কথাটাই শুন্‌লেন না। ব্যস্‌, মার দিয়া—বুঝলেন! আপনারা ভাবলেন যে বিয়ে বুঝি আর হবেই না। এই আঠারই বোশেখ বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তোফা মেয়ে, বাপ জমিদার। টাকাও দেবে নগদ দু’হাজার—বুঝলেন?”

অদ্বৈত কোন উত্তর না করিয়া আপনার পথ ধরিলেন। হারাধন তথাপি ছাড়িবার পাত্র নয়। উচ্চতর কণ্ঠে বলিল, “বরযাত্র যেতে হবে

কিন্তু। ঐ মুখুয্যে পাড়ায় বড় বাড়ীতে শ্বশুর এসে উঠবে। ঐ খানেই বিয়ে করতে যাব। শ্বশুর বল্‌লে এ গরমে কষ্ট করে আর তোমাকে টাকী যেতে হবে না।"

অদ্বৈত ততক্ষণে দৃষ্টি-পথের অতীত। হারাধন অগত্যা ঘরের ভিতর ফিরিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া খুব জোরে ফুঁ দিয়া বার কয়েক টানিয়া লইল। পরে বলিল—"জ্যাঠামশায় হলে কি হবে, বেজায় বেরসিক। তৈরি তামাকটা প্রায় মাটি করেছিল আর কি! তার পর মশায়ের নিবাস?"

শঙ্কর। আমি কলকাতায় থাকি।

হারা। কলকাতায় থাকেন? বেশ জায়গায় থাকেন, আমি অনেক-বার গিইছি। অমন জায়গা আর হয় না। মাইরি!

শঙ্কর। আপনি এত বড় ডাক্তার, এখনও বিবাহ করেন নি কেন?

হারা। বিবাহ করি নি কে বল্লে,—বিবাহের চেয়ে ঢের বেশী করেছি। আপনি সৌদামিনীকে জানেন? চুঁচ্‌ড়োর সৌদামিনী?

শঙ্কর। আজ্ঞে না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

হারা। হবে কোথেকে? সে কি যার তার সাম্‌নে যখন তখন বেরুত? একেবারে যাকে বলে অসূর্য্যম্পশ্যা! গান বাজনার সময় ছাড়া তাকে কারো দেখ্‌তে পাবার যো ছিল? সেই সৌদামিনী আমার তিন দিনের জ্বরে মারা গেল, তাই না আমার আজ এই অবস্থা। একেবারে বেওয়ারিস্।

শঙ্কর। তিনি বুঝি আপনার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন?

হারা। সুধু স্ত্রী? বলেন কি আপনি মশায়? সে আমার স্ত্রী

ছিল বটে, মন্ত্র পড়িয়ে বাধ্য করা স্ত্রী নয়, ভলান্টিয়ার স্ত্রী—বুঝলেন কি না? তার পর সে ছিল আমার গার্জ্জেন। বাবার সেখানে টুঁ শব্দটি করবার যো ছিল না। তখন আমি চুঁচ্‌ড়োয়। ডাক্তারি করতাম কি না—তার ওখানে কলে গিয়ে লভে পড়ি। লভ্‌ বোঝেন ত! তা আর বোঝেন না—আপনি কলকেতায় থাকেন! সেই থেকে সেখানে তার ওখানে বাসা করি। সৌদামিনীর নাচ গান একেবারে এদিকের মধ্যে বিখ্যাত—বুঝলেন কি না? সেই নাচ গানের মধ্যিখানে আমার বাসা। বুঝছেন ত অবস্থাটা?

শঙ্কর। বিলক্ষণ বুঝ্‌ছি।

হারাধন। বলেছেন ভাল বিলক্ষণ বুঝছি। আপনিও তাহলে মনে হচ্চে মাইডিয়ার লোক।

শঙ্কর। অর্থাৎ?

হারাধন। অর্থাৎ! বলেন কি মশায়? আপনি তাহলে নিশ্চয়ই সৌদামিনীর কাছে গিয়ে থাকবেন?

শঙ্কর। এবার কথাটা বড় ঘোরালো হয়ে উঠল, বুঝলাম না।

হারাধন। বুঝবেন কি করে। এ বুঝতে হলে একটু বেশী বুদ্ধির দরকার হয়,—ততখানি সবারি ঘটে থাকে না। কথাটা কি জানেন? সৌদামিনীও ঐ অর্থাৎ বল্‌ত! যেখানে বুঝতে পার্‌ত না, অমনি জিজ্ঞাসা করে বস্‌ত—অর্থাৎ?

শঙ্কর। ওঃ, আচ্ছা তাহ'লে আমি এখন উঠি।

হারাধন। বলেন কি, এখনি! আসুন, তামাক খান।

শঙ্কর। আজ্ঞে, আমি তামাক খাইনে। আপনি খান।

হারাধন। তামাক খান্ না? তাহলে বুঝি জল পথে চলেন? সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন্;—তার ব্যবস্থাও হবে।

শঙ্কর। সন্ধ্যায় আমার আর অবকাশ ঘট্‌বে না। এখানে এসে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখবার বাসনা হয়। বাসনা পূর্ণ হয়েছে—বেশ লোক আপনি! এখন উঠলাম।

হারাধন। আপনাকে দেখেও বড় সুখী হলাম। আপনি কল্‌কাতায় থাকেন, আঠার বোশেখ একবার পায়ের ধূলো দেবেন যেন। যাতায়াতের ভাড়া আমি তখনি নিজ হতে দেব। এ দু'হাজার টাকা আর বাবার হাতে দিচ্ছি নে, সব নিজের হাতে রাখ্‌ব। এতে লাঠালাঠি হয় সেও বি আচ্ছা!

"আপনি বীরও বটেন দেখ্‌ছি" বলিয়া মৃদু হাসিয়া শঙ্কর সেখান হইতে উঠিল। এ পাত্রের সহিত দেখিয়া শুনিয়া জ্যাঠামহাশয় লক্ষ্মীর বিবাহ দিতেছেন, ইহা মনে হওয়ায় জ্যাঠামহাশয়ের প্রতি তাহার পূর্ব্ব-হইতে-বিমুখ চিত্ত আরও বিমুখ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, নিমাইয়ের উপদেশ মত আর দুই-এক দিন হাঁটাপথে চলিয়া ট্রেণে কলিকাতা ফিরিবে।

অপরাহ্ণে নিমাই শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের বিভিন্ন স্থান, স্কুল, পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখাইলেন। গ্রাম-প্রান্তে গিয়া সূর্য্যাস্তের সুন্দর দৃশ্যের দিকে শঙ্করের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন, এ সব প্রতিদিনকার দৃশ্য কিন্তু চিরসুন্দর। "মাঠের 'পরে মাঠ মাঠের শেষে সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে" যদি দেখ্‌তে চাও, এই সব জায়গায় একবার এসো।

পরদিন প্রভাতে শঙ্কর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। নিমাই খানিকটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন,"জীরাটে সার আশুতোষের জন্মভূমি দেখে যেও। আর একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি বলিতেছি—তোমার মনের মধ্যে একটা কোন দুঃখ বা অনুশোচনা রয়ে গেল, তার কোন প্রতিকার হ'ল না। আমাকে তুমি বল্‌তেও পারলে না। যদি পার বা প্রয়োজন মনে কর আমাকে লিখে জানিও, আমাকে তোমার বন্ধু বড় ভাই মনে করো। এবার এস, ভগবান্ তোমার চিরসাথী হোন্।"

নিমাই ফিরিয়া গেলেন। শঙ্কর চলিতে লাগিল। পরমাত্মীয়ের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন অন্তরে ব্যথা লাগে শঙ্কর অন্তরে আজ সেরূপ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মাতা-পুত্র

বলাগড় হইতে বাহির হইবার চারি দিন পরে শঙ্কর প্রভাতে ক্লান্তদেহে ও শুষ্কমুখে কলিকাতায় সুধীরের হোষ্টেলে ফিরিল। সুধীর বলিয়া উঠিল, "এ কি! শঙ্কর যে! কোথায় ছিলে এতদিন বল্ দিকি, এ কি চেহারা হয়েছে!"

শঙ্কর একবার ম্লান হাসি হাসিল মাত্র।

সুধীর বলিয়া গেল—"আমরা রবিবারেই ফিরিয়া আসি। সেই থেকে রোজ তোমার বাসায় একবার করে গেছি আর ফিরে এসেছি। তোমার সদানন্দও কিছু বল্‌তে পারে না। কাল তো বেচারা কেঁদে ফেল্লে। বল্লে আজ নিয়ে মায়ের চারখানা চিঠি এসেছে। সব চিঠিতে লিখেছেন— বড্ড ভাবনা হয়েছে—একখানা চিঠি দিস্ বাবা!"

শঙ্কর বলিল, "তা জানি। আজ সকালে মায়ের আর একখানা চিঠি এসেছে। এই দেখ্ মা কি লিখেছেন।" বলিয়া শঙ্কর পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

"বাবা শঙ্কর!

তোর চিঠি আসার পথপানে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ যে গেল বাবা! তুই নিজে আস্‌বি না—চিঠিও দিবি নে—এ দুঃখ কেন দিস্? এত

ভালবাসিস্, তবু দুঃখ দিতে ছাড়িস্ নে। তুই রাগ কর্‌বি বলে আমরা কেউ যেতে পার্‌ছি নে। নইলে তিনি কোন্‌কালে গিয়ে তোর খোঁজ নিয়ে আস্‌তেন। অন্ততঃ একছত্র লিখে খবর দে কেমন আছিস। আশীর্ব্বাদ করি কষ্ট যেন কোনকালে পাস্‌নে। মা—"

সুধীর চাহিয়া দেখিল—শঙ্করের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। চিঠি শুনিয়া আর শঙ্করের চোখে জল দেখিয়া তাহার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল।

দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু বিন্দু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া বোধ হয় শঙ্করের দুঃখ অনেকটা দূর করিয়া দিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা শঙ্কর! সেই না বলে চলে এলে, আর আজ দেখা কর্‌লে। এতদিন কোথা ছিলে?"

শঙ্কর। কলকাতায় ছিলাম না।

সুধীর। কোথায় ছিলে?

শঙ্কর। তোমাদের বাটী থেকে নবদ্বীপ যাই—সেখান থেকে হাঁটা পথে কলকাতায়। আজ মাত্র খানিকটা আগে ফিরেছি।

সুধীর। হাঁটা পথে কেন যেতে গেলে? ট্রেণে এলেই ত হ'ত।

শঙ্কর। ট্রেণে চুপ করে থাক্‌তে হ'ত—নিজের কিছু করবার ছিল না। সে সইতে পারলাম না। তাই হাঁটতে সুরু কর্‌লাম। তাতে অনেকটা সুস্থ হলাম। আমার মনের মধ্যে একটা অসহ্য অস্থিরতা এসেছে। সব কথা তোমাকে আজ আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না ভাই।

সুধীর। মাকে চিঠি দিয়েছ?

না।

সুধীর। কেন?

শঙ্কর। আজ বাড়ী যাব। তুই যাবি?

সুধীর। এখনও গ্রীষ্মের ছুটির ক'দিন দেরী আছে।

শঙ্কর। ক'টা দিন বৈ ত নয়। না হয় কামাই কর ভাই। যাবি ত?

শঙ্করের চোখে জল; আর সে মিনতি করিয়া বলিতেছে। সুধীর বলিল, "যাব, কিন্তু তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি অনাহারে আছ।"

শঙ্কর শুনিয়া সামান্য হাসিল।

সুধীর উঠিয়া ভৃত্যকে কিছু খাবার আনিতে দিয়া ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া দিল। খাবার আসিতে চা সমাপ্ত করিয়া শঙ্করকে চা ও খাবার খাইতে দিল। শঙ্কর একটা কচুরির অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া মুখে দিল ও কোন গতিকে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া বলিল—"আমি আর খেতে পাচ্ছি নে ভাই—বাড়ী গিয়ে তবে খাব।"

সুধীর আর একবার অনুরোধ করিতে শঙ্কর বলিল—"আমি বুঝতে পাচ্ছি, মা আমার খবর না খেয়ে উপোস করে আছেন। আজ আমি আর খেতে পাচ্ছিনে ভাই।"

সুধীর আর অনুরোধ করিল না। কোনখানটায় শঙ্করের ব্যথা তাহা বুঝিল। কিন্তু ভিতরটা যাহার এত কোমল সে কেন মাঝে মাঝে এমন করিয়া কঠিন কার্য্য করিয়া বসে তাহা সুধীর ভাবিয়া পাইল না।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন যাবে?"

শঙ্কর। এক্ষুণি বার হতে হবে। আটটার ট্রেণ। যাবিনে?

সুধীর। এত শীঘ্র ?

শঙ্কর। হাঁ ভাই ; আর একখানা এমন চিঠি এসেছে যে শীঘ্র না গেলে নয়। সে কথা বাড়ী গিয়ে বল্‌ব।

সুধীর একটু ভাবিল। তার পর বলিল, "তুমি বস, ছুটি নিয়ে আসি।"

মিনিট পনেরর মধ্যেই দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল। একখানি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া শঙ্কর সুধীরকে বলিল, 'আয়।' সুধীর উঠিতেই শঙ্কর ড্রাইভারকে বলিল, "বেলগাছিয়া ষ্টেশনে—শীগগির।'

ট্যাক্সি ছুটিল।

সুধীর অনাবশ্যক বেশী খরচ পছন্দ করিত না। বলিল,—"ঢের তো সময় ছিল, ট্রামে গেলেই হ'ত।"

শঙ্কর বলিল,—"কি জানি, যদি ট্রেণ ছেড়ে দেয় এই ভেবে। ট্রাম মাঝে মাঝে বড্ড দেরী করে।"

সুধীর বুঝিল ভিতরে ভিতরে শঙ্কর বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছে—তাই শীঘ্র মায়ের কাছে যাইবার এত আগ্রহ।

কিন্তু কেন ? মাঝখানে কি এমন ঘটিয়াছে, যাহার জন্য শঙ্করের মধ্যে হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন আসিল ?

ট্যাক্সি যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখনও ট্রেণ ছাড়িতে আধ ঘণ্টার উপর দেরী।

দুই বন্ধু দুইখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিল। আধ ঘণ্টার পরেও ট্রেণ খানিকক্ষণ দেরী করিল। শঙ্কর নিজের অধীরতা

আর দমন করিতে পারিতেছিল না। দুইবার গার্ডের কাছে ও একবার ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ট্রেণ ছাড়িতে আর কত দেরী এবং শীঘ্র ছাড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না। ইহাও শঙ্কর বলিতে ছাড়িল না, যদি ঠিক সময়েই ছাড়িতে না পারিবে তো সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার কি দরকার?

শেষটা ট্রেণ যখন ছাড়িল, তখন শঙ্কর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছোট্ট লাইন। তারের বেড়ার বালাই নাই। কোথাও লোকের বাড়ীর পাশ দিয়া, কাহারও উঠান ভেদ করিয়া, কাহারও বেড়ার গা ঘেঁসিয়া আমগাছের তলা দিয়া ট্রেণখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন ঘরের ছেলের মত চলিতে লাগিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা শঙ্কর, হঠাৎ আমাদের ওখান থেকে চলে এলে কেন?"

ট্রেণ ছাড়িবার পর হইতে শঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে সে আবার যেন পূর্ব্বের শঙ্কর হইয়া উঠিতেছিল। সুধীরের প্রশ্ন শুনিয়া আবার তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ভিতরে একটা যে যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা তাহার মুখভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কি কহিবে তাহাই যেন খানিকক্ষণ ভাবিয়া শঙ্কর বলিল, "যদি আমি একটা ভয়ানক কিছু অন্যায় করে থাকি, আর সেই জন্য চলে এসে থাকি!"

সুধীর বলিল, "তাহলেও আমি কিছু মনে করব না। আমি জানি তুমি অন্যায় করবে বলে অন্যায় করনি—সেটা দৈবাৎ হয়ে গেছে।"

শঙ্কর অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে বন্ধুর পানে চাহিল। তাহার হাতখানি

আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "কিছু মনে করিস্ নে ভাই, একদিন বল্‌ব। স্থধু তোকেই বলে যাব।"

বলিয়া শঙ্কর বাহিরের দিকে উদাসভাবে চাহিয়া রহিল।

বেলা বারটার সময় দুইজনে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। গেটে দ্বারবান্ বসিয়া এক দেশওয়ালীর সহিত গল্প করিতেছিল। দূর হইতে শঙ্করকে দেখিবামাত্র, গল্প বন্ধ করিয়া মাথায় পাগড়িটা বাঁধিয়া লইয়া মিলিটারী প্রথায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর ও স্থধীর কাছে আসিতেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এক 'কড়া' সেলাম করিয়া বাড়ীর মধ্যে সংবাদ দিতে ছুটিতেছিল। শঙ্কর তাহাকে নিষেধ করিয়া স্থধীরকে লইয়া একাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

ভিতরে আসিয়া ডাকিল,—"মা,—ও মা!"

ডাক শুনিবামাত্র 'কে—শঙ্কর ?' বলিয়া শঙ্করের মাতা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার শীর্ণ দীর্ঘ গৌর দেহ, আগ্রহ ও মুখের ব্যাকুলতা দেখিয়া স্থধীর বুঝিল, ইনিই শঙ্করের মা।

শঙ্কর মায়ের চরণে প্রণাম করিতেই মা দুই হাত তুলিয়া তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

দু'জনের মুখেই কোন কথা বাহির হইতেছিল না। তখন মাতা ও পুত্রের অশ্রুজলে সেখানে এক অপূর্ব্ব স্বর্গলোক সৃষ্ট হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পুত্র-গর্ব্ব

শঙ্কর প্রথমে মুখ তুলিয়া কথা কহিল, "মা, রাগ করেছ ?"

মা চোখ মুছিয়া বলিলেন, "না বাবা। আমি মনে করেছি তুই কোন বড় কাজে পড়েছিস্, নয় কোথাও গেছিস। কিন্তু একখানা চিঠি কেন দিস্‌নি বাবা! আমি ভেবে সারা হই।"

শঙ্কর ঠিক শিশুর মত বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে, মা; আর কখনও এমন কর্‌ব না।"

বলিয়া শঙ্কর আবার মায়ের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

শঙ্করকে উঠাইয়া মা বলিলেন, "শঙ্কর! অমন করে কেন বলিস্ বাবা!"

শঙ্কর উঠিয়া বলিল, "মা, সুধীর আমার সঙ্গে এসেছে। সুধীর আমার বন্ধু জান ত ?"

মাধবী বলিলেন, "বলিস্ কি—তা আর জানি নে ? এস বাবা এস! তুমিও যে শঙ্করও সে। এতক্ষণ তোমাকে দেখতে পাই নি বাবা!" সুধীর প্রণাম করিতে মাধবী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবা কোথায় ?"

মাধবী বলিলেন, "বাগানে অনেক লোক লাগিয়েছেন, তাই একবার

দেখতে গেছেন। তা জামা-টামা খুলে ফেল্, বাবা। তুমিও খোল বাবা। একটু জিরিয়ে নাও ; কত বেলা হয়ে গেছে।"

শঙ্কর একটু সরিয়া জামা খুলিয়া ফেলিতেই মা ছুটিয়া কাছে আসিয়া তাহার কণ্ঠায় হাত দিয়া পাঁজরাগুলায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"এ কি চেহারা হয়েছে শঙ্কর! কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে ; পাঁজরাগুলো এক এক করে গুণে নেওয়া যায়। তোকে তো এবার আমি আর কলকাতা যেতে দেব না।"

মাধবীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, "মা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুল্লে। তুমি যদি কথায় কথায় এমন করে চোখের জল ফেল, তাহলে তো আমার টেঁকাই দায় হবে। শীগগির পালাতে হবে।"

মাধবী শিহরিয়া বলিলেন, "না বাবা, আমি আর চোখের জল ফেল্‌ছিনে। তুই চলে যাবার কথা আর আমার সাম্‌নে বলিস্‌নে। এই এতকাল পরে এলি—এখনি কি যাবার কথা বলে বাবা!"

বলিয়া তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু চোখের জল তাহাতে বড় একটা কমিল না।

তখন অশ্রু মুছিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া বিগলিত অশ্রুভরা দুই চক্ষু তুলিয়া মাধবী বলিলেন, "বল্ বাবা, রাগ করে যাবিনে?"

মায়ের এই গভীর দুঃখ দেখিয়া শঙ্করের বক্ষে অনুতাপ জাগিল। বলিল,—"না মা, শীগগির যাব না। তুমি তো জান মা, আমি তোমার উপর রাগ কর্‌তে পারিনে।"

বলিয়া শঙ্কর তাহার পুরাতন দিনের মত মায়ের কোলে মাথা

রাখিয়া শুইয়া পড়িল। মায়ের চোখের জল বন্ধ হইল। তাঁহার মনে হইল শঙ্কর মনের মধ্যে এখনও সেই শিশুটিই আছে। পুত্রের মুখপানে চাহিয়া তাহার শিশুস্বভাব মনে করিয়া তাঁহার মুখে আবার প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল।

বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই শঙ্করের পিতা হরিনাথ ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শঙ্করকে বিস্ময়, গর্ব্ব ও আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে শঙ্করের পিতা বলিলেন—"শঙ্কর, কখন এসেছ বাবা ?"

শঙ্কর বলিল, "এই একটু আগে, বাবা। আমার সঙ্গে সুধীরও এসেছে, সুধীর আমার বন্ধু।"

দু'জনেই প্রণাম করিতে হরিনাথ দু'জনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

স্নান সারিয়া আহার করিবার পরই শঙ্কর খুব শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। পাশের শয্যায় সুধীরও শুইয়াছিল। কয়েক রাত্রি ভাল করিয়া না ঘুমানোর জন্য শুইতে না শুইতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুধীরের ঘুম না আসিতে সে দেখিল দুয়ারের কাছে শঙ্করের পিতা দাঁড়াইয়া, আর শঙ্করের মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। হঠাৎ শঙ্করের পিতার দৃষ্টির সহিত সুধীরের দৃষ্টি মিলিয়া গেল। ইঙ্গিতে তিনি ডাকিতে সুধীর উঠিয়া গেল। তার পর তাঁহার যা জিজ্ঞাসা!

হরিনাথ বলিলেন, "তিনি কেবল শুনিয়াছেন শঙ্কর এম্.এ'তে প্রথম হইয়াছে ; ইহার বেশী তিনি কিছুই জানেন না। লোকে তো শঙ্করের

মর্য্যাদা এবার বুঝিয়াছে! দু'টা পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় অনেকে শঙ্করের নিন্দা করিত। আর একটা পরীক্ষা যে শঙ্কর পাশ করিয়াছে, তাহার নাম তাঁহারা জানেন না। শঙ্কর তো নিজের কথা কিছু বলে না। সে নিজের কথা বলিতে ভালবাসে না, সেজন্য তাঁহারাও সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু বাবা মায়ের প্রাণ তো! ছেলের গৌরবের কথা না জানিয়া কেমন করিয়া থাকে—তা আবার ছেলের মত ছেলে! শঙ্করের মত ছেলের তুলনা মেলে না।"

সুধীর শঙ্করের বুদ্ধি, খ্যাতি, অধ্যাপকদিগের মতামত ও তাহার শেষ পরীক্ষার বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দু'জনের হৃদয় পুত্র-গর্ব্বে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে ইঁহাদের কাছে পুত্রবৎ প্রিয় হইয়া উঠিল।

তাঁহাদের পুত্রের মর্য্যাদা এই ছেলেটি সম্যক্ বুঝিয়াছে, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় তাহাকে তাঁহাদের চক্ষে এত শীঘ্র এত প্রিয় করিয়া তুলিতে পারিত না।

তার পর তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া সুধীরকে সেই বিশাল অট্টালিকার নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। কোথায় কোন্ ঘরে শঙ্কর জন্মিয়াছে, কোথায় মাষ্টার তাহাকে পড়াইতেন, কেমন করিয়া সে দুই দিনে দুই মাসের পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, মাষ্টার কি বলিতেন, খুব অল্প পড়িয়াও কি করিয়া সে প্রত্যেকবার প্রথম হইয়া পাশ করিত, একবার স্কুল ইন্স্পেক্টার আসিয়া শঙ্করের উত্তর শুনিয়া কিরূপ মোহিত হইয়াছিলেন—এই সব শুনাইয়া সুধীরকে তাঁহারা অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।

মায়ের মন

শঙ্করের প্রতি তাহার পিতামাতার কতখানি ভালবাসা ও তাহার সহিত কতখানি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়া সুধীর মোহিত হইল। আর সেই শঙ্কর মায়ের কাছে কিরূপ শিশুর মত হইয়া পড়ে দেখিয়া তাহার বড়ই বিস্ময় বোধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মায়ের মন

হরিনাথ দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ—বিশাল-বাহু। মাথায় চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মুখাকৃতি দৃঢ়তা ও সরলতা-ব্যঞ্জক। মাধবী দেবীকে হরিনাথের পাশে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। পাৎলা গড়ন—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও মনে হয় যেন এখনও ত্রিশ পার হয় নাই। মুখখানি অতি সুন্দর, শান্ত ও সুকুমার দেহ কৃশ হইলেও বেশ মানান সই। সমস্ত ব্যাপারেই স্বামীর উপর নির্ভর। নিজের কোন কিছু পৃথক্ মত নাই। "তুমি কি বল" বা "তোমার কি মত" জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই বিপদে পড়েন।

রাত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শঙ্কর বিষয়ক এই সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল—

মাধবী। শঙ্কর ক'দিন থাক্‌বে বলে মনে হয় তোমার?

হরিনাথ। বোধ হয় তো কিছুদিন থাক্‌বে। তবে ও যে কাজের লোক, বলা যায় না। শীঘ্র যেতেও পারে।

মাধবী। কিন্তু কতদিন পরে এসেছে; সেই তো একটা কথা।

হরিনাথ। তা বটে; কিন্তু কাজের আগে তো কিছু নয়। অমন ছেলে ক'জনের হয়? সুধু আমাদের কাছে রেখে দিলে আমাদের আনন্দ

হবে বটে ; কিন্তু শঙ্করের তাতে যে গৌরবের হানি হবে। কল্‌কাতা থাক্‌লে সে এখনও কত পড়্‌বে, কত শিখ্‌বে। সেটাও তো ভাব্‌তে হবে।

মাধবী। এখনও পড়্‌বে ? তবে যে বল আমাদের দেশে সব চেয়ে যা বড় পাশ তাই শঙ্কর দিয়েছে ! তবে আর কি পড়্‌বে ?

হরিনাথ। আগে যা বলেছি তাও সত্যি—এখন যা বল্‌ছি তাও মিথ্যা নয়। লেখাপড়ার শেষ নেই। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন পর্য্যন্ত শিখতে পারে। যারা পাশ করেই পড়া ছেড়ে দেয়, তাদের জ্ঞান সেইখানেই থেমে যায়। পাশ করা জ্ঞানকে আপনি চর্চ্চা করে বাড়ালে তবে সে সত্যিকার বিদ্বান হয়।

মাধবী কি ভাব্‌ছ ?

হরিনাথ। একটা কথা।

মাধবী। কি কথা—বল্‌বে না ?

হরিনাথ। আচ্ছা শঙ্করের বয়স কত হ'ল ? তেইশ, না ?

মাধবী। এই সবে বাইশ উৎরে তেইশে পড়েছে।

হরিনাথ। আমি ভাবছিলাম কি, এইবার শঙ্করের বিয়ের ব্যবস্থা কর্‌লে হয় না ?

মাধবী। তাহলে বেশ হয়। কিন্তু ছেলেকে তো বল্‌তে হয় একবার।

হরিনাথ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উপযুক্ত ছেলে—তার মত নিতে হবে বৈ কি ! কিন্তু এই কথা বল্‌বার ভারটি তোমার উপর।

মাধবী। তুমি বল্‌বে না ? কিন্তু তোমার কথাই তো শঙ্কর বেশী মান্‌বে।

হরিনাথ। তা হয় ত হতে পারে। কিন্তু সে যদি অনিচ্ছায় মত দেয়, তা তো আমি চাইনি। তুমি বল্লে অনিচ্ছা থাক্‌লে স্পষ্ট করে বল্‌বে।

মাধবী। আচ্ছা তাই বল্‌ব।

হরিনাথ। কিন্তু কথা একটু গুছিয়ে বল্‌তে হবে। বুঝলে?

কি করিয়া গুছাইয়া বলিতে হইবে, না বুঝিয়া মাধবী স্বামীর কাছ হইতে আরও কিছু শুনিবার জন্য তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

হরিনাথ বলিলেন, "বল্‌বে—আমাদের দু'জনেরই সাধ এইবার তোমার বৌ ঘরে আনি। কিন্তু পছন্দ কর্‌বে তুমি। তোমার মনের মত হলেই আমাদের পছন্দ হবে। কি বল?"

মাধবী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তা তো বটেই।"

হরিনাথ বলিলেন,—"আর দেখ, আজকালকার ব্যাপার তো জান। মেয়েরাও কত লেখাপড়া শিখ্‌ছে। শঙ্কর যদি লেখাপড়া জানা ষোল সতের কি তার চেয়ে বেশী বয়সের মেয়ে বিয়ে করে, তখন যেন মুখ ভার বা মন খারাপ কোরো না। ছেলের সুখেই আমাদের সুখ সে কথা তখন আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না।"

মাধবীর অন্তরের ইচ্ছা একটি দশবার বছরের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শঙ্করের বিবাহ দেন। বৌটিকে মেয়ের মত ভালবাসিয়া যত্ন করিয়া তৃপ্তি পান। শঙ্কর ছেলেবেলা হইতেই যেন কেমন স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। আদর যত্ন সে যেন ভাল করিয়া গায়ে মাখিতে চাহিত না। ইচ্ছা না হইলে সে কিছুতে কোলেও উঠিত না। শঙ্কর হওয়ার অনেক দিন পরে মাধবীর একটি মেয়ে হইয়া মারা যায়। মেয়েটি দুই বৎসর বয়সে মারা গেলেও তাহার শোক এখনও যেন মাধবীর বুকে গাঁথা আছে।

স্তনে দুগ্ধ আসিলে তাহা সন্তানকে না খাওয়াইতে পারার দুঃখের মত একটু আদর যত্ন করিতে না পারার দুঃখ সেই হইতে মাধবীর বুকে জাগিয়া আছে।

কিন্তু কাহারও ইচ্ছার প্রতিকূলে যাওয়া মাধবীর স্বভাব-বিরুদ্ধ—যেখানে স্বামী-পুত্রের ইচ্ছা সেখানে তো কথাই নাই।

মাধবী একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সে কথা আমার মনে থাকবে।"

হরিনাথ বলিলেন, "শঙ্করের অন্নপ্রাশনের সময় এক দৈবজ্ঞ এসেছিলেন—তাঁর কথা মনে আছে তো ? তিনি বলেছিলেন, এ ছেলে একদিন খুব বড়লোক হবে ; কিন্তু এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কোন কাজ করা না হয়। এর অনিষ্ট হবে, বংশের অনিষ্ট হবে। সেই জন্য আমি কখন ওর মতের বিরুদ্ধে যাই নে জান ত !"

তার পর দুইজনে মিলিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা কহিলেন। পুত্রের কোন কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহার মতের প্রতিবাদ করিবেন না। বনমধ্যে বনস্পতি যেমন আপন মনে কাহারও সাহায্য বিনা বাড়িয়া উঠে, সকলের শ্রেষ্ঠ হয়, শঙ্করও সেই রূপ হইবে। শঙ্কর যেরূপ পুত্রবধূ আনুক না কেন, সমস্ত অন্তর দিয়া দুইজনে তাহাকে গ্রহণ করিবেন। সহরের ধনীর বিদুষী কন্যাই যদি হয়, তাহা হইলেই বা ভাবনা কি ? তাঁহাদেরও তো অর্থের তেমন অভাব নাই ; আর শঙ্করই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতার সমস্ত সুখ সুবিধা তাঁহাদের পুত্রবধূর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহারা এই পল্লীবাসেই আনাইবেন। যদি শঙ্কর গরীবের ঘরের কোন নিরাভরণা

কন্যাকেই গ্রহণ করে, তাহাতেও তাঁহাদের দুঃখ নাই। পুত্রের বিবাহে অর্থলাভ তো তাঁহাদের কোন দিনের সাধ নহে। পুত্র সুখী হইলেই হইল ; তাহার চেয়ে তাঁহাদের কোন বড় আকাঙ্ক্ষা নাই।

কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া গেল। অন্ধকার দূর করিয়া চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক ভরিয়া গেল।

হরিনাথ বলিলেন, "এই জন্যই বলে একটি চন্দ্রই অন্ধকার দূর করে, অসংখ্য তারা পারে না। শঙ্কর আমাদের বংশের একশ্চন্দ্র। তাহার গুণে যেন এমনি করিয়া আমাদের বংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আকাশ পথে জ্যোৎস্না আসিয়া তখন বাতায়ন দিয়া তাঁহাদের ঘরের মধ্যে শয্যার উপর পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নাস্পর্শ লাভ করিয়া ও চাঁদের পানে চাহিয়া মাধবীরও মনে হইল, আকাশে ঐ শঙ্কর আর চারিদিককার এই শান্ত শীতল জ্যোৎস্না, শঙ্করের অতুল গুণরাশি—যাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মিষ্ট বচন

হরিনাথ স্বল্পভাষ ও গম্ভীর প্রকৃতি। শঙ্করের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গে তিনি বড় একটা বেশী কথা বলেন না। সকাল বিকাল কাছারীতে বসেন, কর্ম্মচারীদের কার্য্য পরিদর্শন করেন, বিচারার্থিগণের বিচার শেষ করেন। তার পর কাছারী ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে আসেন। ইহাই তাঁহার প্রতিদিনকার অভ্যাস।

গাছপালায় তাঁহার খুব সখ; সেজন্য মাঝে মাঝে বাগানে যান্, লোকজনের কাজ কর্ম্ম দেখেন; দরকার হইলে নিজের হাতেও গাছ পালা লাগান্।

প্রভাতে কাছারী যাইবার আগে তিনি শঙ্করের ঘরে একবার আসিলেন। তখন দুই বন্ধু মিলিয়া জলযোগ শেষ করিয়া চা পান করিতেছিল। হরিনাথ একটু বসিয়া বলিলেন, "এখানে বড় একটা সঙ্গী পাবে না। তোমাদের সহরের মত বেড়াবার জায়গাও তেমন নেই। একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয়?"

কথাটা সুধীরকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সেজন্য সুধীর বলিল, "আজ্ঞে না, অসুবিধা হবে কেন! আমাদের বাড়ীও তো কল্‌কাতার মত সহরে নয়। আর বেড়াবার জায়গার এখানে অভাব কি? পার্ক না হয় নেই। নদীর নির্জ্জন ধার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, বাগান—এ

সবের তো অভাব নেই। সহরে এসব নেই, তাই পার্ক ইত্যাদি তৈরি কর্‌তে হয়।”

হরিনাথ শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “যদি ইচ্ছে হয় একবার তোমার জ্যাঠামশায়ের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে নিয়ে এস না সুধীরকে।”

শঙ্কর বলিল, “চা খেয়ে একটু পরেই আমরা বেরুবো।”

“তাহলে তোমরা গল্পগুজব কর, আমি কাজ সেরে আসি,” বলিয়া হরিনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

দুই বন্ধু জানালার ধারে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। এক পেয়ালা শেষ হইলে চায়ের পাত্র হইতে শঙ্কর আবার দুজনেরই পেয়ালা ভরিয়া লইল।

নূতন ভরা পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া সুধীর কহিল, “তুমি যে দেশে এসে বড্ড বেশী চা খাচ্ছ!”

শঙ্কর বলিল, “দেশেই চা খাই। কল্‌কাতায় তো খাই নে বল্লেই হয়।”

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, কল্‌কাতার চা ভাল লাগে না?”

শঙ্কর বলিল, “ভাল লাগা বা মন্দ লাগার জন্য নয়। আমি বাড়ী আস্‌ব আস্‌ব করে মা বাবা খুব ভাল চা প্রত্যেক মাসে আনিয়ে রেখে দেন।”

সুধীর বলিল, “তুমি তো বাড়ীতে খুব বেশী আস না। মাসে মাসে এই রকম জম্‌ছে?”

শঙ্কর বলিল, “পুরানোটা অন্যত্র সরিয়ে রেখে আবার আমার জন্য নূতন করে আনিয়ে রাখচেন। কাজেই বাড়ী এলে এ-সব বেশী করে খেতে হয়। কিন্তু আমার এ-সব ভাল লাগে না।”

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব ?"

শঙ্কর বলিল, "এই সব বাড়াবাড়ি। আমি কুটুম্ব আসি নি যে আমার জন্য এত আয়োজন। যেন গুরুদেব এসেছেন—এ ভাবটা আমি সহ্য করতে পারি না। আগে বিরক্ত হ'তাম। কিন্তু মায়ের চোখের জলে সব বিরক্তি ভেসে গেল।"

সুধীর বলিল, "তোমার এতে বিরক্ত হওয়া অন্যায়। তোমাকে এঁরা সুধু তো ভালবাসেন না সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাও করেন। আবার কোন বিষয়ে তুমি অসন্তুষ্ট হলে চলেও যেতে পার—এ সমূলক ভয়টিও তুমি ওঁদের মনে জাগিয়ে দিয়েছ।"

শঙ্কর বলিল, "হয় ত তোমার কথা ঠিক। কিন্তু কেউ একবার বাড়ীতে পদার্পণ করে আমাকে কৃতার্থ করে দিয়েছে,—এ ভাবটা আমার নিতান্ত অসহ্য—যেমন পরের সম্বন্ধে, তেমনি নিজের সম্বন্ধে।"

সুধীর মনে মনে বলিল, "তুমি নিজের সম্বন্ধেও এটা সহ্য করতে পার না। সেই জন্য তোমার বাইরের কঠোরতা সত্ত্বেও তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।"

প্রকাশ্যে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌কার একটা বড় বাড়ী দেখাইয়া সুধীর বলিল, "এ বাড়ীটি কাদের ?"

শঙ্কর বলিল, "ওটা জ্যাঠামশায়ের বাড়ী—যাঁদের বাড়ী যাবার কথা বাবা বল্‌ছিলেন।" সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি তোমার বাপের সহোদর ?"

শঙ্কর [illegible] না, [illegible]মাত্র ভাই। চল্‌, আগে একটু নদীর ধার ঘুরে আ[illegible] ওখানে যাওয়া যাবে।"

দুই বন্ধু তখন উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। বাহিরে আসিতে আসিতে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর মধ্যে আরও যে দু'চারটি ছেলেমেয়ে ও গিন্নি বান্নি দেখ্‌লাম তাঁরা কে?"

শঙ্কর উত্তর করিল, "ওঁরা সব দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কেউ আমার বাড়ীর সম্পর্কে আছেন, কেউ জ্ঞাতি সম্পর্কে। ওঁরা সবাই বিপদে পড়ে এসেছিলেন, তার পর আর ফিরে যাওয়া দরকার মনে করেন নি।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "সেই থেকেই ওঁরা থেকে গেছেন বুঝি? আর তোমার মা যে রকম—কাউকে কখন নড়ে বস্‌তেও বলেন না বোধ হয়।"

শঙ্কর বলিল, "মায়ের ওসব হাঙ্গাম নেই। চাকর বাকরেরাও যদি কোন কাজ না করে, মা নিজেই সেটা করবেন, তবু ওঁদের বলবেন না। আর ওঁরা থাকাতে মা তবু কথাবার্ত্তা কইতে পান্। নইলে প্রকাণ্ড বাড়ীতে লোকজন নইলে মায়ের বড় কষ্ট হ'ত। মায়ের মাঝে মাঝে অমূলক ভয় হয় এঁদের কখন কিছু করতে বল্‌লে হয় ত চলে যাবেন। সেজন্য এঁদের ঠাকুর আদরেই রেখেছেন।"

দুইবন্ধু গেট পার হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ডান্ দিকের পথ ধরিয়া দুইজনে নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। পথ সংলগ্ন উচ্চ তীরভূমি। সেখান হইতে নদী অনেকটা নীচে। সুধীর নদীর দিকে খানিকটা চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, নদীতে তো কোন লোককে নাম্‌তে দেখছি নে?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "আমাদের নদী তো নামার জন্য নয়।"

সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি রকম! তবে কিসের জন্য?"

শঙ্কর। নৌকা চলবে, কুমীর থাকবে, এই সবের জন্য।

সুধীর। সত্যি? স্নান করে না কেন?

শঙ্কর। কুমীর হাঙ্গরে ভরা—কি করে স্নান করবে বল?

সুধীর। জল খায় তো?

শঙ্কর। উঁহু।

সুধীর। কেন?

শঙ্কর। জল লোনা। গ্রামের মধ্যে পুকুর দেখলে না? ওরি জল আমাদের ভরসা।

সুধীর। তবে আবার কি নদী! নদীতে যদি নাইতেই না পেলাম, তার জলই যদি খাওয়া না গেল, তবে সে নদীতে কি লাভ? কিন্তু আমার মনে হয়, তোমরা বেশী ভয় কর তাই নামতে সাহস কর না।

শঙ্কর। কম ভয় করলেও বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত না। দৈবাৎ কেউ জলে নেমেছে তো কুমীর তাকে তক্ষুনি ধরেছে—এ দৃষ্টান্ত এখানে বিরল নয়। আর এসব শুনলে পরীক্ষা করতে একটু খট্‌কা লাগেই। গেলবার আমি যখন এসেছিলাম একটা ঘটনা শুনে গেছি। মাইল চারেক দূরে নদীর ধারেই একটা গ্রাম। ছেলে মায়ের উপর রাগ ক'রে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে মাকে ভয় দেখাবার জন্য যাই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এক কুমীর তাকে নিয়ে জলের মধ্যে ডুব। খানিকটা জল রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল; আর ডাঙ্গার ওপর তার মা আছাড় খেয়ে পড়ল। মাও নদীতে লাফিয়ে পড়ত যদি না তার সঙ্গের লোকেরা তাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেত।

সুধীর। কি ভয়ানক! তোমার নদীর ওপর আমার অশ্রদ্ধা আস্‌ছে ভাই।

শঙ্কর। আমার কিন্তু এ নদী বেশ ভাল লাগে। নদীর কি দোষ বল্। সে তো কাউকে খায় না। খায় কুমীর হাঙ্গরে।

পরপারের তরুশ্রেণীর দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, "ওটা বোধ হয় একটা গ্রাম!"

শঙ্কর বলিল, "হ্যাঁ, ও গ্রামের নাম শ্রীপুর।"

নদীর ধারে ধারে আরও খানিকটা বেড়াইয়া দুই বন্ধু বাজারটা একবার দেখিয়া গ্রামের মধ্যে ফিরিল।

ফিরিবার পথে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "এবার জ্যাঠামশায়ের বাড়ী যাবি?"

সুধীর বলিল—"চল, যাই।"

শঙ্কর বলিল, "সেখানে কিন্তু জলযোগের প্রত্যাশা করিস্ নে। তবে মিষ্ট বচন পাবি।"

সুধীর বলিল, "বেশ, তাতেই চল্‌বে।"

একটা বড় পুকুরের সম্মুখে একটা বড় পুরাতন বাড়ী, তাহার কতকাংশ নূতন করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। তাহার সম্মুখে দুই বন্ধু পৌঁছিল।

সুধীর বলিল, "এই বাড়ীটাই না তোমাদের জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিল?"

শঙ্কর বলিল, "হাঁ, এই জ্যাঠামশায়ের বাড়ী।"

সদর দরজা দিয়া দুই বন্ধু ভিতরে প্রবেশ করিল। বৈঠকখানা ঘরে

দুইজনে আসিয়া বসিল। ঘরের সম্মুখে একটি বালক ভৃত্য অখণ্ড মনোযোগ দিয়া একটি বাঁধানো হুঁকায় জল ভরিতেছিল। সে জল ভরিয়াই যাইতেছিল। 'আর মুখ দিয়া জল বাহির হইতেছিল তাহাই নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিল।

শঙ্কর বলিল, "ওরে, ওতে আর জল ধর্‌বে না। জ্যাঠামশাই কোথায় ?"

সে বলিল—"বাড়ীর ভিতর।"

শঙ্কর বলিল, "একবার ডেকে দে।"

বালক চলিয়া গেল।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে শঙ্করের জ্যাঠামহাশয় রমানাথ আসিলেন।

গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি, সৌখীন গোছের লোক। মাথার মধ্যস্থলে টাক। সাম্‌নের দিকে ও চারিপাশে অল্প চুল। সেগুলি বেশ করিয়া আঁচড়ানো। সম্মুখের কয় গাছি একটু বড়,—বহু যত্নে বাঁ দিকে ফেরানো। চুলগুলির রং একটু যেন মাছরাঙ্গা গোছের। গোঁফ দাড়ি কামানো। তাঁহার পরণে ফরাসডাঙ্গার কাল ফিতাপাড় ধুতি, গায়ে গিলা করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে কটক ট্যানারির সুদৃশ্য চটি। রমানাথ আসিয়াই কহিলেন, "শঙ্কর দেখ্‌ছি যে! তা বাড়ীর মধ্যে বুঝি যেতে পারিস্‌ নি!"

শঙ্কর বলিল, "আমার এই বন্ধুটি এসেছেন—তাই দু'জনে বসে আছি।"

রমানাথ বলিলেন, "তোর বন্ধু যখন, ও তো ঘরের ছেলে। দু'জনে গেলেই পারতিস্‌। তার পর কি করছিস্‌ আজকাল ?"

শঙ্কর বলিল, "কিছুই নয়।"

রমানাথ সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "কিছু নয়? সুধু চুপচাপ বসে আছিস্?"

শঙ্কর বলিল, "একেবারে চুপচাপ থাকি নে। ঘুরে ফিরেও বেড়াই।"

রমানাথ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, "তবে তো খুব করিস্। কাজকর্ম্ম কিছু মিল্‌বে বলে মনে হয়?"

শঙ্কর ঠিক সেই ভাবেই উত্তর দিল, "কি জানি, না মিলতেও পারে।"

শঙ্কর যে প্রথমে ইয়ুনিভার্সিটি হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নমিনেশন পাইয়াছিল ও ইংরাজীর অধ্যাপকের কাজ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা করিয়া করে নাই—সুধীর তাহাই বলিতে যাইতেছিল। শঙ্করের নিষেধের ইঙ্গিতে চুপ করিল।

"তাহলে আর কল্‌কেতা থেকে কি কর্‌বি; ফিরে এসে দেশে ব'স্। তোর বাপ 'ক' অক্ষর না শিখে যা কর্‌ছে, তুইও তাই কর্।"

বলিয়া রমানাথ যেন একটু ক্রুদ্ধভাবে শঙ্করের পিতার দিকে—কল্পনায় লক্ষ্য করিয়া চাহিলেন।

শঙ্কর বলিল,—"বাবার চেষ্টায় তবু এমন হয়েছে যে কিছু না করলেও দু'মুঠো খেতে পাওয়া যাবে।"

রমানাথ বলিলেন—"খেতে আর পাচ্ছে না কে? কুকুর শেয়ালেও তো খাচ্ছে। তোর বাবা যে লেখাপড়া কিছুতে শিখ্‌লে না, সেই তো আমার রাগ। চেষ্টা তো আর কম করি নি ওর জন্য।"

বলিয়া রমানাথ যেন অনেকখানি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর দৃঢ়স্বরে বলিল, "লোকে প্রচুর লেখাপড়া শিখে যা কর্‌ছে, বাবা এম্‌নিই্ তার চেয়ে ঢের বেশী করছেন ও করেছেন। সে জন্ম বাবার কোন দুঃখ বা আপনার কোন ক্ষোভের কারণ আছে বলে মনে করি নে। কারণ, স্কুলের মাষ্টাররা খারাপ, স্কুলে ভাল করে পড়ানোই হয় না—সেজন্ম বাবাকে দেশের স্কুলে যেতে দেওয়া হ'ত না, এবং বিদেশে গিয়ে ছেলেমানুষ কি করে থাক্‌বে—তাই বিদেশেও তাঁকে পাঠানো হ'ল না। বিদ্যাসাগরেরও এ অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষা করা কঠিন হ'ত। আর আপনিই তো তখন অভিভাবক ছিলেন, এখন আক্ষেপ করা বৃথা।"

রমানাথ বেগতিক দেখিয়া চট্‌ করিয়া প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তুই না কি বি-এ পাশ কোর্সে লাষ্ট হয়ে পাশ হয়েছিস্? আই-এ না কি থার্ড ডিবিসনে পাশ করেছিলি?"

শঙ্কর বলিল, "জ্যাঠামশায়ের আজকাল আর কোন কথা তেমন মনে থাকে না। বি-এ পাশ করার পর থেকে যখনি বাড়ী আসি থার্ড ডিভিসনের খবরটা তখনি নেন্ আর ভুলে যান্। বি-এ পাশ কোর্সে পাশ করেছি কথাটা ঠিক। লাষ্ট হবার খবরটা আজ আপনার কাছে পেলাম। উপকারে লাগ্‌বে।"

রমানাথ শঙ্করের তীক্ষ্ণ কথাগুলো গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "এতদিন তো পড়্‌লি—পড়ে কি হল? আইনটা যদি পাশ করতিস্ তবু হ'ত। ইঞ্জিনিয়ার যদি হতিস্ তাহলেও ভাল হ'ত, তা নয়—"

বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, "তা—ঠিক জ্যাঠামশাই, আমি আইন

পড়ি নি, I. C. S. ও পাশ করি নি, আরও কত কি হই নি, কত কি করি নি তার কি ঠিক আছে ?”

বলিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

“তা বেশ, আসিস্ আর একদিন”—বলিয়া রমানাথ শঙ্করের পূর্ব্বেই সে ঘর ত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মাথার প্রায় কালো-করা চুলগুলার দিকে শঙ্করকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন।

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কর বলিল, “শুন্‌লি তো মিষ্ট বচন !”

সুধীর বলিল, “হ্যাঁ, একেবারে মধু।”

দুইজনে আর একটুখানি অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় পিছন হইতে লক্ষ্মী ডাকিল—বড়দা !

শঙ্কর সুধীরকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া ফিরিল। দুয়ারের কাছে শঙ্কর পৌঁছিতেই লক্ষ্মী নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।

লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র শঙ্করের মুখভাব কোমল হইয়া আসিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, “লক্ষ্মী ভাল আছিস্ ?”

লক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে বলিল, “হাঁ।” কিন্তু তাহার মুখে এমন একটা ভয় ও দুর্ভাবনার চিহ্ন লাগিয়া ছিল যে কণ্ঠে হাঁ বলিলেও মুখভঙ্গী তাহাতে সায় দিতেছিল না।

শঙ্কর বলিল—“আমি শিবধ্যানের পত্র পেয়েই আস্‌ছি। কয়েক দিন আমি কলকাতায় ছিলাম না, সেজন্য একটু দেরী হ’ল। তুই ভাবিস্ নে, এখনও ১০।১১ দিন বাকি আছে। আমি যেমন ক’রে পারি এ বিয়ে বন্ধ করাব। তুই ভাবিস্ নে।”

লক্ষ্মী কিছু না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল ; কিন্তু তাহার নত নেত্র হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া যে অশ্রু ঝরিতেছিল তাহা শঙ্করের অজ্ঞাত রহিল না।

সে আবার বলিল—"আমি তোকে ডাকি নি আরও এই জন্য যে জ্যাঠামহাশয় যেন জান্‌তে না পারেন যে আমি এ সব কথা জানি। শিবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করে যেমন যা কর্‌তে হবে আমি তোকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে তবে এখান থেকে নড়্‌ব। তুই কাঁদিস্ নে লক্ষ্মীটি। আমি যাই।"

শঙ্কর যখন সুধীরের সঙ্গে মিলিত হইল, তখন তাহার দু'টি চক্ষুই জলে ভরা। চক্ষু মুছিয়া শঙ্কর বলিল—"এই লক্ষ্মী, যার কথা রাত্রে তোকে বল্‌ছিলাম।"

সুধীর বলিল—"তা' আমি বুঝেছি।"

শঙ্কর বলিল—"জ্যেঠাইমা মারা গেছেন—এখন এমন কেউ আর নাই যে ওর মুখপানে চায়। একটা উপায় কর্‌তেই হবে যাতে এ বিবাহ বন্ধ হয়।"

দুই বন্ধু তখন মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে করিতে মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে গিয়া পড়িল।

লক্ষ্মী সেখানে কিছুক্ষণ সজল চক্ষে, উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। মেঘের মত বিষাদ তাহার মুখময় ঘনাইয়া আসিল। বৃষ্টি-বিন্দুর মত আবার অশ্রু ঝরিল। তার পর চক্ষু মুছিয়া একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধারের উপায়

রাত্রে শঙ্করের পড়িবার ঘরে হরেন্দ্র, শিবধ্যান, সুধীর ও শঙ্কর চারিজনে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল।

সুধীর। তোমার বাবাকে দিয়ে যদি ওঁকে বলাও তো কোন ফল হয় না?

শঙ্কর। হয়—তবে সেটা কুফল।

হরেন্দ্র। শিবধ্যানের সঙ্গে বিবাহ সমস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এ তো গ্রামের সবাই জানে। গোপনে যে বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে তা বন্ধ করবার জন্য যদি কোর্টে দরখাস্ত দেওয়া হয় বিবাহ বন্ধ হয় না?

শঙ্কর। লক্ষ্মীর বয়স ১৭ বৎসর, আইন মতে এখনও সে নাবালিকা। বাপের অধিকার নেই এ কথা কোর্টের না বলাই সম্ভব। তার পর বিশেষ কারণে কোর্টের যদি প্রমাণ প্রয়োগ নেবার ইচ্ছা হয় এবং আপাততঃ বিবাহ বন্ধ থাকবার জন্য যদি আদেশ দেন, তার আগেই হয় বিবাহ সমাধা হয়ে যাবে। তখন আর প্রমাণ দেবার দরকারও হবে না।

সুধীর। আপাততঃ যদি লক্ষ্মীকে কোন উপায়ে সরিয়ে রাখা হয়-যাতে ও বিবাহ না হতে পারে।

শঙ্কর। তাতে একটা ভয়ানক হৈ চৈ পড়ে যাবে। আইন জ্যাঠামহাশয়ের পক্ষে যাবে। অনেকে হয় ত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহানও হতে পারে।

হরেন্দ্র। শিবধ্যান, তুমি যে একেবারে চুপচাপ। এক আধটা উপায় বল।

শিবধ্যান। আমার মাথায় কিছু আস্‌ছে না—বুদ্ধি একেবারে খেল্‌ছে না।

সুধীর। তুমি তো কেবল নেতি নেতি বলে যাচ্ছ শঙ্কর। 'ইতি' গোছের কিছু বল একটা।

শঙ্কর। আমার মাথায় তো সর্ব্বক্ষণ এই চিত্র ঘুর্‌ছে। একটা মতলব ভেবে ভেবে ঠাউরেছি। তবে কথাটা 'আট-কাণ' হয়ে যাচ্ছে—এই যা একটু ভাবনা। সে বিষয়ে একটু সাবধান থেকো সবাই। এমন কি বাবা ও মা পর্য্যন্ত যেন এ কথা জান্‌তে না পারেন।

হরেন্দ্র। বেশ তাই হবে। এখন কি মতলব বল শুনি।

শঙ্কর। আর এগার দিন পরে বিবাহ। কল্‌কাতায় থাকবার নাম করে জ্যাঠামহাশয় সাত দিন পরে এখান হইতে রওনা হবেন। হয়ে বরাবর দলাগড় যাবেন। পুরোহিত নাপিত সেখানেই স্থির হয়ে থাক্‌বে। বিবাহের কোন বাধা হবে না। ব্যাঘাত দেবারও কেউ থাক্‌বে না। আমি ভাব্‌ছি এই রকম করা যেতে পারে। জ্যাঠামহাশয় যখন লক্ষ্মীকে নিয়ে রওনা হবেন—সে সময় খবর রাখ্‌তে হবে। হাওড়ার যে ট্রেণে উঠ্‌বেন সেই ট্রেণে আমাদের কাউকে উঠে থাকতে হবে। শ্রীরামপুরে নেমে জ্যাঠামশায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীকে নামিয়ে নিতে হবে—বাসায়

যেতে হবে। পূর্ব্ব হতে সেখানে বন্দোবস্ত করে রাখা হবে। ঐ রাত্রেই শিবধ্যানের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যাওয়া চাই।

হরেন্দ্র। চমৎকার হবে।

সুধীর। খুব মাথা ঘামিয়েছ ভাই—খুব সহজে কার্য্যোদ্ধার।

শিবধ্যান। তোমার কথায় মনে আশা হয়, হয় ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

শঙ্কর। কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়। এর জন্য বিশেষ আয়োজন ও সাবধানতার প্রয়োজন এবং তোমাদের সকলের সহায়তা চাই।

হরেন্দ্র। তুমি বলে যাও কাকে কি কর্‌তে হবে। আমরা একবারে অক্ষরে অক্ষরে সে সব কাজ করে যাব।

শঙ্কর। আজ শনিবার—আস্‌ছে শনিবারে জ্যাঠামহাশয় বেরুবেন। শিবধ্যান, তুমি লক্ষ্মীকে গোপনে বুঝিয়ে বল্‌বে যে, আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, সে যেন ভয় না পায় ও জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে নির্ভয়ে রওনা হয়। লক্ষ্মীকে উপদেশ ও ভরসা দিয়ে শিবধ্যান ঠিক শুক্রবারে সকালে এখান থেকে গিয়ে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে বরাবর শ্রীরামপুর চলে যাবে। অমরের সঙ্গে আমি দেখা করে সব ব্যবস্থা ঠিক করে আস্‌ব।

হরেনের কাজ থাক্‌বে লক্ষ্য রাখা কবে ও কোন সময় জ্যাঠামহাশয় এখান থেকে রওনা হন ও সম্ভব হলে আমাকে তার করে জানানো—যদিও তার না পেলেও আমি ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ কর্‌ব। যদি কোন কারণে ঐ দিন যাওয়া না হয় তা'হলে আমাকে কিন্তু নিশ্চয়ই জানানো চাই এবং কোন সময় এবং কোন দিন যাবেন তা টেলিগ্রাফ করা চাই।

তাতে কে যাচ্ছে এ-সব না লিখে শুধু তারিখ দিয়ে লিখ্‌বে starting অমুক morning ইত্যাদি।

সুধীরের কাজ থাক্‌বে ঐ দিন অন্ততঃ দু' ঘণ্টা আগে গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্‌মে থাকা। কোন গাড়ীতে এবং কখন জ্যাঠামহাশয় উঠেন, কোন গাড়ীতে লক্ষ্মী উঠে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি একেবারে শেষের দিকে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ীর ভিতরে চুপ করে বসে থাক্‌ব। কোনটায় উঠে থাকব তাও তুমি দেখে নেবে। যে গাড়ীতে লক্ষ্মীকে উঠান হবে·তার ঠিক পাশের গাড়ীতে তুমি উঠ্‌বে তা যে ক্লাশেই হোক্। তোমায় জ্যাঠামহাশয় মাত্র একবার দেখেছেন, চেন্‌বার তত আশঙ্কা নেই। তবু তোমার ছাই রঙ্গের চশমা জোড়াটা পরে নেবে। লক্ষ্মীকে কেবল এইটুকু বল্‌তে হবে যে, তাকে যদি জ্যাঠামহাশয় এক গাড়ীতে উঠাতে চান, সে যেন বলে তাকে মেয়েমানুষের গাড়ীতে দেওয়া হ'ক্।

সকলেরই এই পরামর্শ ভাল বলিয়া মনে লাগিল এবং তারিখ, সময় ও করণীয় কার্য্যের তালিকা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিল ও নোটবুকে সংক্ষেপে টুকিয়া লইল।

যাই যাই করিলেও সুধীরকে শঙ্কর আরও তিন দিন আটকাইয়া রাখিল। চতুর্থ দিন হরেন্দ্র ও শিবধ্যানকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ও পরামর্শ মত কাজ করিবার অনুরোধ করিয়া ও লক্ষ্মীকে ভরসা দিয়া শঙ্কর সুধীরের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল।

মায়ের জলভরা চক্ষু মুছাইয়া দিয়া শঙ্কর বলিয়া গেল আবার শীঘ্র সে ফিরিবে এবং এবার আসিলে আর বহুকাল শীঘ্র মায়ের কাছছাড়া হইবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"শীলমোহর"

বাগানের কোণের লেবু গাছটীতে অজস্র ফুল ফুটিয়া সারা বাগানটীকে গন্ধে আমোদিত করিয়াছে। গাছটী ঘেরিয়া আতসী, চামেলি, টগর প্রভৃতির ফুলের গাছ থাকায় স্থানটী কুঞ্জবনের মত দেখিতে হইয়াছে। সন্ধ্যার সামান্য একটু পরেই শিবধ্যান সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই লক্ষ্মী সেখানে আসিয়া পৌঁছিল।

লক্ষ্মী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কতক্ষণ এসেছ?"

শিবধ্যান। একটু আগে।

লক্ষ্মী। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় নি তো?

শিবধ্যান। না—যদি বেশীক্ষণ দাঁড়াতেই হ'ত তাতেই বা কি ক্ষতি হ'ত লক্ষ্মী? তুমি যদি বারটার সময়েও আস্‌তে আমি চুপ করে এমনি ভাবে এখানে তোমার অপেক্ষা কর্‌তাম। জায়গা আমি বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে রেখেছি—বস।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল।

লক্ষ্মী। কালই তুমি যাবে তাহলে?

শিবধ্যান। হ্যাঁ! সকালেই। নূতন খবর কিছু আছে?

লক্ষ্মী। জিনিসপত্র সব বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে।

শিবধ্যান। কোথায় যাবেন বল্‌ছেন?

লক্ষ্মী। তারকেশ্বর, বণ্ডেশ্বরতলা, নবদ্বীপ এ-সব জায়গা বেড়াবেন।

শিবধ্যান। পরশু সকালেই তো তোমরা রওনা হবে?

লক্ষ্মী। এখন তো সেই রকম কথাই শুন্‌ছি।

শিবধ্যান। সঙ্গে কে কে যাবে?

লক্ষ্মী। বামুন, দু'জন চাকর, আর চকোত্তি জেঠা।

শিবধ্যান। ঝিমা যাবার কথা বলে নি?

লক্ষ্মী। বলেছিল। তা বাবা বল্‌লেন—তুমি গেলে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? তোমার ভরসায় বাড়ীঘর রেখে যাচ্ছি।

শিবধ্যান। তা তো বটেই—ঝিমা গেলে যে মুস্কিল হবে।

লক্ষ্মী। আমার কিন্তু ভয় যাচ্ছে না।

শিবধ্যান। আবার কেন ভয়? সব ব্যবস্থা তোমাকে বলেছি। কোন ষ্টেশনে নাম্‌তে হবে—মনে আছে?

লক্ষ্মী। তা আছে—শ্রীরামপুর ষ্টেশনে।

শিবধ্যান। তার আগের ষ্টেশন কি মনে আছে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—রিষড়ে। শুধু আগের কেন, হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত সব ষ্টেশনগুলোর নাম মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু ভয় আমার কিছুতেই যাচ্ছে না।

শিবধ্যান। আর ভয় কি?

লক্ষ্মী। ভয় কি নয় বল? তুমি দেশে ছিলে, কাল তুমি চলে যাচ্ছ। বড়দা কলকাতা চলে গেছেন। কাকা কাকীমা কিছু জানেন না। বড়দা যদি ঠিক সময়ে না পৌছান, যদি এঁরা আর কোথাও যান, তখন আমি কি কর্‌ব?

শিবধ্যান। শঙ্কর বিশেষ রকম সন্ধান না রেখে কাজে হাত দেয় নি।

তাকে তো জান। বিপদ তো বটেই, কিন্তু মুষ্‌ড়ে গেলে ত চল্‌বে না। আজ আমি আগে গিয়ে কি জন্যে আর কার জন্য শ্রীরামপুরে অপেক্ষা কর্‌ব বল দেখি!

শিবধ্যান শেষ প্রশ্নটী করিয়াছিল লক্ষ্মীকে একটু প্রসন্ন করিবার জন্য। লক্ষ্মীকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"উত্তর দিচ্ছ না যে বড়!" অনুমানে লক্ষ্মীর গণ্ডে হাত দিতেই শিবধ্যান অনুভব করিল, তাহা অশ্রুসিক্ত। বলিল—"তাই, তুমি কাঁদ্‌ছ?

লক্ষ্মীর ক্রন্দন তাহাতে বাড়িল বই কমিল না।

'ছিঃ চুপ কর' বলিতেই লক্ষ্মী শিবধ্যানের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

শিবধ্যান তখন নিঃশব্দে তাহার বস্ত্রাবৃত পৃষ্ঠের উপর অতি স্নেহভরে হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লক্ষ্মী শান্ত হইল। একটু লজ্জিতও হইল।

শিবধ্যান দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ভয় পেও না। মা আমাদের বিবাহ দিয়ে গেছেন। তিনি স্বর্গে থেকে সব দেখ্‌ছেন। তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন। তাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের বিপদ কেটে যাবে। এখন যাও, আর দেরী কোরো না। হয় ত কেউ খোঁজ কর্‌বে।"

লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল ও চক্ষু মুছিয়া বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া লইল। তার পর কি ভাবিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শিবধ্যানকে প্রণাম করিল ও বাড়ীর ভিতরে যাইতে উদ্যত হইল।

শিবধ্যান বলিল—"আর একটু দাঁড়াও।" লক্ষ্মী দাঁড়াইল।

আকাশে তখন চাঁদ ছিল না। অগণিত নক্ষত্রের আলোকে শুধু লক্ষ্মীর মুখের আভাসটুকু দেখা যাইতেছিল।

সেই স্নিগ্ধ নক্ষত্রালোকে মুক্ত আকাশের নীচে শিবধ্যান লক্ষ্মীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিল।

এই তাহার জীবনের প্রথম চুম্বন। লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল।

শিবধ্যান রোমাঞ্চিত দেহে শান্তস্বরে বলিল—"খুব মূল্যবান জিনিস স্থানান্তরে পাঠাবার আগে ভাল করে শীলমোহর করে দেয় জান ত—আমি তাই দিলাম। আবার শ্রীরামপুরে গিয়ে জিনিস বুঝে নেব।"

দুঃখের মাঝেও লক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। শিবধ্যান তাহাকে বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিল—"আমি অবশ্য মূল্যবান জিনিস নই—তবু তোমার ঠোঁট দু'খানা দিয়ে একটিবার ছুঁয়ে যাও।"

লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া মধুর দৃষ্টিতে একবার চাহিল। তার পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার অধর চুম্বন করিল।

পরক্ষণে দুইজন দুই পথে চলিয়া গেল। দু'টি ক্ষুদ্র নিশ্বাস, দু'টি প্রথম চুম্বনের মধুর স্মৃতি সেই পুষ্প-কুঞ্জের তৃণে, পত্রে, পল্লবে, বাতাসে পুষ্পপরাগে জাগিয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ভিন্ন পথে

শিবধ্যানের যাত্রার পরদিন প্রভাতে রমানাথ পূর্ব্ব ব্যবস্থামত দুইটি ভৃত্য, পাচক ও তাঁহার অনুগত বয়স্য চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে লক্ষ্মীকে লইয়া বাহির হইলেন। বেলগেছিয়া পর্য্যন্ত টিকিট কাটা হইল। রমানাথের প্রথমে ইচ্ছা ছিল লক্ষ্মীকে নিজের কাছে রাখিবেন। কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েদের গাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সেই ব্যবস্থাই হইল। রমানাথও ভাবিয়া দেখিলেন, ইহাই ভাল, কে জানে মেয়েকে সঙ্গে দেখিয়া কে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। তার চেয়ে মেয়ের গাড়ীতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

হরেন্দ্র পিছন পিছন আসিয়া সব ব্যবস্থাই দেখিল এবং পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিল।

তার করার দরকার ছিল না। তবুও তৎক্ষণাৎ একটা জরুরী তার লিখিয়া পাঠাইল All started this morning (সকালে সকলে রওনা হইল)। হরেন্দ্র ভাবিল শঙ্কর ইহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবে।

রমানাথ যাত্রার সম্বন্ধে একটা বিষয়ে এখনও ঠিক হইতে পারেন নাই। শঙ্করকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল, এ আপদটা আবার কেন এ সময়ে আসিল। কাল সারা রাত্রি ভাবিয়া রমানাথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন—কলিকাতার ভিতর দিয়া তাঁহারা

যাইবেন না। শঙ্কর কলিকাতায় থাকে ; দৈবাৎ তাহার সহিত পথে দেখা হওয়া অসম্ভবও নহে। আর দেখা হইলে যদি তাহার সন্দেহ হয়,—সে যে রকম গোঁয়ার,—না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তার চেয়ে বেলগাছিয়া নামিয়া গাড়ী করিয়া দম্‌দম্‌ যাইবেন। তার পর ই, বি, আরের ট্রেণ ধরিয়া পুনরায় ই, আই, আরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট গাড়ীই পাইবেন। দম্‌দমে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ পাইবেন, ইহাও তিনি সংবাদ রাখিয়াছিলেন।

মার্টিন কোম্পানীর লাইনেই রমানাথ চিরকাল যাতায়াত করিতেছেন ; কিন্তু ইহার গতি এত মন্থর, তাহা ইহার পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই।

রমানাথ ভাবিতে লাগিলেন—কোন গতিকে একবার বলাগড় পৌছিতে পারিলে হয় ; তখন আর কোন হাঙ্গামার ভয় থাকিবে না। খুব বুদ্ধি করিয়াই বলাগড় থাকিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে সব দিক দিয়াই সুবিধা হইবে। বলাগড়ে পৌছিয়া প্রথম কার্য্য হইবে ভাবী বধূকে আশীর্ব্বাদ করা। গহনা পথে সঙ্গে লইতেছি। উহার মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি গহনা ও একটা গিনি দিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে। কোনখানা দিয়া করা যায়! নেকলেস ছড়াটাই বোধ হয় ভাল হইবে। শাস্ত্রেই লেখা আছে—স্ত্রীকে অর্থ, উপহার, মিষ্ট বাক্য ও ভালবাসা দিয়া বশীভূত করিতে হইবে। তা বশীকরণটা প্রথম হইতে সুরু হওয়াই ভাল।

আশীর্ব্বাদের আসরটা কেমন হইবে—চক্ষু বুজিয়া রমানাথ তাহারই কল্পনায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

চক্রবর্ত্তী সুযোগ বুঝিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “কি হে ভায়া, চোখ বুজে নতুন বৌয়ের মুখখানি ভাবছ না কি।”

রমানাথ হাসিয়া ফেলিয়া চক্ষু খুলিলেন ও বলিলেন, "কি যে বল চক্কোত্তি তুমি!"

চক্রবর্ত্তী বলিল—"তা বৈ কি এখন চক্কোত্তিরই যত দোষ।"

এইরূপ সরস কথাবার্ত্তায় অনেকটা সময় ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল। রমানাথ ভাবিলেন, লক্ষ্মীকে মেয়ে গাড়ীতে দিয়া ভালই হইয়াছে।

বেলা বারটায় গাড়ী বেলগাছিয়ায় থামিল। রমানাথ গাড়ী হইতে নামিয়া লক্ষ্মীকে নামাইয়া জিনিসপত্র সব ঠিক করিয়া দুইখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। জিনিসপত্র তুলাইয়া লইয়া নিজেরা ঠিক করিয়া বসিয়া রমানাথ গাড়োয়ানকে মৃদুস্বরে আদেশ দিল—'দম্‌দম্‌ ষ্টেশনে শীঘ্র চল, বকশিস পাবে'।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল।

অর্দ্ধপথে তাহাদের এই পথ পরিবর্ত্তন দেখিয়া লক্ষ্মী প্রমাদ গণিল। শ্রীরামপুরে প্রায় বরবেশে শিবধ্যান। হাওড়া ষ্টেশনে শঙ্কর, আর লক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া ভিন্ন পথে চলিল! লক্ষ্মীর অন্তর পিঞ্জরাবদ্ধা বিহগীর মত পিঞ্জরতলে লুটাইতে লাগিল। শঙ্করের আয়োজন তো তাহা হইলে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এখন সে তবে কি করিবে? তাহার দয়িতের গত রাত্রের চুম্বন এখনও যে তাহার কপোলে রক্ত গোলাপের মত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সৌরভে ফুটিয়া রহিয়াছে। এখন কি করিয়া সে পরের হইবে?

লক্ষ্মী মনে মনে সঙ্কল্প করিল—যদি ভাগ্যে না থাকে সে আর হয় ত শিবধ্যানকে পাইবে না। কিন্তু সে অপরের কিছুতে হইবে না। রেল

আছে—গঙ্গা আছে—তাহার পূর্ব্বে সে দুইয়ের মধ্যে একটার আশ্রয় লইবে। পিতার প্রতি ঘৃণা, অপরের সহিত বিবাহের ভয়, সমস্ত গোপন রাখিয়া সে ওষ্ঠে ওষ্ঠ বদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কি ঝড় বহিতেছিল, বাহির হইতে তাহার কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

ব্যাণ্ডেল-বারহাওড়া লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেণ অপরাহ্ণ তিনটায় চার নং প্লাটফরম হইতে ছাড়িবার কথা।

ঠিক বেলা একটা হইতে সুধীর একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়া চার নং প্ল্যাটফরমের গেটের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এধার ওধার ঘুরিতে লাগিল। বেলা আড়াইটায় আন্দাজ প্ল্যাটফরমে গাড়ী দিল ও প্যাসেঞ্জারের প্রবেশ সুরু হইল। সুধীরও প্ল্যাটফরমের ভিতর আসিয়া গেটের কাছাকাছি দাঁড়াইল। ঠিক দুইটার সময় একখানি টাইম্‌টেবল্ হাতে করিয়া শঙ্কর পৌঁছিল।

সুধীর কাছে দাঁড়াইতে শঙ্কর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এসেছেন?"

সুধীর উত্তর দিল—"এখনও দেখ্‌ছিনে।"

শঙ্কর বলিল—"দু'টা বেজে গেছে, আসা তো উচিত ছিল। আমি তাহলে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বস্‌ছি।"

শঙ্কর একটু আগাইয়া গিয়া একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এমন একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিল, যেখান হইতে সহজে তাহাকে দেখা যায় না, আর সে প্ল্যাটফরমের সব কার্য্যকলাপ দেখিতে পায়।

আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তথাপি তাহাদের দেখা নাই।

সুধীর ধীরে ধীরে শঙ্করের কামরার কাছে আসিল। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আসেন নি ?"

সুধীর ঘাড় নামাইয়া বলিল—"না।"

শঙ্কর নামিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল—"ট্রেণ বেলগেছেয় ঠিক সময়ে এসেছে এ খবর আমি নিয়েছি। তাঁরা রওনা হয়েছেন সে টেলিগ্রামও পেয়েছি। অথচ তাঁরা এখনও এলেন না। ভাবনার কথা।"

সুধীর—তাহলে কি কর্‌বে ?

শঙ্কর—আর পনের মিনিট তুমি লক্ষ্য রাখ। আমি এর মধ্যে ভেবে দেখি।

সুধীর গেটের দিকে ফিরিয়া গেল। শঙ্কর টাইমটেবল একবার এ পাতা একবার ও পাতা খুলিয়া দেখিতে লাগিল ও নোটবুকে কতকগুলা কি টুকিয়া লইল।

ঠিক পনের মিনিট পরে সুধীর আবার শঙ্করের নিকট ফিরিয়া আসিল। শঙ্কর সুধীরকে নিরাশভাবে আসিতে দেখিয়া বুঝিল, তাঁহারা কেহ আসেন নাই। সে কামরা হইতে নামিয়া পড়িল।

দুই বন্ধু গাড়ীর কাছ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কর বলিল—এখেনেই দাঁড়িয়ে কথা শেষ করে নিই।

সুধীর পাশের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—"যদি এসে পড়েন তো চিনে ফেলবেন যে ?"

শঙ্কর বলিল, "সে আশা নেই। তাঁরা অন্য পথে নিশ্চয়ই গেছেন। এখন কি করতে হবে তোমাকে বলে রাখি শোন।

"আমার মনে হচ্ছে, শেষের দিকে জ্যাঠামহাশয়ের মনে কিছু সন্দেহ

হওয়ায় কলকাতা দিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছেন। বেলগেছে থেকে দম্‌দম্‌ গিয়ে ই. বি. আরের ট্রেণ ধরেছেন হয় ত।

সুধীর। তাহলে তো আগেই ব্যাণ্ডেল পৌঁছে যাবেন।

শঙ্কর। তা পারবেন না। পার্‌লে কোন লাভ হ'ত না তাঁদের। বারটায় বেলগেছে পৌঁছে যে ট্রেণ তারা দমদমায় ধরেছেন, সে ট্রেণ নৈহাটি পৌঁছায় বেলা দেড়টায়। তখন পারের ট্রেণ নেই। পারের ট্রেণ বিকালে সাড়ে চারটায় ছাড়ে। সে খবর হয় আগে থেকে জানেন তাঁরা, না হয় নৈহাটি পৌঁছে জান্‌তে পার্‌বেন। তখন খুব সম্ভব নৈহাটির ঘাট পার হয়ে চুঁচুড়া এসে ট্রেণ ধর্‌তে পারেন। তুই এখনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেয়ালদা চলে যা। তিনটা পনের মিনিটে একটা "ফাষ্ট" ট্রেণ ছাড়্‌বে। সেটা আধ ঘণ্টায় নৈহাটি পৌঁছুবে। সেখানে পৌঁছে যদি দেখ তাঁরা সেখানে আছেন, পারের ট্রেণের অপেক্ষা কর্‌ছেন, তুমিও তাঁদের গাড়ীতে উঠে পড়্‌বে, যেমন করে হ'ক ব্যাণ্ডেল থেকে লক্ষ্মীকে ফেরানোর ব্যবস্থা করবে। রাত্রি নয়টার সময় বলাগড় যাবার ট্রেণ ফের পাওয়া যাবে। সেই সময়ের মধ্যে যা হয় ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। সুযোগ বুঝে লক্ষ্মীর সঙ্গে অন্ততঃ একটা কথা কয়ে রাখবে। তার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে আপ ট্রেণ পাবে। তাতেই যদি তুলে নিতে পার, নিয়ে বরাবর শ্রীরামপুর গিয়ে পড়্‌বে। ব্যাণ্ডেলে পৌঁছে শ্রীরামপুরের দু'খানা টিকিট প্রথমেই কেটে রাখবে। যেমন করে হোক্‌, যত বিপদ মাথায় করেই হোক্‌, লক্ষ্মীকে আনা চাই। যদি তাঁরা পার হয়ে নৈহাটি এসে এই ট্রেণ ধরেন, আমি যে রকমে পারি লক্ষ্মীকে নামিয়ে নেব।

সুধীর। যদি দেখি ওরা কেউ নৈহাটিতে নেই।

শঙ্কর। তবু তুমি ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত যাবে, গিয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। হয় আমার সঙ্গে দেখা হবে, না হয় আমার তার পাবে। Signaller's officeএ বলে রেখে দেবে তুমি এইখানেই আছ, তোমার তার আস্‌বার কথা আছে; আর মাঝে মাঝে খবর নেবে। যাও তুমি আর দেরী কোরো না।

সুধীর চলিয়া গেল।

শঙ্কর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে আসিয়া গেটের দিকে ফিমেল ইণ্টার ক্লাশের কামরার কাছে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিল। যথা-সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। শঙ্কর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্ল্যাটফরমের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছিল। লক্ষ্মীদের কোন সন্ধান পাইল না।

অমরকে কিছু সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া একখানি চিঠিতে ব্যাপারটা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিল। শেষে ইহাতে লিখিল—যেমন করিয়া হউক লক্ষ্মীকে সে ফিরাইয়া আনিবে—আশা যেন না ছাড়ে।'

গাড়ী যখন শ্রীরামপুরে থামিল শঙ্কর দেখিল—অমরের প্রেরিত একটী লোক প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে। ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিল—"এখনি গিয়ে চিঠিখানি অমরকে দেবে।"

কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী শ্রীরামপুর ত্যাগ করিল। যেমন যেমন গাড়ী ছাড়িতেছিল, শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্লাটফরমটি বেশ করিয়া দেখিয়া লইতেছিল—যদিও তাহার বিশ্বাস ছিল চুঁচুড়ার আগে কোন ষ্টেশনে দেখিতে পাইবে না।

গাড়ী চন্দননগরে থামিল, তার পর ছাড়িল। শঙ্কর চন্দননগর

চুঁচুড়ার সমস্তক্ষণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। গাড়ী চুঁচুড়ার প্লাটফরমে আসিবামাত্র দেখিতে পাইল যে জ্যাঠামহাশয়, লক্ষ্মী, আরও ৩।৪ লোক এক স্থানে দাঁড়াইয়া।

মেয়েদের ইণ্টার ক্লাসের কামরা ঠিক তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীকে সেখানে তুলিয়া দিয়া—তাহারা খানকয়েক কামরার পরে একটা ইণ্টারে উঠিল।

শঙ্কর ওষ্ঠে ওষ্ঠ বদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল। এখনি হুগলী ষ্টেশন, তার পর ব্যাণ্ডেল। ইহারই মধ্যে উদ্ধার করিতে হইবে। কঠিন হইলেও করা চাইই। লক্ষ্মীদের দেখিয়া তাহার উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল।

হুগলীতে গাড়ী থামিবে এক মিনিট মাত্র। এখানেই নামাইয়া লওয়া সহজ হবে—শঙ্কর ইহা স্থির করিল।

ক্ষণপরেই গাড়ী হুগলীতে আসিল। ঘটনাক্রমে যে কামরায় শঙ্কর উঠিয়াছিল—তাহা লক্ষ্মী ও তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কামরার মাঝামাঝি। গাড়ী প্রায় থামিয়াছে এমন সময় শঙ্কর প্লাটফরমে নামিয়া পড়িল। গাড়ী যে সময় থামিল শঙ্কর সে সময় ঠিক লক্ষ্মীর কামরার কাছে লক্ষ্মীর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

শঙ্কর অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, "একটু হিসাবের ভুল হয়েছে তাই তোমায় একটু উদ্বেগ ভোগ করতে হ'ল।"

পরে আরও অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—"এখনি ছাড়্‌বার ঘণ্টা দেবে, আমি তোকে আড়াল করে আছি। যখন ঘণ্টা পড়বে অম্‌নি নেমে পড়বি। এদিকে চাইবি নে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। পরমুহূর্তেই লক্ষ্মী দুয়ার

খুলিয়া নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রমানাথ কিছুই জানিতে পারিলেন না।

শঙ্কর চুপি চুপি বলিল—"আর ভয় নেই। আমার সঙ্গে আয়।" রিটার্ণ টিকিটের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া গেটে দিয়া উভয়ে বাহিরে আসিল।

খান দুই গাড়ী প্রস্তুত ছিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

শঙ্কর বলিল—"কাছারী।"

লক্ষ্মীকে গাড়ীতে উঠাইয়া আপনিও উঠিল।

গাড়োয়ান বলিল—"লগনশা আজকাল—ভাড়া লাগবে দু' টাকা।"

শঙ্কর বলিল—"বেশ।"

কাছারী আসিয়া শঙ্কর লক্ষ্মীকে লইয়া নামিয়া পড়িল ও গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিল। গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া অন্য ভাড়ার সন্ধানে গেল।

শঙ্কর সেখান থেকেই ছয় টাকায় একখানা ট্যাক্সি শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ভাড়া করিল। গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"একবার পোষ্টাফিসে চল। কাছেই তো?"

ড্রাইভার বলিল—"হ্যাঁ বাবু, খুব কাছে।" মুহূর্ত্তে ডাকঘরের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। ডাকঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর সুধীরকে ব্যাণ্ডেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিল—All right. Come back to Serampore, Sanker (সব ঠিক, শ্রীরামপুর ফিরে এস)। ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিতে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

লক্ষ্মী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—"বড়দা, ট্রেণে গেলেন না কেন?"

শঙ্কর বলিল—"ব্যাণ্ডেলে গিয়ে যদি ওঁরা টের পান তুই নেই—চারি দিকে ষ্টেশনে ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিতে পারেন, তার ফলে হয় ত সন্দেহ করে কেউ আটক কর্‌তে পারত।"

একটু পরেই গাড়ী গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পড়িল ও আধ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীরামপুরে পৌঁছিল। সব্‌রেজিষ্টার অমরবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী দেরী হইল না।

গাড়ী থামিতেই অমর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—"ওঃ তোমরা এসেছ, বাঁচলাম। শিবধ্যান তো কেবল পাগল হতে বাকি আছে। কি ভাবনাই যে হয়েছিল।"

গাড়ী হইতে নামিয়া শঙ্কর গাড়ী ভাড়া দিয়া দিল ও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

সিঁড়ির কাছে আসিয়া অমর বলিল,—"লক্ষ্মী, তুই এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে প্রথম ঘরটিতে বস্‌বি। আমরা এলাম বলে।"

লক্ষ্মী ওপরে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে প্রথম ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল, নিরাশ হৃদয় শিবধ্যানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরক্ষণে অতিমাত্র বিস্মিত শিবধ্যান ছুটিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিল। দু'জনের চক্ষে তখন জলধারা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দু'ধারের ব্যাপার

হুগলির ষ্টেশনে যে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল—তাহার বিন্দু বিসর্গও রমানাথ জানিতে পারিলেন না, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহও হইল না।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী মিনিট আষ্টেক থামে। রমানাথ গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আসন্ন-বিবাহের মধুর চর্চ্চায় কোথা দিয়া যে এই আট মিনিট সময় কাটিয়া গেল, তিনি তাহা জানিতেই পারিলেন না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বলাগড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল।

ষ্টেশনে হারাধনের পিতার বন্ধু সেই বৃদ্ধ লোকটি যিনি টাকী গিয়াছিলেন তিনি উপস্থিত ছিলেন। রমানাথ গাড়ী হইতে নামিতেই 'এস, বাবা, এস!' বলিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন।

সময় অল্প। রমানাথ বলিলেন "মেয়েটাকে নামিয়ে নিই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর কামরার দিকে চলিলেন।

মেয়েদের কামরার দুয়ারটা খুলিয়া মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—"শীগ্‌গির নাম্—এখনি গাড়ী ছাড়্‌বে।"

বলিয়া তিনি গাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সে ক্ষণেকের জন্য মাত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি যেন সংজ্ঞালাভ করিয়া ভাবিলেন, হয় ত কামরা ভুল হইয়াছে। একবার

এদিকে একবার ওদিকে বার দুইয়েক ঘুরিয়া দেখিলেন মেয়ে কামরা কাছাকাছির মধ্যে আর একটাও নাই। আব ভুল হইবারই বা সম্ভাবনা কোথায়? এই তো চুঁচূড়া ষ্টেশনে নিজে তিনি লক্ষ্মীকে মধ্যম শ্রেণীর মেয়ে কামরায় উঠাইয়া দিয়া দু তিন খানা কামরার পর নিজে উঠিয়াছিলেন। ইহারি মধ্যে কোথা দিয়া কি হইল?

তাড়াতাড়ি আবার সেই কামরার কাছে আসিয়া বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁগো বাছা সকল! চুঁচূড়া থেকে বলাগড়ের মধ্যে কোন ষ্টেশনে লক্ষ্মী বলে একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে নেমে গেছে?"

দুই একটি মহিলা ঘোমটার মধ্যে একটু ফুস্‌ফাস্ করিল। একটী প্রৌঢ়া বলিলেন—"সে তো বোধ হয় হুগলী ষ্টেশনেই নেমে গেছে।"

সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা হলেই সর্ব্বনাশ হয়েছে, বলিয়া দু'একবার হাত পা আছড়াইতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধও একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িতেই বৃদ্ধ রমানাথকে বলিল, "কি হয়েছে, বল ত বাবাজী।"

রমানাথ অত্যন্ত হতাশভাবে বলিলেন—"আর কি হয়েছে? যেমন অদৃষ্ট তেমনই তো হবে। পাছে কল্‌কাতা দিয়ে এলে কোন গোলমাল হয় কোন জানাজানি হয়, তাই এত করে পথ ভাঁড়িয়ে নৈহাটির ঘাট পার হয়ে চুঁচূড়ায় এসে উঠলাম। এর মধ্যে মেয়েটাকে কে লুকিয়ে ফেলেছে কি সে ভুলে কোথা নেমে পড়েছে—কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে!"

বৃদ্ধ একটু ভাবিয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবাজী! মেয়েটীকে ঠিক এনেছিলে তো?"

রমানাথ বক্তার মুখের পানে ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া

বলিলেন—"বলেন কি মশায়? মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল; এতক্ষণ আমি ভান কচ্ছিলাম বলে আপনার মনে হ'ল?"

বৃদ্ধ বলিল, "কি করে বল্‌ব বলুন। কিছুই বলা যায় না, যে দিন কাল পড়েছে। নইলে আপনার মত বয়সে উপযুক্ত পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে কন্যা বলি দিয়ে কেউ কি নিজে বিয়ে করতে চায়? আর কল্‌কাতায় শুনেছি এর চেয়ে ভাল অভিনয়ও লোকে কর্‌তে পারে। যার কোন দিন বাপের জন্মে বিবাহ হয় নি, সেও শুনেছি না কি স্ত্রী বিয়োগের উপলক্ষ্য করে' ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে!"

রমানাথ কাতর হইয়া বলিলেন, "মশায়! মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। আমাকে যে দিব্য কর্‌তে বলেন সেই দিব্য করছি। একটুও প্রতারণা করি নি। না বিশ্বাস করেন, এই চক্কোত্তিকে জিজ্ঞাসা করুন—ইনিও তো বরাবর আমার সঙ্গে আসছেন।°

চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিল। কিন্তু এই ভাবিয়া তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না যে অতবড় প্রবল জমীদার রমানাথ মুখুয্যে কি না একটা যে সে লোকের কাছে এতখানি মিনতি করিতেছে! কিসের জন্য? না একটা বিয়ের জন্য? দুত্তোর বুড় বয়সে বিয়ে!

প্রকাশ্যে সে বলিল—"কেন যে মশায় বড়বাবুর কথায় বিশ্বাস কর্‌ছেন না তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। থিয়েটারে হয় বটে তা সে কল্‌কাতায় ষ্টার মিনার্ভা এই সব জায়গায়। বলাগড় ষ্টেশনে ত নয়। তার চেয়ে চলুন বড়বাবু এক কাজ করা যাক্‌।—কোথায় যে সে নেমে গেছে—স্বেচ্ছায় নেমে গেছে কি কেউ নামিয়ে নিয়ে গেছে—কিছুই ঠিক নেই—এ অবস্থায় আপাতত কটা ষ্টেশনেই ষ্টেশন মাষ্টারের

নামে তার করে দেওয়া যাক্—একটী সতের আঠার বছরের মেয়ে ভুলক্রমে নেমে পড়েছে কি না।”

রমানাথ তৎক্ষণাৎ ইহার অনুমোদন করিলেন। বৃদ্ধেরও বিশ্বাস হইল যে ব্যাপারটা অভিনয় নহে। সেও ইহাতে সায় দিল। চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ সব-কটী ষ্টেশনে তার করিয়া দিল; এমন কি চুঁচুড়াও বাদ দিল না; ভাবিল কি জানি যদি উঠাইয়া দেওয়ার পরেই মেয়েটা স্বেচ্ছায় নামিয়া পড়িয়া থাকে। হাজার হউক বয়স তো হয়েছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিলেও কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা হয় ত অনুমানে বুঝিয়াছিল।

জবাব আসিলে পাঠাইবার ব্যবস্থাদি করিয়া চক্রবর্ত্তী রমানাথের কাছে ফিরিল। বলিল—“চলুন, সব ব্যবস্থা ত করা গেল, এখন বাসায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক্‌গে। দেখা যাউক ওধারের ব্যাপার কতদুর গড়ায়।”

ওধারের ব্যাপার গড়াইল বহুদূর। হারাধনের পিতা আমাদের পূর্ব্বদৃষ্ট প্রৌঢ় লোকটির নাম সিদ্ধেশ্বর। তিনি তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন ও সমস্ত শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন। ঘণ্টা কয়েক পরেই তারের জবাব আসিল—কোন ষ্টেশনেই কোন বিবাহযোগ্যা কুমারী নামিয়া পড়ে নাই। প্রৌঢ় স্পষ্টই বলিয়া গেলেন—“যদি মেয়ে ফিরাইয়া আনিতে পারেন তবেই আপনার বিবাহ হইবে। নইলে ‘শুধু মুখেই’ ফিরিতে হইবে।”

রাত্রি দশটার সময় স্বয়ং ‘ডাক্‌তার হারাধোন গাংগুলি’ আসিয়া উপস্থিত। চোখে তখন তাহার রংয়ের ঢেউ, মুখে কথার বন্যা।

আসিয়াই তাহার প্রথম কথা—"কোনটি আমার ভাবী শ্বশুর মশায় ? এদিকে এস তো বাবা ! বলাগোড় এসে হারাধন ডাক্তারের সঙ্গে চালাকি ! ভেবেছিলাম এলেই একটা প্রণাম করব—তার পথ তো নিজেই খেয়ে এসেছ বাবা। তোমরা চলে এলে, মেয়েটিকে কোথায় রেখে এলে বল দিকি ? এ তো আর একটা মার্বেল নয় যে গড়াতে গড়াতে প্ল্যাটফরমে পড়ে গেল দেখতে পেলে না। ঘর দুয়োর সব খোলো দেখি বাবা ; এসেই কোথাও লুকোও নি তো ?"

টলিতে টলিতে হারাধন সব ঘরগুলি দেখিল। তার পর রমানাথের হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "ওহে আর-একটু-হলেই শ্বশুর ! একবার বাক্সগুলো, বিছানাগুলো খুলে দেখাও দেখি, ওর মধ্যে লুকিয়ে রাখো নি ত ?"

রমানাথ অবাক্ ! ভাবী জামাতা কতটা গুণধর তাহা অনুমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতখানি গুণধর আগে বুঝিতে পারেন নাই। কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতালটা শেষে কি করিয়া বসে এই ভয়ে সত্য সত্যই রমানাথকে বিছানা খুলিয়া দেখাইতে হইল।

যখন কোনখানেই বধূকে পাওয়া গেল না, তখন হারাধন ডাক ছাড়িয়া খানিকটা তাহার 'ভলাণ্টিয়ার' স্ত্রী আর ভাবী 'বাধ্য করা' স্ত্রীর নাম ধরিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইল।

চক্রবর্ত্তী একটু পরে বলিল,—"বড়বাবু, কাজটা বড়ই গর্হিত হচ্ছিল। দুঃখ করবেন না, ভগবান বাঁচিয়েছেন। আপনি বিয়ে করবেন এ কাজটা ন্যায় না হলেও তেমন ভয়ানক নয় ; কারণ, বেশী বয়সে লোকে যে বিয়ে করছে না তা নয়—বিশেষ আপনার যখন রাজার অবস্থা।

কিন্তু মেয়েটীকে যে এই পাঁড়-মাতালের হাতে ধরে দেওয়া হচ্ছিল, সেটা যে হ'ল না সেই ভাল।

"সত্যি বল্‌ছি বড়বাবু! মেয়েটার মুখের দিকে চাইতে কষ্ট হচ্ছিল। কি কর্‌ব মোসাহেবের চাকৃরি—তাই আপনার মনস্তুষ্টির জন্য একটু আধটু হাসি তামাসা কচ্ছিলাম।"

রমানাথের জ্ঞান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। তিনি এক ধমক দিয়া কহিলেন—"থাম দিকি চক্কোত্তি। তুমিও যে শেষে আমাকে হিতোপদেশ দিতে লাগ্‌লে। রমানাথ মুখুয্যে কারো উপদেশের ধার ধারে না তাও কি ভুলে গেলে? আমি এদেরও দেখে নেব—তাদেরও দেখে নেব। বিয়ে দেব না বল্লেই হ'ল!—আর মেয়েটাকে কে সরালে? সে সব দিকে চোখ রাখ্‌তে পারলে না! কেন কি কত্তে তোমাদের সঙ্গে এনেছিলাম? এসে লেক্‌চার দিতে—না খালি ফলার মার্‌তে?"

চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে রমানাথ একটু নরম হইয়া বলিলেন, "সে সব কথা যাক্ চক্কোত্তি—এখন কি করে কি হ'ল বল দেখি! লক্ষ্মী নিজে নেমে গেল, না কেউ তাকে নামিয়ে নিলে? তোমার কি মনে হয়?"

চক্রবর্ত্তী মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে বলিল—"কি করে জান্‌ব বলুন। এ সব যদি বলবার ক্ষমতা থাকৃত তাহলে কি আর মোসাহেবি করে যেখানে সেখানে ফলার মার্‌তে আসি। কল্‌কেতায় শম্ভুনাথ জ্যোতিষার্ণব বলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গণনায় লেগে যেতাম।"

রমানাথ তখন চক্রবর্ত্তীকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ চক্রবর্ত্তী রাগ ভুলিয়া গেল।

সারারাত্রি ধরিয়া অনুমানাদি চলিল—লক্ষ্মী কি করিয়া গেল, কোথায় নামিল, নিজের ইচ্ছায় নামিল, না কেহ নামাইয়া লইল?

নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। বয়স্থা মেয়ে নিজেও পলাইতে পারে, কেউ সাহায্যও করিতে পারে। রমানাথ বলিলেন—"যদি কেহ নামাইয়া লইয়া থাকে তবে সে শঙ্কর। সে যে রকম ছেলে—এ রকম কাজ সে অনায়াসে করিতে পারে। যদি সেই করিয়া থাকে?" রমানাথ একটা বড় রকমের শপথ করিয়া বলিলেন, যে তিনি ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইবে।

দুইজনে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে রাত্রি প্রভাত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিফল মনোরথ

ভাবিয়া চিন্তিয়া রমানাথ স্থির করিলেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এখনও দুইদিন বাকী আছে—ইহার মধ্যে লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এখানে আনা অসম্ভব নহে। যদি তাহা না হয়, তখন অন্য উপায় দেখা যাইবে।

চক্রবর্ত্তী সন্ধান লইবার জন্য দুপুরের ট্রেণে বাহির হইল। রমানাথ বলিয়া দিলেন—"যাহাদের বিবাহে আপত্তি করিবার সম্ভাবনা তাহাদের প্রত্যেকের ওখানে সন্ধান লইতে হইবে। যথা অমরের বাসা, শঙ্করের বাসা, শিবধ্যানের বাড়ী এবং শঙ্করদের বাড়ী। চক্রবর্ত্তী আসিয়া সন্ধান দিলে তখন রমানাথ মুখুয্যে একবার দেখিবে এ বয়সেও সে কি কাণ্ড করিতে পারে।"

চক্রবর্ত্তী ষ্টেশনে আসিবার পথে ঠিক করিল প্রথমে শ্রীরামপুর নামিবে—সেখানে না পাইলে অমরের নিকট হইতে শঙ্করের ঠিকানা জানিয়া সেখানে সন্ধান লইবে। দুই জায়গা হইতে কিছু জানিতে না পারিলে একবারে টাকী যাইবে এবং যেরূপে হউক তৃতীয় দিনের মধ্যে বলাগড় ফিরিতেই হইবে।

শ্রীরামপুরে গাড়ী হইতে নামিয়া চক্রবর্ত্তী ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পাশ দিয়া একখানা গাড়ী চলিয়া গেল।

বিস্ময়ে চক্রবর্ত্তী দেখিল গাড়ীর মধ্যে শঙ্কর বসিয়া। গাড়ী ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে ভিতর হইতে শঙ্কর, শিবধ্যান, সুধীর, অমর ও লক্ষ্মী নামিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে শিবধ্যানের বরের এবং লক্ষ্মীর বধূর বেশ!

চক্রবর্ত্তী ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া উহাদের অগোচরে উহাদের বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না লক্ষ্মীকে শঙ্করই কোন রকমে নামাইয়া লইয়াছে এবং রাতারাতি শিবধ্যানের সঙ্গে বিবাহ দিয়া এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে। চক্রবর্ত্তী সত্যই ইহাতে আনন্দ অনুভব করিল ও মনে মনে শঙ্করের প্রশংসা করিল। শঙ্করের দল প্লাটফরমের উপর গেলে চক্রবর্ত্তীও ধীরে ধীরে ফিরিল। দূর হইতে লক্ষ্য করিল উহারা waiting roomএ গিয়া বসিল ও শঙ্কর আসিয়া টিকিট কাটিয়া লইয়া গেল। শঙ্কর যে হাওড়ার টিকিট কাটিল তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিয়া চক্রবর্ত্তী একখানা হাওড়ার থার্ডক্লাশের টিকিট কাটিল ও একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে গাড়ীর অপেক্ষায় থাকিল। মিনিট দশেক পরে একখানি লোকাল ট্রেণ আসিল। শঙ্করের দল কোন কামরাতে উঠিল তাহা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া চক্রবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল।

গাড়ীতে বসিয়া চক্রবর্ত্তী ভাবিতে লাগিল,—উহারা এখন কোথায় যাইবে? টাকী না কলিকাতায়? যদি কলিকাতায় এখন উঠে তাহা হইলে তো খুব সম্ভব শঙ্করের বাসাতেই উঠিবে এবং শঙ্করের বাসার ঠিকানা জানিয়াই সে ফিরিয়া আসিবে। কলিকাতায় না থাকিলে নিশ্চয়ই টাকী যাইবে; তাহা হইলে তাহারা বেলগাছিয়া ষ্টেশনে উঠিলেই সে

সে তখন ফিরিতে পারিবে। সে ত এখনি অনায়াসে বলাগড় ফিরিতে পারিত; কারণ বিবাহ যখন হইয়া গিয়াছে—তখন আর সন্ধানেই বা প্রয়োজন কি? কিন্তু রমানাথ নিশ্চয়ই জানিতে চাহিবে কোথায় তাহারা, কাজেই সে উত্তরটাও লইয়া যাওয়া চাই।

আসিয়া একেবারে উহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই মিটিয়া যায়—বাবু, তোমরা কোথায় যাইতেছ। কিন্তু তাহাতে একটা বিপদ আছে। পরে যদি রমানাথ কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায় তখন উহারা বলিবে এই চক্রবর্ত্তী গুপ্তচর হইয়া সব খবর দিয়াছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নহে। গোপনেই সে সংবাদ লইয়া ফিরিবে।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ আসিল। শঙ্কররা নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও নামিয়া পড়িল ও উহাদের অনুসরণ করিল। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই শঙ্কর একখানা ট্যাক্সি লইয়া তাহাতে সকলে উঠিল ও ড্রাইভারকে বলিল গাড়ী সিমলা ষ্ট্রীট যাইবে—শ্রীমানী বাজারের পিছনে।

মোটামুটি স্থানটা জানিলে চক্রবর্ত্তীর চলিবে না। কোন বাড়ীতে উহারা উঠিল তাহাও জানিয়া যাইতে হইবে। সেও তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল ও বলিল—সিমলা ষ্ট্রীট শ্রীমানি বাজারের পিছনে চল। গাড়ী ছাড়িল। চক্রবর্ত্তী শঙ্করের গাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিল। হাওড়ার পুল ছাড়াইলেই চক্রবর্ত্তী বলিল—"বাবু, আমাকে খুব শীঘ্র সিমলা ষ্ট্রীটে পৌঁছে দাও—আমি তোমাকে এক টাকা বকশিস দিব। যে সময়ে ট্যাক্সি সাধারণত যায় তাহার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট আগে।"

ড্রাইভার "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া গাড়ী বেগে চালাইল ও অতি শীঘ্র

ঠিক শ্রীমানী বাজারের পিছনে আসিয়া নামাইয়া দিল। ভাড়া ও পুরস্কার দিয়া চক্রবর্ত্তী গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বাজারের গেটের কাছেই সে একটু প্রচ্ছন্ন ভাবেই রহিল। মিনিট দুই-এক পরেই একখানি ট্যাক্সি আসিয়া একটা ছোট দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হর্ণ দিতেই শঙ্করের পুরাতন ভৃত্য সনাতন ছুটিয়া বাহিরে আসিল। চক্রবর্ত্তী তাহাকে চিনিল এবং নিঃসংশয়ে বুঝিল ইহাই শঙ্করের বাসা। ট্যাক্সি ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। চক্রবর্ত্তীও তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল। কোন দোকানে জলযোগ সারিয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী হাওড়ায় ফিরিল ও সন্ধ্যার দিকে একটা ট্রেণ ধরিয়া পুনরায় বলাগড় যাত্রা করিল। চক্রবর্ত্তী টের পাইল না যে লক্ষ্মীর দৃষ্টি হঠাৎ তাহার উপর একবার পড়িয়াছিল।

যথাসময়ে বলাগড়ে পৌঁছিয়া চক্রবর্ত্তী সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে রমানাথের গোচর করিল।

সমস্ত শুনিয়া রমানাথ নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া তাহাকে এইরূপে অপদস্থ করিল ও তাহার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিল! শঙ্কর তো পূর্ব্ব হইতেই তাহার শত্রুতা করিতেছে! শেষটা তাহার নিজের পুত্রও শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিল! আচ্ছা রমানাথও ইহার প্রতিকার করিতে জানে। সকলকেই সে শিক্ষা দিবে।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী গিয়া হারাধনের পিতাকে ডাকিয়া আনিল। রমানাথ বলিল,—"আমার এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ছেলে ও ভাইপো মিলে লক্ষ্মীকে নামিয়ে নিয়েছে; আর যে ছেলেটীর সঙ্গে তার পূর্ব্বে

বিবাহের কথা ছিল তারই সঙ্গে আমার অমতেই বিবাহ দিয়াছে। কাজেই আমার একটা প্রতিশ্রুতি আমি রাখ্‌তে অপারগ; কিন্তু এর জন্য আমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। আপনি দেখ্‌ছেন আমি যথাসাধ্য এর জন্য চেষ্টা করেছি। সে কথা যাক্ এখন কি হলে আপনি বিয়ে দিতে পারেন বলুন।"

সিদ্ধেশ্বর বলিল—"না। আমার ছেলের বিবাহ না হলে ভাইঝির বিবাহ দিব না।"

রমানাথ বলিল—"আমি যে দু'হাজার টাকা যৌতুক দিতে চেয়েছিলেম তা আমি দিয়ে যাব। তাহলে রাজি আছেন?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল—"না।"

রমানাথ পুনরায় বলিল,—"আচ্ছা আমি আরও দু'হাজার বেশী দেব।"

সিদ্ধেশ্বরের একটু লোভ হইল, কিন্তু ছেলে হারাধনের মেজাজ সে জানিত,—বিবাহের সম্ভাবনা সুদূর হইয়া যাওয়ায় সে প্রায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহ হইবে না, অথচ ভাইঝির বিবাহ দিলে সে যে কি করিয়া বসিবে তার ঠিক নাই।

সিদ্ধেশ্বর তথাপি সম্মত হইতে পারিল না। রমানাথ বলিল—"দেখুন বিবাহ কর্‌তে এসে বিবাহ না করে গেলে বড়ই অপমান, সেজন্য আমার এত আগ্রহ। আমি আপনাকে দু'হাজার আপনার ছেলেকে দু'হাজার আর মেয়ের মাকে দু'হাজার টাকা দিতে রাজি আছি। আপনি দয়া করে একবার শেষ চেষ্টা দেখুন। দেখ্‌ছেন তো আমার এতে কোন দোষ নেই।"

চেষ্টা করিবে এবং সকালে সংবাদ দিবে বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বিদায় হইল।

হারাধনের কাছে কথাটা পাড়িতে হারাধন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। যতরকম সাধু অসাধু ভাষা তাহার জানা ছিল সবগুলি ব্যবহার করিয়া সে পিতাকে জানাইল যে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে সে একেবারে ভীষণ অনর্থ করিবে। পুলিশের কাছে বাপের কীর্ত্তির কথা লিখিয়া দিয়া বিষ খাইবে। তখন বাছাধন মজাটা টের পাইবে।

ইহার পর খুড়িমার কাছে গিয়া বলিয়া দিল যে, "টাকীর সেই বুড়োর কাছে টাকা খাইয়া তাহার পিতা তাঁহার মেয়ের বিবাহের চেষ্টায় লাগিয়াছে।" পরে তাহার সঙ্গীদের লইয়া গভীর রাতে রমানাথের বাসায় আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া জানাইল, যে যদি কাল সকালে উঠিয়া তাহাকে সে এখানে দেখিতে পায় তো গুণ্ডা দিয়া তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিবে।

পরদিন প্রভাতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বর জবাব দিল যে এ ক্ষেত্রে বিবাহ অসম্ভব।

রমানাথ তখন সদলবলে লজ্জায়, ক্ষোভে ও ক্রোধে সে স্থান ত্যাগ করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শঙ্করের বিপদ

সুধীর হাওড়া হইতে আর শঙ্করের বাসায় আসে নাই ; কলিকাতায় কাজকর্ম্ম পথে সারিয়া লইয়াই বাড়ী যাত্রা করিল।

শঙ্কর ইচ্ছা করিয়াই বরবধূকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাসায় আসিয়াছিল। অমরের ভয় হইতেছিল, যদি তাহার পিতা হঠাৎ শ্রীরামপুর পৌঁছিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসেন ; টাকীতেও সেই এক ভয়। সে কারণ শ্রীরামপুরে কুশণ্ডিকা শেষ করিয়াই সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। স্থির হইয়াছিল যে শঙ্করের বাসাতেই তাহারা সপ্তাহখানেক থাকিয়া পরে টাকী ফিরিবে। কারণ এই ব্যাপারের পর রমানাথ নিশ্চয়ই কয়েকদিন ভীষণ ক্রুদ্ধ থাকিবেন এবং কয়েকদিন পরে সে ক্রোধের অধিকাংশ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা।

বাসায় শঙ্করের নামে কয়েকখানি পত্র আসিয়াছিল। পত্রগুলি শঙ্কর এক এক করিয়া পড়িতে লাগিল। পত্রগুলির মধ্যে একখানি শঙ্করকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। পত্রখানি সুধীরের পিতা হরসুন্দরের লেখা। তিনি লিখিয়াছেন—

বাবা, তোমার স্বভাব ও আচরণে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তোমার মধ্যে এমন একটী সরলতা ও শক্তি আছে যাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমরা আমাদের করণীয় ঘর। আমার বিশেষ ইচ্ছা,

যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমার মধ্যমা কন্যা লীলাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করি। তোমার ইহাতে সম্মতি আছে জানিতে পারিলে তোমার পিতার সম্মতি গ্রহণের চেষ্টা করিব। আশা করি তোমাদের কুশল সংবাদ সহ এ সম্বন্ধে তোমার মতামত আমাকে সত্বর জানাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীহরসুন্দর দেবশর্ম্মা।

লীলাকে অত সহজে পাওয়া যাইতে পারে ইহা শঙ্কর কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার বাসায় অমর, শিবধ্যান, লক্ষ্মী আসিয়াছে; তাহাদের আহারাদি ও শয়নের সুব্যবস্থা তাহাকেই করিয়া দিতে হইবে। এই কাজকর্ম্মের মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ তাহার এই পত্রের কথা মনে হইতে লাগিল। রাত্রে শঙ্করের ঘুম হইল না। সে ভাবিতে লাগিল—এখন আমি কি করিব। নিশ্চয়ই লীলা সে কথা কাহাকেও বলে নাই। কিন্তু লীলা তো তাহা জানে। সে তো কিছুতেই আমাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না। যখন সে ভাবিল যে আমি সমস্ত কথা গোপন করিয়া তাহাকে লাভ করিয়াছি তখন সে আমাকে কতখানি, না জানি, হীন ভাবিবে।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিল। সেদিন যদি সে লীলাকে দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিত, আজ তাহা হইলে লীলাকে লাভ করা তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইত না।

সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া শঙ্কর স্থির করিল, সব কথা—তাহার সেদিনকার

সেই দুর্ব্বলতা লীলার পিতাকে জানাইবে। সে যে লীলার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তাহার অযোগ্য, সে কথাও তাঁহাকে বলিবে। ইহাও লিখিবে যে ইহার পরেও তিনি যদি লীলাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত এরূপ পত্র দেন, তাহা হইলে সে তাহা অসীম সৌভাগ্য বিবেচনা করিবে।

উক্ত মর্ম্মে রাত্রে চিঠি লিখিয়া খামে আঁটিয়া সকালেই ডাকঘরে গিয়া সে তাহা স্বহস্তে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল। বাক্সে চিঠি পড়িবামাত্র যে শব্দ হইল তাহাতে শঙ্কর চকিত হইল। তাহার মনে হইল, এই শব্দের সঙ্গে যেন তাহার সৌভাগ্যের দুয়ার বন্ধ হইয়া গেল। পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল। একবার ভাবিল তাঁহাকে বলিয়া চিঠিখানা ফিরাইয়া লই এবং তাহার পরিবর্ত্তে শুধু সম্মতিসূচক একখানি পত্র লিখিয়া দিই। কিন্তু আর তাহা হয় না। অদৃষ্টকে সে আগে নিজহস্তে রচনা করিয়া ফেলিয়াছে,—এখন আর নূতন করিয়া রচনা করা চলে না।

এক রাত্রির দুশ্চিন্তা ও অবসাদে শঙ্করের আকৃতিতে অনেকটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আসিতে লক্ষ্মী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—"বড়দা তোমার অসুখ করেছে কি ?"

শঙ্কর। না, হঠাৎ অসুখ করবে কেন রে ?

লক্ষ্মী। তোমার চেহারাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে।

শঙ্কর। ও কিছু নয়, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তাই।

অমর। বড়দার তো পরিশ্রমটা ক'দিন কম হয় নি। তার উপর এত বড় একটা দায়িত্ব।

শিবধ্যান। লক্ষ্মী আবার একটা ভয়ের কথা বলছিল।

শঙ্কর। কি?

শিবধ্যান। যখন আমরা কাল বাসার সাম্‌নে এসে নামি, তখন চক্রবর্ত্তী বাজারের গেটের কাছ থেকে লক্ষ্মীকে দেখেই চট্ করে সরে যায়। তার ভাবে লক্ষ্মীর মনে হ'ল, যেন সে খালি আমাদের সন্ধান নিতে এসেছিল।

অমর। তা হলে বাবাই তাকে খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন।

শঙ্কর। তা ছাড়া আর কে পাঠাবেন, বল। তা'হলে দেখছি কলকাতায় তোমাদের রাখা চলে না। কারণ, রাগের বশে জ্যাঠা-মহাশয়ের কোন একটা গোলমাল করা অসম্ভব নহে। আর সে গোল-মাল কল্‌কাতায় তিনি যত সহজে করতে পারবেন, টাকীতে তত সহজে পারবেন না। তাহলে আজ দুপুরের ট্রেণেই তোমরা টাকী চলে যাও। গিয়ে বরাবর আমাদের বাড়ীতে উঠ্‌বে। আমি বাবাকে সব কথা লিখে দিচ্ছি।

অমর। আমাকে তাহ'লে আজই ফিরে যেতে হয়। আমার তো ছুটীও বেশী নেই। আর আমি টাকী গেলে লক্ষ্মীদের কোন সুবিধাও হবে না।

শঙ্কর। তুমি আজই যেতে পার।

লক্ষ্মী। তুমি যদি আবার বিপদে পড়?

শঙ্কর। আমার আর সাংঘাতিক কি বিপদে হবে। যদি বা কিছু গোলযোগে পড়ি, সে গোলযোগ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

লক্ষ্মী। তার চেয়ে তুমিও এখন কেন দিন কতক চল না।

শঙ্কর। সে হবে'খন। শিবধ্যান তোকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে যখন বৌভাত কর্‌বে তখন যাব। আমাকে ত নিমন্ত্রণ করবেই, কারণ আমি হ'লাম সব চেয়ে বড় কুটুম্ব।

লক্ষ্মী লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল।

লক্ষ্মী নববধূ হইলেও, সেই এখানে গৃহকর্ত্রী। রন্ধনাদির ব্যবস্থা সেই করিল। দুপুরের পর অমর শ্রীরামপুরে ফিরিয়া গেল। শিবধ্যান ও লক্ষ্মীকে শঙ্কর টাকীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিল; যদি কোন প্রয়োজন হয় ভাবিয়া শঙ্কর সনাতনকে সঙ্গে দিল। পিতার নামে একখানি চিঠি পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়াছিল। পত্রখানি শঙ্কর সনাতনের হাতে দিল।

বাসায় ফিরিয়া শঙ্কর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, হাতের কাজ তো সব শেষ হইল,—এখন কলিকাতায় বসিয়া কি করিবে? লীলার পিতার পত্রের অপেক্ষা করিবে; কিন্তু সে পত্র কি আর আসিবে? হয় ত—হয় ত-ই বা কেন—নিশ্চয়ই তিনি ঘৃণায় আর পত্র দিবেন না। তবু অপেক্ষা করিতেই হইবে এবং যতদিন না নিশ্চিত কিছু জানা যায়—এই উদ্বেগ সহিতে হইবে।

অপরাহ্নে শঙ্কর সজ্জিত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইবে এমন সময় দুয়ারের কড়া নাড়ার শব্দ হইল। দুয়ার খুলিতেই একজন পুলিশের কর্ম্মচারী ও দুইজন কনষ্টেবল ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর একটু বিরক্ত হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছেন?"

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল "বোধ হয় আপনাকেই—আপনিই শঙ্কর মুখার্জ্জি বোধ হয়?"

শঙ্কর। সম্ভব।

কর্ম্মচারী। আপনার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের তো দেখ্‌ছিনে—তাঁরা কোথা গেলেন!

শঙ্কর। তাঁরা গেছেন অন্যত্র।

কর্ম্মচারী। অন্যত্র মানে?

শঙ্কর। অন্য স্থানে।

কর্ম্মচারী। ধন্যবাদ! আপনাকে শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করি নি। সেটা আমি জানি।—তাঁরা কোথায় সেটুকুই আমি জান্‌তে চেয়েছি।

শঙ্কর। তাঁরা কোথায় সেটুকুই আমি এখন বল্‌তে চাই নি। এখন আমাকে আপনাদের কি প্রয়োজন—দয়া করে বলুন।

কর্ম্মচারী। আপনার বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগ, সেজন্য আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার কর্‌তে এসেছি।

শঙ্কর। কি অভিযোগ?

কর্ম্মচারী। আপনি টাকীর জমীদার রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে তাঁহার অসাক্ষাতে ও অমতে গাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন। সে জন্য আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার কর্‌লাম। এই দেখুন,—বলিয়া একখণ্ড কাগজ শঙ্করকে দেখাইল।

শঙ্কর। বেশ, চলুন।

ঘর-দুয়ার তালা বন্ধ করিয়া শঙ্কর পুলিশ কর্ম্মচারীর অনুগামী হইল। একখানা গাড়ী নিকটেই ছিল, কয়জন তাহাতে উঠিয়া বসিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

র মন

সুধীর বাড়ী গিয়া লক্ষ্মী সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে সকলকে বলিল। শুনিয়া শঙ্করের প্রতি তাহাদের সম্ভ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ইলা পর্য্যন্ত টিপ্পনী করিবার কিছু পাইল না।

হরসুন্দর বলিলেন—"দেখলে, আমি তো বলেছিলাম—শঙ্করের ভিতর একটা বিশেষ শক্তি আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। বাপের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মেয়েকে রক্ষা করা কি সোজা কথা!"

সুধীর বলিল "আহা, মেয়েটীকে যদি আপনি দেখতেন বাবা, আপনার চোখে জল আস্ত। একটা কথার উত্তর দিতে তার চোখে জল আস্ছিল। সে, তার ভাবী স্বামী শিবধ্যান, কারও ভরসা ছিল না যে তাদের সুদিন আস্বে। আমিও প্রথমে ভরসা করতে পারি নি যে শঙ্কর সফল হবে। কিন্তু এমন ধীর ভাবে চারি দিক ভেবে সে কাজে হাত দিয়েছিল, আর এমন করে সে আমাদের সবাইকে কিছু কিছু কাজের ভার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমাদের মন থেকে সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গিয়েছিল।"

লীলা বলিল—"হাওড়া ষ্টেশনে যখন মেয়েটি এলো, তখন তো তোমাদের অবস্থা বড় কঠিন হয়েছিল?"

সুধীর। উঃ! বিলক্ষণ কঠিন। আমি তো একেবারে মুষড়ে গিয়েছিলেম। শঙ্কর খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল; কিন্তু সে নিরাশ হয় নি। সে সময় এমন স্থির বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে কাজ করেছিল, যার জন্য তাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

লীলা। যদি ওরা নৈহাটির ঘাট পার না হয়ে আগের গাড়ী করে ব্যাণ্ডেলে পৌছিত, তা হ'লে তোমরা কি করতে?

সুধীর। তাহলেও তেমন বিশেষ অসুবিধা হোত না, শঙ্কর ব্যাণ্ডেলে এসে অপেক্ষা করত; ওদের সঙ্গে আমিও পৌছুতাম। ও লাইনের গাড়ীতে উঠবার আগে শঙ্কর একটা উপায় বার করতই।

লীলা। কিন্তু যদি ধরা পড়্‌তে?

সুধীর। পড়্‌তাম—তথন দেখা যেত। যা হতে যাচ্ছিল তার চেয়ে ত বেশী কিছু খারাপ হ'ত না।

হরসুন্দর। এই জন্যই ত শাস্ত্র-বচন আছে কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। তোমার অধিকার কর্ম্ম করবার মাত্র। ফল কি হবে বা না হবে—ভাবতে গেলে কর্ত্তব্যে বাধা পড়্‌বে।

সুধীরের মাতা। ছেলেটি ভাল তাতে সন্দেহ নেই। তবু একটু যেন জেদী।

হরসুন্দর। ভাল দিকে নিয়ে যেতে পার্‌লে জিদ ভাল জিনিস। এই জন্যই আমি ছেলেটার মতামত জান্‌বার জন্য তাকেই পত্র দিয়েছি। দু'এক দিনের মধ্যেই উত্তর আস্‌বে।

পত্রলেখার বিষয় লীলা কতকটা জানিত। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

ইলা বলিল—"আচ্ছা দাদা, হঠাৎ ওর এখান থেকে চলে যাওয়ার কারণ কি—তা কিছু বল্লে ?

সুধীর। শুধু বল্লে সে এমন একটা অন্যায় করেছে যার জন্য তার মনে অশান্তি হয়। সে জন্য সে আর চুপচাপ থাক্‌তে পারে নি। এখান থেকে সে কোথায় গিয়েছিল জানিল্ ইলা !—

"না বল্লে কি করে জান্‌ব ?"

সুধীর। এখান থেকে সে নবদ্বীপ যায়। তার পর নবদ্বীপ থেকে হাঁটা পথে কল্‌কাতা।

ইলা। এই সমস্তটা হাঁটা পথে ! এ যে অদ্ভুত খেয়াল !

সুধীর। তা বটে, কিন্তু এর ভিতর শঙ্করের কোন উদ্দেশ্য থাক্ আর না থাক্, ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল। হাঁটা পথে গিয়েছিল বলেই না সে তার জ্যাঠামহাশয়ের চক্রান্ত সব টের পেয়েছিল !

হরসুন্দর। সে কথা সত্য। ভগবান্ যে কি উদ্দেশ্যে কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা বোঝা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ইহার পর সকলে আপন আপন কাজে উঠিয়া গেলেন। লীলাও আপন কক্ষে গেল। শঙ্কর কি যে অন্যায় করিয়াছে আর কেনই বা তাহার অনুশোচনা, সে কথা লীলা ব্যতীত আর কেহ বুঝিল না। ইহার পর হইতে শঙ্করের মূর্ত্তি, শঙ্করের চিন্তা তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল। অন্যায় করিয়া শঙ্কর তখনি সে অন্যায় স্বীকার করিয়াছিল। ইহার পর আবার কেন তিনি এত কষ্ট করিতে গেলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মে হাঁটা পথে নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা কেন তিনি হাঁটিতে গেলেন। তাহারি উপর শঙ্কর অন্যায় করিয়াছিল ; কিন্তু সে তো চেষ্টা করিয়াও শঙ্করের

উপর রাগ আনিতে পারিতেছিল না। তবে কেন এত অনুশোচনা, এই শাস্তি গ্রহণের প্রয়াস!

যতই লীলা শঙ্করের কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতি লীলার অনুরাগ বদ্ধমূল ও প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

লীলা ভাবিতে লাগিল, বাবার পত্র পাইয়া তিনি কি ভাবিতেছেন? সে দিনকার কথা যদি তাঁহার সত্য হয়, তাহা হইলে প্রীত না হইবার কোন কারণ নাই। আর তিনি সত্যশীল, সত্যই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য,—কেন তিনি অসত্য বলিবেন? তাঁহার অনুরাগ, তাহার প্রবল অভিব্যক্তি কোনটিই তো কপট বলিয়া মনে হয় নাই।

কবে তাঁহার চিঠি আসিতে পারে? আজ তিনি সে পত্র পাইয়াছেন। পাইয়া কি উত্তর দিতে পারিবেন? বোধ হয় নানা কাজের মধ্যে সময় করিতে পারিবেন না। যদি রাত্রে একা বসিয়া উত্তর লেখেন, আর কাল সকালে সে পত্র ডাকে দেন, তাহা হইলে পরশু নিশ্চয়ই সে পত্র এখানে আসিবে।

সে পত্রখানি লীলাকে দেখিতে হইবে। বাবা তো টেবিলেই চিঠি রাখিয়া দেন। অন্ততঃ একবার সে পত্রখানি সে লুকাইয়া পড়িবেই।

তার পর একদিন সে সব কথা শঙ্করকে খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। হাঁটাপথে কেমন লাগিয়াছিল, কোথায় কি দেখিয়াছিল, বাবার চিঠি পাইয়া কি মনে হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছেন, সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না—সব কথা শুধাইবে, উত্তর না দিলে ছাড়িবে না।

কল্পনায় লীলা দেখিল, শঙ্করের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া শঙ্করকে

বাহুপাশে বাঁধিয়া সে শঙ্করের বাক্যসুধা পান করিতেছে। লীলার অন্তর আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

দুইদিন পরে যখন শঙ্করের পত্র আসিল, হরসুন্দর পত্র পড়িয়া বাহিরে শুধু বলিলেন, "শঙ্কর আনন্দের সঙ্গে সম্মত হইয়াছে, এবার তাহার পিতাকে লিখিতে হইবে। পিতার টেবিল হইতে গোপনে লীলা সে পত্র লইয়া পড়িল। পড়িয়া মুগ্ধ হইল। শঙ্করের সত্যপ্রিয় অন্তরের সবখানি তাহার প্রীতি-মুগ্ধ মনশ্চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া গেল।

সেই ক্ষণ হইতে সে শঙ্করকে সম্পূর্ণভাবে আপনার বলিয়া মনে করিয়া লইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

ধৃত হইবার পর শঙ্কর জামিনের জন্য চেষ্টা করিল না, পুলিশের নিকট কিছুই বলিতেও রাজি হইল না। বলিল, তাহার যাহা বলিবার একেবারে কোর্টে গিয়া বলিবে। এ ব্যাপার তাহার পিতামাতার কর্ণে কোন প্রকারে উঠিলে তাঁহাদের দুর্ভাবনার সীমা রহিবে না,—এই ভাবিয়া সে কাহারও কাছে খবর দেওয়া উচিত মনে করিল না। ইহার ফলে তাহাকে একদিন হাজতে থাকিতে হইল। সে রাত্রি হাজতে থাকিয়া সে পরদিন বিচারের প্রতীক্ষায় রহিল। তাহার সঙ্গীরা কোথায় ইহা জানিবার জন্য ইনেস্‌পেক্টর অনেক চেষ্টা করিলেন, অনেক ভয়ও দেখাইলেন। কারণ এইটুকুর জন্য রমানাথকে অনেক ব্যয় করিতে হইয়াছিল। নইলে এত সহজে শঙ্করকে পুলিশ ধরিতে চাহিত না। শঙ্কর শুধু দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমাকে ভুল করিয়া ধরা হইয়াছে। যে মেয়েটীকে আমি নামাইয়া লইয়াছিলাম সে আমার জ্যেঠতুত ভগ্নী। বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে নামান হইয়াছিল। বিচারে সব নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।"

প্রথম দিন পুলিশ সময় চাহিল,—মামলা হইল না; কারণ, রমানাথ একটা মোটা টাকা পুলিশের হাতে দেওয়ায় পুলিশ আইন বজায় রাখিয়া শঙ্করকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। কিন্তু মামলা চালাইবার উপাদান পুলিশ বা রমানাথ কেহই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। রমানাথ কলিকাতায়

আসিয়াই আপনার উকিলের কাছে কথাটা পাড়িয়াছিলেন। উকিল বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ কাজ যেন কিছুতেই করা না হয়, করিলে মামলা টিকিবে না—উপরন্তু তাহাতে নিজেকেই অপদস্থ হইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার উত্তেজিত চিত্ত শান্ত হয় নাই। সেজন্য পুলিশের সাহায্যে তিনি শঙ্করকে গ্রেপ্তার করাইয়াছিলেন।

বিচারক স্বেচ্ছায় জামিন দিতে চাহিলেন। শঙ্কর বলিল—আমি জামিনের ব্যবস্থা করিতে চাহি না।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এখানে কি তোমার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই?"

শঙ্কর বলিল—"আছেন, কিন্তু জামিনের ব্যাপার উঠাইতে গেলেই কথাটা জানাজানি হইয়া যাইবে এবং আমার পিতামাতা যেখানে থাকেন সেইখানে খবর যাইবে। আমার মা স্নেহশীলা, আমার কোনরূপ বিপদ বা অমঙ্গলের কথা শুনিবামাত্র তিনি পাগলিনীর মত হইবেন। আমি তাহা চাহি না। আর একটা দিন আমি হাজতে কাটাইব। দয়া করিয়া কালই ইহার যাহা হউক্ নিষ্পত্তি করিয়া দিলে বাধিত হইব।"

বিচারক অগত্যা পরদিন তারিখ ফেলিয়া বলিয়া দিলেন—'পরদিন কাহারও কোন ওজর শোনা যাইবে না, মামলা চলিবেই।'

পরদিন যথা সময়ে মামলা উঠিল। শঙ্করের স্বীকারোক্তি যে সে লক্ষ্মীকে চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে নামাইয়াছিল ইহা ছাড়া পুলিশ কোন প্রমাণই পাইল না।

কোর্টে আসিয়া শঙ্কর পিতাকে ও শিবধ্যানকে দেখিল। বুঝিল

তাহার এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়াছে—মাতাকে উদ্বেগের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। তাহার বড়ই মনঃক্ষোভ জন্মিল।

বিচারকের আদেশে শঙ্কর সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিল। বলিল, ইহা একটী পারিবারিক কাহিনী মাত্র। তাহার জ্যেঠতুত বোনকে একটা নৃশংস বিবাহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে জ্যাঠার প্রতি-কূলাচরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু পুলিশের এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব,—ইহার মধ্য হইতেও তাহারা শাস্তির উপযুক্ত একটা মস্ত কিছু বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল।

শঙ্করের পিতা হরিনাথ শ্রেষ্ঠ উকিল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজনই হইল না। বিচারক শঙ্করের কথাই বিশ্বাস করিলেন এবং পুলিশের তীব্র নিন্দা করিয়া এবং শঙ্করকে Noble brave young man (উন্নতচিত্ত সাহসী যুবক) আখ্যা দিয়া মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন।

কোর্টের বাহির হইবামাত্র হরিনাথ গভীর স্নেহভরে ও গর্ব্বে শঙ্করের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমাকে একটা কেন খবর দাও নি বাবা; কেন অনর্থক দুইদিন হাজতে ছিলে।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—"মা শুনেছেন?"

হরিনাথ বলিলেন—"হাঁ, তিনি শুনে অবধি পাগলের মত হয়েছেন। দু'তিনবার মূর্চ্ছা গেছেন, আমি দেখে এসেছি। তাঁকে অনেক ভরসা দিয়ে এসেছি যে, আজই আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

একখানি ট্যাক্সি ডাকাইয়া হরিনাথ বলিলেন—'শীঘ্র বেলগাছিয়া যাইতে হইবে।'

শিবধ্যান, হরিনাথ ও শঙ্কর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সনাতন সঙ্গে ছিল, সে কলিকাতার বাসায় গেল।

ট্রেণে উঠিয়া শঙ্কর শুনিল যে, রমানাথ পূর্ব্বদিন টাকী পৌছিয়া শিবধ্যানকে বলিয়াছেন যে, শঙ্করকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে, জেল অনিবার্য্য, শিবধ্যানকেও সে দেখিয়া লইবে। টাকীতে আর তাহাকে বাস করিতে হইবে না। এ কথা শুনিয়া হরিনাথ স্বয়ং গিয়া রমানাথের সঙ্গে দেখা করেন; রমানাথ এতই নির্লজ্জ যে নিজের ব্যবহারে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব না করিয়া হরিনাথকে পর্য্যন্ত দুর্বাক্য বলিয়াছেন। এবার হরিনাথের সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তিনিও রমানাথকে উপযুক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে আর তাঁহার সহিত রমানাথের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

বাড়ী পৌছিয়া শঙ্কর দেখিল, তাহার মা একেবারে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহাকে তিনি দুই হাতে বক্ষের উপর জড়াইয়া রাখিলেন ও পরক্ষণে জ্ঞানশূন্যা হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তার পর ধীরে ধীরে মাধবী বললাভ করিলেন। তিন দিনের মধ্যে তিনি পুত্রকে নয়নের আড়াল করিলেন না।

এবার মাধবী পুত্রকে পাইয়া বসিলেন। বলিলেন—"এবার তোকে বিবাহ করিতেই হইবে—আমি এবার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া ঘর সংসার করিব। আর তোকে বিদেশে ছাড়িয়া দিব না।"

শঙ্কর মায়ের সব অনুযোগ এবার নীরবে সহ্য করিল। নানা কথায় মাকে সন্তুষ্ট করিল।

মাধবী বলিলেন—"তুই যেখানে হোক্, যে রকম তোর পছন্দ হয় দেখিয়া শুনিয়া বউ লইয়া আয়—আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইব।"

শঙ্কর বলিল, "আচ্ছা মা, এবার আমার একটু কাজ আছে, এবার একবার কলিকাতা থেকে ফিরে আসি, তার পর ও-সব ব্যবস্থা হবে।"

চতুর্থ দিনে মাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শঙ্কর কলিকাতায় যাত্রা করিল। লীলার পিতার কাছ হইতে কি পত্র আসিয়াছে তাহা জানিবার জন্য শঙ্করের সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া ছিল।

শঙ্কর অপরাহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিল। ট্রামে তাহার এক সতীর্থের সঙ্গে দেখা—তাহার বাড়ী শ্যামবাজারে। অনেক দিন পরে দেখা—সে শঙ্করকে ছাড়িল না—তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল।

সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া শঙ্কর বাহির হইল। গলি দিয়া আসিতে আসিতে মনে পড়িয়া গেল, ললিতদের বাড়ী তো কাছেই, একবার ললিতের সঙ্গে দেখা করিয়াই যাই না কেন। ললিতদের বাড়ী পৌঁছিয়াই বাহির হইতে সংবাদ পাইল ললিত কালই কৃষ্ণনগর গিয়াছে। ললিতের ছোট ভাই সরিত শঙ্করকে জানিত। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"আপনি জানেন দাদার বে হবে?"

সরিতের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—"কবে সরিত?"

সরিত পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"আপনি তাহলে জানেন না বুঝি? এক মাসের মধ্যেই হবে। দিন এখনও ঠিক হয় নি। আচ্ছা আপনি বরযাত্র যাবেন তো?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই যাব। তুমিও যাবে তো?"

সরিত পরম বিস্ময়ে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—“আপনি বলেন কি। আপনি দেখ্‌ছি কিছু জানেন না। আমি যে নীতবর হয়ে যাব। বড়দি বলেছেন আমি না গেলে বে-ই হতে পারে না। আমি যে রীতিমত পাল্কি চড়ে যাব।”

শঙ্করের বুদ্ধি যে নিতান্তই কম ইহাতে সরিতের কোন সংশয়ই রহিল না।

শঙ্কর বলিল—“ওঃ তাই বুঝি! কোথায় বিয়ে হবে?”

এবার সরিতের আর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। বলিল—“ওঃ হরি! তাও বুঝি আপনি জানেন না। কৃষ্ণনগরে বে হবে। সুধীর বাবুকে জানেন তো? তাঁর বোনের সঙ্গে। তাই তো মা দাদাকে নিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে গেছেন। এ কি? আপনি অবাক্ হয়ে গেলেন যে? আমি সত্যি কথা বল্‌ছি। না হয় বড়দিকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন আসুন না। আচ্ছা, আশীর্ব্বাদ মানে আপনি জানেন? এ কি, আপনি চল্‌লেন যে!”

শঙ্কর প্রথমটা এ সংবাদ শুনিয়াই চমকিত হইয়াছিল। তার পর দ্রুত পদক্ষেপে উদ্‌ভ্রান্তের মত সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে তাহার বিস্তারিত পত্র পাইয়া লীলার পিতা তাহার পরিবর্ত্তে ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ স্থির করিয়াছেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বর্গচ্যুত

শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। পথের লোকজন, গাড়ীঘোড়া, কোলাহল, কিছুর দিকেই আজ তাহার আর মন ছিল না। সে যেন এ-সব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—ইহাদের সঙ্গে যেন আর তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাহারই নির্বুদ্ধিতা ও অসংযমের জন্য যে সে কি হারাইয়াছে আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল। চলিতে চলিতে কেবল ইহাই তাহার মনে হইতে লাগিল, ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ—যে লীলাকে নির্ব্বোধ না হইলে, সে অনায়াসে লাভ করিতে পারিত!

শঙ্কর ভাবিল—এখন সে কি করিবে? করিবার যে বিশেষ কিছু ছিল তাহা নহে। তাহার অন্তরে যে অনুশোচনা ও নিরাশার বাণী জাগিতেছিল, বাহিরের অত্যুগ্র কর্ম্মের অন্তরালে কি করিয়া সে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে? ইহার পর ললিতের বিবাহের নিমন্ত্রণ পাওয়া, বিবাহ সভায় উপস্থিত হওয়া—এ সব দুর্গতি হইতে শঙ্কর মনে মনে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতে লাগিল।

কতদিন তাহার বিবাহের কথা উঠিয়াছিল—সে বিবাহের কথা মনেও ভাবে নাই। বিবাহের কোন প্রয়োজনই অনুভব করে নাই। বন্ধু-বান্ধবের বিবাহের আগ্রহ, প্রেমের কথা সে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কৃপার পাত্র মনে করিয়াছে। যে নারীকে সে

প্রথম চক্ষু মেলিয়া দেখিল, যাহাকে দেখিয়া প্রথম সে মুগ্ধ হইল, যাহাকে পাইবার জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হইল—হাত বাড়াইতে গিয়া তাহাকে কোথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অপরে তাহার ঈপ্সিতাকে লাভ করিতে চলিল।

হেদুয়ার কাছে আসিয়া শঙ্কর দেখিল, সেখানে প্রচুর লোক-সমাগম। শুনিল, সেখানে এক দেশনায়কের সভাপতিত্বে সভা হইতেছে। লোকারণ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার জন্য শঙ্কর সেখানে প্রবেশ করিল।

সভার বিষয়—সহসা নবদ্বীপ অঞ্চলে—মহামারী দেখা দিয়াছে, তাহারই জন্য সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা। শুধু অর্থ সাহায্য হইলে পর্য্যাপ্ত হইবে না, শারীরিক সাহায্যেরও বিশেষ প্রয়োজন। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া বাড়ী বাড়ী এমন ভাবে দেখা দিয়াছে যে, কেহ কাহারও সাহায্য করিবে তাহার উপায় নাই। রোগগ্রস্ত মাতার কাছে রোগগ্রস্ত পুত্র পড়িয়া আছে—চোখ দিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখা ছাড়া গায়ে হাত দিবারও ক্ষমতা নাই। কোন বাড়ীর অর্দ্ধেক লোক মারা গিয়াছে, আর অর্দ্ধেক মরণাপন্ন। ঔষধ পথ্য দেওয়া ত দূরের কথা, এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত দিবার লোক কোন কোন বাড়ীতে নাই। অবস্থা এমন হইয়াছে যে কোন কোন বাড়ীতে মৃতদেহ বাহির করিবার পর্য্যন্ত লোক নাই। অর্থের চেয়ে সেবার বেশী প্রয়োজন। ইহার জন্য বক্তা সমবেত যুবক মণ্ডলীকে স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

এক এক করিয়া তরুণ ও যুবকের দল স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য নাম

লিখাইতে লাগিল। শঙ্কর তখন এমন একটা কাজ চায়, যাহাতে সে আপনাকে কিছুদিন ভুলিয়া থাকিতে পারে। আজীবন সৈন্য হইবার জন্য যদি কেহ তাহাকে সে সময় আহ্বান করিত, তাহা হইলেও সে তখন আগ্রহের সহিত সম্মত হইত। স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য আহ্বান শুনিবামাত্র তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বক্তার কাছে গিয়া সেও সেবকের দলে নাম লিখাইল।

সে অঞ্চলের তখন এমন অবস্থা যে একটুও সময় নষ্ট করিবার নহে। রাত্রি দশটার সময় একদল স্বেচ্ছাসেবককে সেখানে যাত্রা করিতেই হইবে। বাকী সব কাল সকালে রওনা হইয়া যাইবে! যাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, বক্তা বলিলেন, তাঁহারা যেন ঠিক সাড়ে আটটার সময় এখানে আসেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি এখানে অপেক্ষা করিবেন ও তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিবেন।

শঙ্কর প্রথম দলের সঙ্গেই যাইতে স্বীকৃত হইল। বিলম্ব না করিতে হইলে সে বাঁচে। একেবারে কোন খবর দিয়া না গেলে মা অসুস্থ শরীরে আবার ভাবিত হইবেন ইহা ভাবিয়া শঙ্কর একবার বাসায় ফিরিল। চিঠির আশা নির্ম্মূল হইয়াছে ইহা ভাবিয়াও সে একবার সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন চিঠি আসিয়াছে কি না। জানিতে পারিল, কোন চিঠি আসে নাই।

আর চিঠি কেন আসিবে? ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। একটা হাত-ব্যাগ, দু'একখানি কাপড়, দু'একখানা বই ও কিছু অর্থ লইয়া সে প্রস্তুত হইল।

সনাতনকে শঙ্কর বলিল, "সে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে যাইবে। যতদিন সে ফিরিয়া না আসে, ততদিন সনাতন যেন কলিকাতাতেই থাকে।" পিতার নামেও সে একখানি এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া সনাতনের হাতে দিল ;—বলিয়া দিল, আজ রাত্রেই যেন সে তাহা ডাকে ফেলিয়া দেয়।

সঙ্গে যাইবার জন্য সনাতন কয়েকবার বলিল। শঙ্কর তাহাতে রাজি হইল না। বলিল, সে কিছুদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবে, কোথায় কোন সময়ে যাইবে তাহার স্থিরতা নাই—সনাতনের বুড়া হাড়ে তাহা সহিবে কেন ? সনাতন তাহার বুড়া হাড়ের স্বপক্ষে কিছু বলিবার চেষ্টা করাতে শঙ্কর বলিল—বেশী শ্রান্ত হইলেই আবার সে এখানে তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিবে, যে কোন মুহূর্ত্তে সে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার জন্য সনাতনের সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া এখানে থাকা দরকার। দু'টা কাজই সে একসঙ্গে করিতে পারিবে এমন একটা কিছু সনাতন বলিতে যাইতেছিল ; শঙ্কর তাহার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই শঙ্কর হেদুয়ায় গিয়া দলের সঙ্গে মিলিল ও যথা সময়ে হাওড়ায় গিয়া ট্রেণে উঠিল।

তাহার পরদিন প্রভাতে শঙ্করের নামে হরসুন্দরের কাছ হইতে পত্র আসিল।

যদি কেহ সে পত্র খুলিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত—তাহাতে লেখা আছে।—

"বাবা শঙ্কর, তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়া তোমার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমার দ্বিগুণ হইয়াছে। তোমার প্রথমকার ব্যবহারটা দূষণীয় হইয়া-

ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু লীলাকে তোমার কোন প্রকারে অপমান করিবার উদ্দেশ্য ছিল না ইহাও নিঃসন্দেহ।—তুমি যে স্বেচ্ছায় তোমার গোপন দোষ স্বীকার করিয়াছ, ইহাতেই তোমার সমস্ত দোষ স্খালন হইয়া গিয়াছে। তোমার হাতে লীলাকে দান করিয়া তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া আমি ধন্য হইব। তোমার পিতাকে আজই আমি অনুমতির জন্য পত্র লিখিলাম। তিনি একবার আসিলেই বিবাহের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিব। তুমি শিবধ্যানের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ যে ভাবে সংঘটিত করাইয়াছ, তাহাতে আমি মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বার বার তোমাকে অভিনন্দিত করিয়াছি।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীহরসুন্দর দেবশর্ম্মা—"

এ পত্র পাইলে যে স্বর্গ হাতে পাইত সেই শঙ্কর তখন নবদ্বীপে স্বেচ্ছাসেবকের শিবিরে আপনার কার্য্যভার বুঝিয়া লইতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মন ও প্রাণ

স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছিল অনেক ; কিন্তু সকলে থাকিতে পারিল না। কাহারও এত কষ্ট সহিল না, কেহ কার্য্যকালে ভয় পাইল, কেহ বা অসুস্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। তবে যাহারা রহিয়া গেল, তাহারা জীবনপণ করিয়া সেবা করিতে লাগিল।

দুইটি আতুরাশ্রম স্থাপিত করা হইল, একটী সহরের উত্তর দিকে—অপরটি দক্ষিণ দিকে। দুই আশ্রমই ভিন্ন ভিন্ন দলপতির অধীনে কার্য্য চালাইতে লাগিল, পরস্পরের মধ্যে সাহায্যেরও আদান প্রদান হইতে লাগিল।

শঙ্কর আতুরাশ্রমের দলভুক্ত হইয়াছিল। রোগের সে কি বিভীষিকা। শঙ্কর তেমন কখন দেখে নাই। সে দিন যিনি বক্তা, যাঁহার বক্তৃতা শুনিবার পরই শঙ্কর সেবকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল, তিনিই এই আশ্রমের নেতা। কি অমানুষিক পরিশ্রমই তিনি করিতে পারেন, কি তাঁহার ধৈর্য্য, কি অসীম তাঁহার অধ্যবসায়। ইহাঁর নাম শুনিল কৃষ্ণদাস। ইঁহার কার্য্য, ব্যবহার, শক্তি, শঙ্কর যতই দেখিল ততই সে অপার বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল। শঙ্কর শুনিল, যৌবনে ইনি কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন—কি কারণে কেহই জানে না—বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করেন ও সেবাব্রত অবলম্বন করেন।

তিনি এলোপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হইয়া হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করিতে থাকেন ও শেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করেন। যখন অগাধ অর্থ অগাধ যশঃ অর্জ্জন করিতেছেন, সেই সময়ে সহসা তিনি অর্থকরী চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করেন।

এই আতুরাশ্রমের তিনিই একমাত্র ডাক্তার। শঙ্কর লক্ষ্য করিয়া দেখিল—তাঁহার ঔষধ অব্যর্থ। রোগীকে তাহার বাড়ী হইতে আতুরাশ্রমে আনাইয়া চিকিৎসাধীনে রাখিয়া সে বাড়ীর আর সকলকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা করিয়া তিনি অল্প দিনের মধ্যেই রোগের প্রসার কমাইয়া ফেলিলেন।

রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, পিপাসায় তাহার প্রাণ যায়। কৃষ্ণদাস কাছে আসিলেই রোগীর অর্দ্ধেক যন্ত্রণার উপশম হইয়া যায়।

আতুরাশ্রমের এক প্রান্তে স্বেচ্ছাসেবকদের আবাস স্থান। কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তাহারা যখন আবাসে ফিরিবে, সর্ব্বপ্রথমেই হাত পা ঔষধ ও সাবান দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। সেখানেই শুভ্র শুষ্ক বস্ত্র পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত; তাহারা পরিহিত বস্ত্র সেখানে ছাড়িয়া রক্ষিত বস্ত্র পরিয়া তবে বিশ্রাম স্থলে প্রবেশ করিবে। ঔষধ প্রয়োগের পর সেই বস্ত্র আবার ধৌত হইয়া সেই স্থানে পরদিনের জন্য সজ্জিত হইয়া থাকিবে। তাহারাই সব করিত, কিন্তু এমন সুব্যবস্থা যেন সব মন্ত্রবলে সম্পন্ন হইয়া যাইত।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিল। রোগী, রোগীর আত্মীয়, স্বেচ্ছাসেবক সকলের প্রতিই কৃষ্ণদাসের যেন

এক প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ ছিল। তাহারা যাহা করিত সব কর্ত্তব্যের খাতিরে—একটা বিষম গাম্ভীর্য্য যেন তাহাদের কার্য্যকে প্রাণহীন করিয়া রাখিত। কিন্তু কৃষ্ণদাস যাহা করিতেন, তাহা প্রাণের টানে। কেহই তাঁহার আত্মীয় বন্ধু নহে—তথাপি সকলেই যেন তাঁহার অতি আপনার। কি করিয়া মানুষের মনে এমন ভাব জম্মে, শঙ্কর তাহা ভাবিয়া পাইত না। সকলেই তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার কথা শুনিলে, ব্যবহার দেখিলে মনে হইত, এতগুলি লোকের সকলেরই বুঝি তিনি দাদা।

একদিন শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—"আমার একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় দাদা!"

কৃষ্ণদাসকে কাহারও আপনি বলিবার যো ছিল না।

কৃষ্ণদাস বলিলেন—"কি কথা, ভাই, বল।"

শঙ্কর। আচ্ছা, সবাইকে কি তোমার আপনার লোক বলে মনে হয়?

কৃষ্ণদাস। হয়, ভাই।

শঙ্কর। কিন্তু আমি তো তা পারি নে। রোগীকে একবারের জায়গায় দু'বার একটা কথা বল্লে সে যদি গ্রাহ্য না করে, তৎক্ষণাৎ রাগ হয়ে পড়ে। তোমার তা তো মোটেই হয় না দেখছি।

কৃষ্ণদাস। আমি যে অনেক দিন ধরে এ কাজ করেছি।

শঙ্কর। বেশী দিন এ কাজ কল্লে আমরা ত আরও কলের মত হয়ে যাই—মায়া মমতার স্থানই সেখানে থাকে না—যেমন হাসপাতালের ডাক্তার ও কুলি। ডাক্তারের কাছে রোগীগুলা রোগ, কুলীদের কাছে তারা নম্বর মাত্র।

কৃষ্ণদাস। তুমি ওকালতি পড়্‌ছ না কি ভাই—আমাকে যে কোণ-ঠাসা কর্‌ছ ক্রমশঃ!

শঙ্কর। তুমি আসল কথা বল—ছেড়ে দেব।

কৃষ্ণদাস। কথা কি জান? আমি আগে এদের ভালবাসতে শিখেছি। তার পর চিকিৎসা বা সেবা কর্‌তে আরম্ভ করেছি। ডাক্তার যখন তার ছেলের বা ভাইয়ের চিকিৎসা করে, তখন কি তাকে রোগ মনে কর্‌তে পারে। আমার গুরু ছিলেন যিনি, তিনি আমাকে এই শিক্ষাটুকু দিয়ে গেছেন। নইলে কি এ আমার সাধ্য হ'ত?

শঙ্কর মনে মনে বলিল, "না জানি তোমার গুরু যিনি তিনি কেমন ছিলেন।"

কৃষ্ণদাস। তুমি তো বেশ মন দিয়ে কাজ কর দেখেছি।

শঙ্কর। মন দিয়ে করি কিন্তু প্রাণ দিয়ে পারি নে তো।

কৃষ্ণদাস। প্রাণ দিয়ে কর্‌তে আগে ইচ্ছা কর পরে চেষ্টা কর—তুমি নিশ্চয় পার্‌বে।

শঙ্কর সেইদিন হইতে এই শিক্ষা কার্য্যে প্রয়োগের চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন একটি বালকের সেবার ভার তাহার উপর পড়িল। বালকের বয়স ছয় সাত বৎসর। রোগের দুঃসহ যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, আর 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছিল। শঙ্কর তাহাকে নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। মাসখানেক হইল, তাহার পিতামাতা এই রোগে মারা পড়িয়াছিল। কাল ব্যাধি তাহার ইহলোকের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় চূর্ণ করিয়া শেষে তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে আসিয়া শঙ্কর আজ এই প্রথম রোগী পাইল, যাহার জন্য তাহার প্রাণে গভীর মমতা জাগিল। সে সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল, সমস্ত চিত্ত দিয়া তাহার আরোগ্য কামনা করিতে লাগিল। অনুরুদ্ধ হইয়াও সমস্ত দিনরাত তাহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিল না। এইরূপ তিন দিন পরে বালক নিরাপদ হইল। তাহার জীবনের আশঙ্কা দূর হইল।

কৃষ্ণদাস আসিয়া বলিলেন, "এই তো তুমি শিখেছ ভাই, তুমিই এবার শ্রীহরির দয়ায় একে বাঁচিয়েছ।"

বালক যে মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতে শঙ্কর বড়ই আনন্দ লাভ করিল। বিমল আনন্দে তাহার চোখে অশ্রু, মুখে অপরূপ দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

কৃষ্ণদাস তাহাকে জোর করিয়া বিশ্রামের জন্য 'আবাসে' পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণদাসের কাছে সংবাদ আসিল, শঙ্কর অত্যন্ত অসুস্থ, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দেখিবার প্রয়োজন। কৃষ্ণদাস হাতের কাজ সারিয়া তাহার কাছে আসিলেন।

শঙ্করকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন—"অসুখ করে বসেছ?"

শঙ্করও হাসিল।

এক রাত্রিতেই জ্বর অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। কৃষ্ণদাস ভয় পাইয়া গেলেন। অন্যান্য রোগীর ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছিল। খুব

মনোযোগের সহিত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। রোগ কমিল না। সন্ধ্যায়—কয়েক ছত্র লিখিয়া কৃষ্ণদাস দক্ষিণ আতুরাশ্রমের অধ্যক্ষের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

শঙ্করের জ্ঞান ছিল। বলিল, "কাহাকে চিঠি লিখিলে দাদা!"

কৃষ্ণদাস। আমার এক গুরু-ভাইকে।

শঙ্কর। কোথায়?

কৃষ্ণদাস। দক্ষিণ আশ্রমে তিনি থাকেন—তাঁর কাছে।

শঙ্কর। তিনিও কি ডাক্তার?

কৃষ্ণদাস। তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী।

শঙ্কর। কেন, তুমি আমার চিকিৎসা করিবে না?

কৃষ্ণদাস। না, তিনি করিবেন।

শঙ্কর। কেন, আমি কি দোষ করলাম?

কৃষ্ণদাস। তুমি দোষ কর নাই। তুমি কয়দিনে আমার অতি প্রিয় হয়েছ—আমার দক্ষিণ হস্ত তুমি। নিজের দক্ষিণ হস্তে নিজে অস্ত্রোপচার করা যায় না জান ত!

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। স্থির হইয়া শুইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ আতুরাশ্রমের সৌম্যদর্শন তীক্ষ্ণবুদ্ধি চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—"ব্যাপার কি দাস—অসময়ে আহ্বান যে?"

কৃষ্ণদাস শঙ্করকে দেখাইয়া বলিলেন—"আমার বুদ্ধিতে যখন কুলায় না তখনই তোমার শরণ নিতে হয়। এই রোগী দেখ। এর ভার তোমার।"

রোগীর দিকে চাহিয়াই ডাক্তার চমকিত হইয়া বলিলেন—"এ কি শঙ্কর! তুমি এখানে?"

শঙ্করও চিনিল। তার বেদনাতুর মুখে ক্ষণেকের জন্য হাসি ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণে তাহা চোখের জলে ভাসিয়া পড়িল। মৃদুস্বরে বলিল—"আপনি! আসুন।"

ইনিই বলাগড়ের নিমাই ডাক্তার। দক্ষিণ-আতুরাশ্রমের' কার্য্যভার লইয়া আছেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সাবিত্রী

নিমাই ডাকিলেন, 'শঙ্কর!'

শঙ্কর চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

নিমাই বলিলেন, "পথে যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, সেদিনও তোমার মনের দুঃখ মুখে দেখেছিলাম। কোন্ দুঃখে পথে বেরিয়েছিলে সে কথা সে দিন বল নাই। কাকেও কিছু না বলে এখানে এ ভাবে কেন আছ? কি দুঃখ তোমার? সেদিন বল নাই, আজ বল।"

শঙ্কর বেশী কথা বলিতে পারিতেছিল না। তথাপি নিমাইয়ের আগ্রহে ও অনুরোধে কি অন্যায় সেদিন সে করিয়াছিল, কি অনুশোচনার তাড়নায় সেদিন পথ বাহিয়া ছুটিয়াছিল, শেষে কি দুঃখ ও নিরাশার বোঝা বহিয়া সে এখানে আসিয়াছে, সব বলিল।

তাহার বাক্যধারা এক একবার অসংলগ্ন হইয়া যাইতেছিল; নিজের ইচ্ছা ও নিমাইয়ের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অতি কষ্টে শঙ্কর তাহার কথা শেষ করিল।

নিমাই শঙ্করের চোখের দিকে দৃঢ়ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমান্ হ'য়েও সে সময়ে বুদ্ধিহীন হয়েছিলে। তোমার ও পত্র পেয়ে কিছুতেই কেউ তোমার উপর বীতরাগ হতে পারে না। তিনিও হন্

নি। তাঁর শ্রদ্ধা তোমার উপর বেড়েছে বই কমে নি। নিশ্চয় কোথাও তোমার ভুল হয়েছে। তুমি ঠিক খবর পাও নি। তোমার বন্ধু সুধীরের বাপের নাম কি ?"

শঙ্কর যেন অতি কষ্টে স্মরণ করিয়া বলিল, "হর—হরসুন্দর বন্দ্যো—"

নিমাই। কি করেন ?

শঙ্কর। প্লীডার।

নিমাই। তাঁর মেয়ের নাম বল—যাকে তুমি ভালবাস।

শঙ্কর। নাম—কি নাম।

নিমাই। হ্যাঁ বল ; যাকে তুমি ভালবাস তার নাম। বল—বল।

শঙ্কর। লীলা।

শঙ্করের চক্ষু মুদিয়া আসিল। গভীর অন্ধকার তাহার চক্ষে ও মস্তিষ্কে নামিয়া আসিল।

নিমাই কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, "খুব উপযুক্ত সময়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে, দাস ! এখনও আশা আছে ; আর একটা রাত্রি পার হলে আর আশা থাকৃত না।"

কৃষ্ণদাস। কি ঠিক করলে ?

নিমাই। ব্রেণ-ফিবার।

কৃষ্ণদাস। বিস্মৃতি কাটবে ?

নিমাই। সেই আশায় তো নাম-কটা জেনে নিলাম।

কৃষ্ণদাস। বাঁচাতে পারবে ?

নিমাই। তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ; তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না, দাস !

কৃষ্ণদাস। ছেলেটি বড় ভাল। এমন অক্লান্ত সেবা ও সহিষ্ণুতা আমি খুব কম দেখেছি।

নিমাই। তা আমি জানি।

কৃষ্ণদাস। দশজন সেবকে যা পারে নি, শঙ্কর একা তাই করেছে। বিশ্রাম নিতে বল্লে নিত না। কাছাকাছি গ্রামে একা গিয়ে রোগী কাঁধে করে এনেছে। কাজে যেন এর ক্লান্তি ছিল না। একে ভাল করে দাও, নিমাই।

নিমাই। বেশ বলেছ, দাস। যেন সব আমার হাতে। এই জন্যই খুব ভাল ডাক্তার হলেও আপনার লোকের চিকিৎসা আপনি করে না।

কৃষ্ণদাস। তাই তো ভয় পাওয়া মাত্র তোমাকে খবর দিইছি।

নিমাই। তুমি আমি দু'জনে চেষ্টা কর্‌ব, দাস। এতে যদি রোগীকে বাঁচাতে না পারি—দুরদৃষ্ট বলতে হবে। তুমি প্রার্থনার বল দাও। আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ও শক্তির যথাসাধ্য ব্যবহার করে দেখি।

কৃষ্ণদাস। কি কর্‌বে ভাব্‌ছ?

নিমাই। ঔষধ এর যা সামান্য আছে—আমরা দেব। চাই পরিপূর্ণ সেবা। তার ব্যবস্থা কর্‌তেই হবে। ওর সমস্ত প্রাণ যাকে চাইছে, তাই ওকে দিতে হবে। অজ্ঞানতার মধ্যেও তাকে পেলে মস্তিষ্ক শান্ত হবে, শঙ্কর জীবন ফিরে পাবে—আশা করছি। সেই জন্য অতি কষ্টে সকলের নাম সংগ্রহ করে নিয়েছি।

কৃষ্ণদাসকে বিশ্রামের জন্য পাঠাইয়া—নিমাই শঙ্করের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রভাতেই নিমাই দুইটি টেলিগ্রাফ করিলেন।

হরসুন্দরকে লিখিলেন—শঙ্কর অত্যন্ত পীড়িত। লীলাকে লইয়া অবিলম্বে উত্তর আতুরাশ্রমে আসিবেন।

নিমাই ডাক্তার।

শঙ্করের পিতা হরিনাথকেও এই সংবাদ দিয়া সস্ত্রীক আসিবার জন্য লেখা হইল।

সন্ধ্যার দিকে লীলা ও সুধীরকে লইয়া হরসুন্দর ও মাধবীকে লইয়া হরিনাথ উপস্থিত হইলেন।

শঙ্কর কেন এখানে আসিল, কি ভাবেই বা অসুখে পড়িল—কেহই জানিতেন না। নিমাই বাহিরের ব্যাপারটা প্রথমে বলিলেন।

পরে হরসুন্দর ও হরিনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া নিমাই বলিলেন, "আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

দুজনেই বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন।"

নিমাই। লীলাকে শঙ্কর ভালবাসে জানেন?

হরসুন্দর। জানি। শঙ্করের পত্রে আমি সে কথা জেনেছি।

হরিনাথ। হরসুন্দর বাবুর পত্রে আমি এ কথার আভাস পেয়েছি।

নিমাই। শঙ্কর যদি সেরে ওঠে লীলার সঙ্গে বিবাহ দিতে আপনাদের কোন আপত্তি নেই ত?

হরসুন্দর। আপত্তি! এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পাত্র কোথায় পাব?

হরিনাথ। শঙ্কর যা করতে চাইবে তাতে আমার কিছুমাত্র অমত নেই।

হরসুন্দর। কিন্তু আমি তো শঙ্করকে পত্রের উত্তরে সব লিখেছি।

নিমাই। আপনার সে পত্র পাবার আগেই শঙ্কর মনের দুঃখে ও নিরাশায় এখানে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে চলে এসেছে।

হরসুন্দর। কেন? আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

নিমাই। আপনার পত্র পাবার আগেই ললিত ব'লে তার এক বন্ধুর ভাইয়ের সঙ্গে শঙ্করের দেখা হয়। তার মুখে শঙ্কর জান্‌তে পারে যে আপনি ললিতের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিচ্ছেন। তখনি শঙ্কর সিদ্ধান্ত করে ফেলে, যে, আপনি তার পূর্ব্ব ব্যবহার জান্‌তে পেরে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ স্থির করে ফেলেছেন। সেই দিনই শঙ্কর এখানে চলে এসেছে।

হরসুন্দর। ওঃ, কিসের থেকে যে কি হয়! সামান্য ভুলের জন্য কি কাণ্ডই হতে বসেছে! এখন শঙ্কর আপনার; আপনিই একে রক্ষা করুন।

নিমাই। শঙ্কর সকলেরই। তাকে বাঁচানোর ইচ্ছাও সকলের। চেষ্টাও কর্‌তে হবে সকলকে—তবে ভিন্ন ভাবে। ভগবানের কাছে শঙ্করের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনায় সব হয়। এখন আপনাদের আর আর কর্ত্তব্য কি তাই বলি। আপনারা পাশের দু'খানি ঘরে থাক্‌বেন। দরকার হলে আপনাদের ডাক্‌ব; আর যখন ইচ্ছা হবে এসে শঙ্করকে দেখে যাবেন। শুশ্রূষার ভার লীলার ও আমার। লীলারই বেশী। যেটুকু সময় নইলে নয়, লীলা কেবল সেইটুকু সময় বিশ্রাম পাবে। সেই সময় আমি শঙ্করের কাছে থাক্‌ব। লীলাকে ডাকুন্—তাকে আমি সব কথা বুঝিয়ে বলে দিই।

লীলা আসিল। লীলাকে লইয়া নিমাই শঙ্করের কক্ষে গেলেন।

লীলাকে শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া নিমাই বলিলেন, "শঙ্করের অসুখ খুব কঠিন—তা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ, মা। তুমি অশেষ বুদ্ধিমতী—এখন অধীর হলে চল্‌বে না মা। শঙ্করকে বাঁচানোর শক্তি এখন কেবল তোমারই আছে। তোমাকেই শঙ্করের শুশ্রূষা করতে হবে। তোমার সঙ্গে তোমার বাবা শঙ্করের বিবাহ দেবেন না এবং তোমার সঙ্গে অপরের বিবাহ হবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হওয়ায় শঙ্করের মনে দারুণ আঘাত লেগেছে। কিছু লজ্জা কোরো না মা—এখন লজ্জার সময় নয়। শঙ্করের অজ্ঞান হওয়ার আগে তাকে আমি কেবল এইটুকু শোনাতে পেরেছি যে তার বিশ্বাস ভুল ; নিশ্চয়ই কোনখানে তার ভুল হয়েছে। তোমার সান্নিধ্য, তোমার দৃষ্টি, তোমার হাতের স্পর্শ, তোমার কণ্ঠস্বর এ রোগে ক্রমে ক্রমে মহৌষধির কাজ কর্‌বে। শঙ্করের সারা চিত্ত—সমস্ত প্রাণ তোমাকে এমন আগ্রহভরে চাইছে যে, এই অজ্ঞানতার মধ্যে একমাত্র তোমারই শুশ্রূষায় রোগের উপশম হবে। ধীরে ধীরে শঙ্করের জ্ঞান ফিরে আস্‌বে। ক্রমে সে সুস্থ হবে। তোমাকে কেবল স্থির হয়ে থাক্‌তে হবে ; এ-সব কথা মনে রাখ্‌তে হবে। পার্‌বে তো মা ?"

লীলা লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ পারব।"

তার পর, সাবিত্রী যেমন সত্যবান্‌কে মৃত্যুমুখেও আগুলিয়া বসিয়া ছিল, লীলাও তেমনি শঙ্করকে ব্যগ্র অনুরাগে আগুলিয়া রহিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মধুর দুঃখ

শঙ্কর অজ্ঞানাবস্থায় কথা কহিতেছিল—"আমি ক্ষমা চাইছি। আমি অত্যন্ত নীচ, আপনার সাম্‌নে আস্‌বার যোগ্য নই। আপনি আমাকে তিরস্কার করুন, দুর্বাক্য বলুন। কিন্তু আমাকে মার্জ্জনা করবেন্—আমি হতভাগ্য—"

—"আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়, ছি! ছি! কি নীচ আমি! এই আমার শিক্ষা, এই আমার শিষ্টাচার! যাকে অর্চ্চনা করা উচিত, তাকে অপমান!—"

—" 'চলিলাম—শঙ্কর' ;—এই লেখা থাক্‌ল। যা ভাবে ভাবুক্! কি কর্‌ব? কোন দিকে যাই? ষ্টেশনে? যদি ওরা কেউ আবার গিয়ে ফিরিয়ে আনে? এদিকে তো স্বরূপগঞ্জের ঘাট? এই দিকেই যাই। হেঁটেই যাই, তবু একটা কাজ করা হবে। চুপ করে থাকা অসম্ভব। যদি এদিকেই কেউ আসে? যদি ফিরিয়ে নিয়ে যায়? কি করে লীলার কাছে মুখ দেখাব?—"

—"আচ্ছা busএই চড়ি। জোরে, জোরে, আরও জোরে। আঃ বাঁচলাম! গঙ্গার বাতাসে শরীর শীতল হ'ল।—"

—"হ্যাঁ, নবদ্বীপেই যাব। চল। এখনি নৌকা ছাড়। ব্যস্, হয়েছে থাম। এখানেই নামি। এই দিকে মন্দির? বেশ!—"

—"কি সুন্দর মূর্ত্তি, ঠিক যেন জীবন্ত! এখন কোথায় যাই? আবার গঙ্গার ধারে যাই। কি ঠাণ্ডা বাতাস! আঃ!—"

—"তারা সব সেখানে আছে, লীলাকে দেখ্‌ছে; কেবল আমি হতভাগ্য গঙ্গাতীরে একা পড়ে আছি। নিজের দোষে! আমার দোষের শাস্তি, আমার পাপের ফল আমি ছাড়া আর কে ভোগ করবে? লীলা, আমাকে মার্জ্জনা কর। আমি তো দূরে চলে এসেছি; আর কেন আমার ওপর রাগ রাখ?—"

—"সকাল হ'ল; এবার হাঁটা পথে যাব। কিচ্ছু খাব না, কষ্ট কর্‌ব, সকাল দুপুর সব সময়ে হাঁটব। প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে পাপ যাবে কেন?—"

—"নিমাই ডাক্তার আর তাঁর দাদা দু'জনেই দেবতা! ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছিল, আমার প্রাণ বাঁচালেন!—"

—"উঃ জ্যাঠামশায় কি নীচ, কি নিষ্ঠুর! নিজের মেয়েকে এই ভাবে বলিদান! একটু শীঘ্র ফির্‌তে হবে এবার। তবু হাঁটা পথে যাবো।—"

—"ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কি দুঃখ। আমার কি দুঃখ কি করে বলি?—"

—"মা কেঁদে চিঠি লিখেছেন। মার কাছে আজই যাব। তুই যাবিনে সুধীর?—"

—"তোকে সুধু বলে যাব সুধীর, কেন অমন করে চলে এসেছিলাম। আচ্ছা, যদি খুব অন্যায় করে এসে থাকি, মাপ কর্‌তে পারবি তো?—"

—"ওমা মা!—এই দেখ এসেছি। কাঁদ কেন মা? অমন কর তো আর আসবো না। না মা, নিশ্চয়ই আস্‌ব, তুমি চুপ কর।—"

—"তুই চুপ কর্ লক্ষ্মী, এ বিয়ে আমি কিছুতে হতে দেব না। শিবু, সুধীর, আমি যা বলেছি, ঠিক মত তাই করে যাবি।—"

—"তা হলে এ পথ দিয়ে এল না। সুধীর, তুই শিয়ালদা দিয়ে যা, আমি এই ট্রেণে চল্লাম!—"

—"এই যে লক্ষ্মী! বাঁচলাম। চুঁচড়ো দিয়ে এসে আমাকে ঠকাবেন জ্যাঠামশাঁয়! কি ভাবনাই হয়েছিল!—"

—"লক্ষ্মী, নেমে আয় চট্ করে। ভয় কি? ওদিকে মুখ করে একটু দাঁড়া। আর ভয় নেই। ব্যস্! জোরে চল ট্যাক্সি। বকশিস্ দেব। দেখ শিবধ্যান, দেখ অমর, বলেছিলাম না এনে দেব লক্ষ্মীকে।—"

—"লীলার বাবা চিঠি লিখেছেন। লীলাকে আমার হাতে দিতে চান্! আঃ এ আনন্দ কোথায় রাখি! কিন্তু আমাকে সত্যকথা যে বল্তেই হবে, সব লিখে তাঁকে জানাব। তাতেও যদি তিনি আমার উপর বিমুখ না হন্, আমার অসীম সৌভাগ্য, লীলাকে লাভ কর্‌ব। লীলা, লীলা, লীলা!—"

—"যাক্, চিঠি তো লিখে দিলাম। না লিখলে নিশ্চয়ই পেতাম। লিখেছি—এখন না পেতেও পারি। পাব না? লীলাকে না পেলে যে বড় কষ্ট হবে। ভগবান্, লীলাকে মিলিয়ে দাও।—"

—"বেশ, নিয়ে চল কোথায় যাবে। তারা কোথায় গেছে আমি বল্‌ব না। জামিন? না, জামিন দেবার লোক খুঁজতে গেলেই জানা-জানি হবে। বাবা মা জান্তে পারবেন। মায়ের বড় ভাবনা হবে। একটা দিন বৈ ত নয়, না হয় হাজতেই রইলাম। না হয় দু'টো দিনই হ'ল। লীলার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে হাজতকে হাজত বলেই মনে হবে না।—"

—"বাবা এসেছেন! কি করে জান্‌লেন? জ্যাঠামশায় কি নৃশংস, মাকে কষ্ট দিয়ে কি পৌরুষ হ'ল ওঁর? জেলে পাঠাবেন এ বড়াইটা আর ওঁদের সাম্‌নে না কর্‌লে হ'ত না?—"

—"মা, মা! এই যে আমি, এই দেখ। জেলে অমনি দিলেই হ'ল!—"

—"কলকাতা যাই। চিঠির উত্তরটা জান্‌বার জন্য মন বড়ই কেমন করছে। আজ যাই, আবার শীঘ্রই ফিরে আস্‌ব।—"

—"ললিতের সঙ্গে কবে বিয়ে বল্লে? সুধীরের বোনের আজ আশীর্ব্বাদ? বুঝেছি! ওঃ কেন চিঠিখানা লিখ্‌তে গিয়েছিলাম; তারই না এই ফল? আমি গাধা—আমি গর্দ্দভ। বুদ্ধিহীন, বুদ্ধিহীন।"

—"কেন সে দিন লীলাকে অসম্মান করেছিলাম! তা নইলে লীলা ললিতের হয়?"

—কি করি? কি করি? কোথায় যাই? বেশ, স্বেচ্ছা-সেবকই সই। নিশ্চয়ই যাব, আজই যাব। আমার আর কিসের আশা? ওঃ এমন সৌভাগ্য মানুষে হারায়!—"

—"এ কাজে কি সব সময়ে ভুলে থাকা যায়? দু'ঘণ্টা বিশ্রাম বড়ই বেশী। আমি আরও কাজ চাই।—"

—"মা, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। তোমার কোন সাধই আমি মিটাতে পারলাম না। মা, তোমার বৌ আনার সাধ মিটাতাম, যদি না সেদিন সে অন্যায়টা করতাম।—"

"—সুধীর, মাপ কোরো, ভাই, এ বিবাহে আমি উপস্থিত হতে পারব না। কেন? সে কথা আর একদিন বল্‌ব, ভাই!"

লীলা পাশে বসিয়া শঙ্করের প্রলাপের এই সব উক্তি শুনিত। সে সজল চক্ষে শুশ্রূষা করিয়া যাইত, আর তাহার নারী-চিত্ত অপূর্ব্ব বেদনা-রঞ্জিত সুখে, এক মধুর দুঃখে পরিপূর্ণ হইত। শঙ্কিত কাতর দৃষ্টিতে লীলা শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ভাবিত, কতদিনে কত ক্ষণে জ্ঞান হইবে, আবার আমার পানে চাহিয়া দেখিবেন।

একত্রিংশ দিনে শঙ্করের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। লীলাকে সম্মুখে দেখিয়া শঙ্কর অবাক্ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি—আপনি এখানে কি করে এলেন?"

নিমাই বলিলেন, "আর ভয় নাই। শঙ্করের পুনর্জন্ম হইল। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।"

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

প্রেমৌষধি

কয়েক দিন পরে এক জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে লীলা ও শঙ্করের মধ্যে কথা হইতেছিল—

শঙ্কর। আপনি এত দিন ধরে আমার কাছে বসে আছেন?

লীলা। হ্যাঁ।

শঙ্কর। আমি কথা কইলে আপনি রাগ করবেন না তো?

লীলা। না।

শঙ্কর। আমার সে দিনের ব্যবহার ক্ষমা করেছেন তো?

লীলা। আপনি ও কথা আর বলবেন না।

শঙ্কর। ললিতের বিবাহ হয়নি?

লীলা। না।

শঙ্কর। কেন?

লীলা। আপনার অসুখ সার্‌লে তবে হবে।

শঙ্কর। আমি অসুখে পড়ে তো আপনাদের বড় ক্ষতি করেছি। আপনি এখানে এসে আটক পড়ে গেছেন—তাই বুঝি?

লীলা। না, আপনার অসুখ, এখন আনন্দ করবার সময় নয় সে জন্য।

শঙ্কর। এতদিন তো আপনার বিবাহ হয়ে যেত।

লীলা। কি করে হবে—আপনি যে পালিয়ে এলেন। বর পালিয়ে এলে বিয়ে হয়?

লীলা আপনার কথায় আপনি হাসিয়া ফেলিল।

শঙ্কর। তবে সরিৎ যে বল্লে ললিতের সঙ্গে বিয়ে—

লীলা। ললিতবাবুর সঙ্গে বড়দির বিয়ে। আপনি সব কথা না শুনেই এই বিপদ করেছেন।

শঙ্কর। সরিৎ বল্লে, ললিতের সঙ্গে সুধীরের বোনের বিয়ে। শুনেই আমার আর ভাবনা চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল না। আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তুমি ছাড়া আর কাউকে পাবার জন্য কেউ ব্যস্ত হবে এ আর আমার মনেই হয় নি। তখনি আমি নিশ্চিত বুঝে নিলাম, আমি মূর্খ, হতভাগ্য, তাই তোমাকে হারালাম; আর ললিত ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান্, তাই তোমাকে লাভ কর্‌লে।

শুনিয়া লীলার মুখে হাসি ফুটিল, চোখে অশ্রু ঝরিল। বলিল, "আপনি এ-সব বলে আমাকে আর লজ্জায় ফেল্‌বেন না। কিন্তু কি ভুলই বুঝেছিলেন আপনি। সরিতের কথার খানিকটে শুনেই আপনি এই সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলেন। আপনি যে রাত্রে এখানে চলে আসেন, তার পরদিন সকালেই বাবার চিঠি আপনার বাসায় পৌছায়।

শঙ্কর। তিনি কি বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে?

লীলা। বাবা বলেছিলেন,—আপনার যা দোষ ছিল সব দূর হয়ে গেছে। আপনি অগ্নিশুদ্ধ।

তার পর একটু থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, "উঃ, কি ভাবিয়েই তুলেছিলেন আপনি! আপনার পাশে এ কদিন বসে বসে কেবল ভেবেছি, আমার জন্ম আপনি দেশত্যাগী—আপনার এই দুরবস্থা। কি কান্নাটা আমাকে কাঁদিয়েছেন আপনি। বড় দুষ্টু আপনি!

শঙ্কর লীলার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমার সব দোষ মার্জ্জনা করেছেন তো?"

লীলা আর্ত্তস্বরে বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, অমন করে ও সব কথা আর আমাকে বল্‌বেন না। আপনি কি কিচ্ছু বুঝ্‌বেন না?"

লীলার কথার মধ্যে যে গভীর বেদনা, অনুযোগ ও অনুরাগের সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহা শঙ্করকে অপার আনন্দে অধীর করিয়া তুলিল। লীলার একখানি হাত আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া শঙ্কর যেন সেই অপূর্ব্ব পরম প্রার্থনীয় অনুরাগটুকু উপভোগ করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

লীলা শঙ্করের শিহরণ ও অশ্রুসজল চক্ষুর পানে গভীর অনুরাগভরে চাহিয়া সর্ব্বদেহে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, শঙ্করের সেদিনকার মত সেও আজ চুম্বনে চুম্বনে শঙ্করের ললাট, কপোল, অধর ভরিয়া দিয়া আপনার তৃষিত ক্ষুধিত চিত্তকে শান্ত করে। একবার তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলে, প্রথম দৃষ্টিতেই তুমি আমার অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বালিয়া দিয়াছ; আমি সেই দিন হইতে তোমার সব দোষ ভুলিয়া তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।"

কিন্তু যাহা মনে হইতেছিল, তাহার কিছুই না করিয়া লীলা শঙ্করের ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে জলভরা চক্ষে সুধু তাহার রোগশীর্ণ ম্লান মুখের পানে গভীর প্রেমভরে চাহিয়া রহিল।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না তখন আতুরাশ্রম, তাহার সন্নিহিত প্রান্তরে, সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গার উচ্ছল জলরাশি রজত-ধারায় প্লাবিত করিয়া দিতেছিল!

সমাপ্ত

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

১।	প্রেমের মূল্য	গল্প গ্রন্থ	১।০
২।	পাথরের দাম	ঐ	॥০
৩।	বন্ধু	ঐ	২৲
৪।	চির-অপরাধী	উপন্যাস	১॥০
৫।	প্রশান্ত	ঐ	১॥০
৬।	কালো বৌ	ঐ	॥০
৭।	অপূর্ণ	ঐ	২৲
৮।	অশ্রু নির্ঝর	ঐ	২৲
৯।	অদৃষ্টের খেলা	ঐ	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা